শিবনাথ শাস্ত্রীর
শ্রেষ্ঠ কবিতা

শিবনাথ শাস্ত্রীর

শ্রেষ্ঠ কবিতা

ড. বারিদবরণ ঘোষ

-সম্পাদিত

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম ১৮৪৭ সালে। তিনি ছিলেন আবাল্য কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন একজন সমর্থ কবি। মা গোলোকমণি দেবীর কাছেই তাঁর অন্য-সব শিক্ষার মতোই কবিতাতেও শিক্ষালাভ ঘটে। রামায়ণ পড়িয়ে তিনি বালক শিবনাথের ছন্দ ও কাব্যের কান তৈরি করে দিয়েছিলেন। ন-বছর বয়সে শিবনাথ ভট্টাচার্য নিজের গ্রাম মজিলপুর ছেড়ে পড়তে এলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। এখানেই তাঁর কবিতার হাতে-খড়ি। সহপাঠী এক বন্ধু 'স্ফীতোদর গদাধর' একবার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করাতেই ঈর্ষান্বিত হয়ে শিবনাথ তার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে বসলেন। তার চারটি পংক্তি তিনি তাঁর 'আত্মচরিতে' উল্লেখ করে গিয়েছেন :

ইজার চাপকান গায় ইস্কুলে আসে যায়
নাম তার গঙ্গাধর হাতি,
বড় তার অহংকার ধরা দেখে সরাকার
চলে যেন নবাবের নাতি।

'নবাবের নাতি' ইংরেজি শিক্ষক রাধাগোবিন্দ মৈত্রের কাছে নালিশ করল। শিক্ষকমশায় বকুনি দিলেন বটে, তবে কবিতাটির প্রশংসা করতে ছাড়েননি। অতএব বালক কবি উৎসাহ পেয়ে গেলেন : 'ফলত আমি যে কত ছোটো বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা মনে নাই।' সেই বয়সেই 'গিলিয়া' খেতেন ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা। বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন কবিতার 'রসগ্রাহী মানুষ'। বছর দশেক বয়সের মধ্যেই তাঁর একখানি কবিতার খাতা ভরে উঠেছিল নানান কবিতায়। এগুলি ছাপা শুরু হয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' ও প্যারীচরণ সরকার-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট'-এ। মধুসূদনের অনুকরণে ছদ্মনাম নিয়েছিলেন : 'এস. এন ডট্'। এডুকেশন গেজেটে প্রতিদ্বন্দ্বী এক কবির চাপান-উতোরে তাঁর কাব্যচর্চা স্ফূর্তি পেয়ে গিয়েছিল ঈশ্বরগুপ্তের ঢঙে। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুন্দরী-সুন্দর' ('কেন না হইনু আমি যমুনার জল রে' -ইত্যাদি) কবিতার প্যারডি ('কেন না হইনু আমি মাছের ধুনুচি' বা 'কেন না হইনু আমি শলিতার কানি'-ইত্যাদি) লিখে বঙ্কিমচন্দ্রের সরোষ প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। কিন্তু, তার শাস্তিস্বরূপ কখনোই বঙ্গদর্শন-এ লেখার জন্য আমন্ত্রিত হননি।

নবীনচন্দ্র সেন তাঁর এই সমবয়স্ক কবির সম্পর্কে বাল্যাবধিই শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এই 'হিরো'-কবি প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন'-এ লিখে গিয়েছেন, 'তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা ছাত্র। সেই বয়সেই কবি বলিয়া পরিচিত।' একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণই তাঁর কাব্য-জীবনের অনুকূল প্রকাশক ছিলেন। সশ্রদ্ধায় তা স্বীকার করে শিবনাথ লিখেছেন,

'I can clearly trace the growth of my poetical talents to the encouragement given by my uncle'.

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের আগে সোমপ্রকাশে 'আলিপুরের মেলা', মিস মেরি কার্পেন্টারকে স্বাগত জানিয়ে রচিত 'এম এস বিদেশিনী', 'জাস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত' -প্রভৃতি কবিতা ছাড়াও এমন-একটি কবিতা লেখেন যা ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। নবগোপাল মিত্র-প্রবর্তিত সুখ্যাত স্বদেশী মেলা ('চৈত্র মেলা' বা হিন্দু মেলা)-য় শিবনাথ ধর্মের অতীত-গৌরব স্মরণ করে একশত শ্লোকে একটি দীর্ঘ পদ-প্রবন্ধ রচনা করেন। তার ছন্দে রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চিরস্বাধীনতাপ্রিয় শিবনাথের স্বদেশব্রতের সেই প্রথম দীক্ষা।

২.

শিবনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নির্বাসিতের বিলাপ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি ইতিপূর্বে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে অংশত প্রকাশ পায়। এই উৎকৃষ্ট খন্ডকাব্যটি নায়কের স্বগত-ভাষণের ভঙ্গিতে নিবেদিত। শিবনাথ লিখেছেন, 'প্রায় দুই বৎসর গত হইল একজন ভদ্র-সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চির-জীবনের মতো নির্বাসিত হন।' ভবানীপুরের এই নির্বাসিত যুবকটির চিন্তা সতেরো বছরের কবির মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে জন্ম দেয় এই কাব্যের। চার খন্ডে বিভক্ত এই কাব্যের প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যে গীতিকাব্যের চর্চা সবে-মাত্র আরব্ধ হয়েছিল। এই কাব্যেরও একটা রোমান্টিক স্বপ্ন উৎসস্থল হয়ে আছে। যেহেতু এটি খন্ডকাব্য, সেজন্যে এটি সমগ্রত উদ্ধার করা এখানে সম্ভব হয়নি। সেখানে কাব্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট তন্ময়তা লক্ষ্য করেছি, কাহিনী-নিরপেক্ষভাবে সেই অংশগুলি পাঠকদের রসবোধের কাছে নিবেদন করেছি মাত্র।

৩.

শিবনাথের কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ার আগে তাঁর মনোজগতে এসেছিল এক অভাবিত পরিবর্তন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ অগাস্ট তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের কাছে। ফলে ঈশ্বর-নির্ভরতা ধীরে-ধীরে তাঁর কাব্যাবলীর একটি গণনীয় সুর হয়ে পড়ে। 'ধর্মতত্ত্ব'-পত্রিকায় প্রকাশিত এ সময়ের কবিতাসমূহে তার নজির বর্তমান। 'বিপন্নের প্রার্থনা' বা এমনতর কয়েকটি কবিতায় এই মনোপরিবর্তন লক্ষ্য করি।

শিবনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্পমালা' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে (হরিনাভি, ১২৮২)। ১৮৮৮ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচটি সংস্করণে কবিতার সংখ্যায় অদলবদল ঘটে গিয়েছিল। শেষ অবধি পঁচিশটি কবিতা এতে সংকলিত থাকে। কাব্যটি সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন, 'আমার রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমালা একখানি। ইহাতে আমার অনেক প্রাণের কথা আছে।' এই পুষ্পমাল্যে দেশপ্রেম, পুরাণ, সমাজ, প্রকৃতি এবং সংগীত—পাঁচ-ধরনের ফুল আছে।' শিবনাথের দেশপ্রেম বঙ্গদেশকে ছাড়িয়ে ভারত-চিন্তার উপর

যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, তার বড়ো প্রমাণ 'উৎসর্গ' নামের কবিতাটি। এটি পড়লেই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি। 'বহু দূর নয়' কবিতাতে দেশোদ্বোধনে নারীর ভূমিকা স্মরণ করে কবি লিখেছেন, 'তোরা না উঠিলে দেশ যে জাগে না।' বলেছেন, 'বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,/তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান'।

চৈতন্যের সন্ন্যাস, মাতৃদর্শন, ভর্ৎসনা, মার্জনা, বিদায়, সতীর পরাক্রম-প্রভৃতি পৌরাণিক কবিতায় কবিপ্রাণের পবিত্রতা-ধর্মপ্রাণতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 'চৈতন্যের সন্ন্যাস' একদা খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'ডাকেন জননী নিমাই নিমাই/প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই'-পংক্তিটি লোকের মুখে ফিরত—কবির নাম হয়তো না-জেনেই। রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্যজীবন—সবই এই-সমস্ত কবিতার উপজীব্য।

শিবনাথ গভীরভাবে সামাজিক ছিলেন। ফলে তৎকালীন সমাজের কিছু কু-প্রথা তাঁকে আলোড়িত রেখেছিল। মদ্যপানের কুফল, বাল্যবিবাহ, অকালবৈধব্য—সবই তাঁকে গভীর নাড়া দিত। দ্বীপান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত, মাতাল, দুঃখিনী, পরিত্যক্ত রমণী-প্রভৃতি কবিতাতে এইসব সামাজিক কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও আছে। প্রকৃতি ও সংগীত স্বভাবকবি শিবনাথের অন্তঃপ্রকৃতির অনুরাগের বিষয়, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি একজন আধ্যাত্মপরায়ণ কবিও। এই ঈশ্বরনির্ভর কবি জীবনের পরিণাম নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন এবং বিশ্ব-সংসারের গভীরতত্ত্বে নিমগ্ন হয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল : ঈশ্বর 'কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্রতারা,/কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁর ভয়ে,'—তিনি বুদ্ধির অগম্য।

আধ্যাত্মিক কবিতাগুলি বাদ দিলে শিবনাথের প্রায় সব কবিতার মধ্যেই একটা আখ্যায়িকার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সেগুলিতে হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদনের প্রভাব লক্ষ্য করি। নানা ছন্দে তিনি পারদর্শী ছিলেন; আর সর্বোপরি ছিলেন একজন প্রকৃত হৃদয়বান ধার্মিক কবি।

৪. /

'হিমাদ্রি-কুসুম' (১৮৮৭) নামে তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থেও এই কবি-বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। দীক্ষা, সৌন্দর্য, বিচ্ছেদ, বৈধব্য—চারভাগে বিভক্ত এই কাব্যটি দীর্ঘ আখ্যানমূলক। কবি এগুলিকে 'চারটি ফুল' বলেছেন। আমরা এর শেষ 'বিদায়' অংশটুকুমাত্র চয়ন করেছি। চতুর্থ কাব্য 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮) সম্পর্কে কবি বলেছেন, 'বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে মার অঞ্জলিপুষ্প উপহার দেওয়া যাইতেছে। যে সকল ফুল ধনীদের বাগানে ফোটে ও যাহা বাবুদিগের বিবিদিগের করপল্লবে সুশোভিত হইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাতে সে-জাতীয় পুষ্প অধিক নাই। যে সকল ফুল সচবাচর ঠাকুর-পুজার জন্য ব্যবহার হয়, ইহাতে সে জাতীয় পুষ্প অধিক। মধ্যে-মধ্যে দুই-একটি অন্য ফুল আছে।' এই 'অন্যফুলগুলি'তে আছে মানবরস। মূল পুষ্পগুলি ধর্মরসে সঞ্জীবিত-সুরভিত—সেখানে আত্মবিচারণা, আকাঙক্ষা, প্রার্থনা, আবেদন ও নিবেদনের ভাব ফুটে উঠেছে। মানবরসের কবিতাগুলিতে সমাজের বিভিন্ন অনুভব—ধনীর অত্যাচার, মদ্যপানের কুফল থেকে প্রেমের আকাঙক্ষা ও মৃত্যুশোক স্থান

পেয়েছে। 'প্রেমের মিলন' কবিতাটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' ও শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এর কথা একই-কালে মনে পড়ে।

৫.

পঞ্চম কাব্য 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯) একটি রূপককাব্য এবং এর পিছনে সম্ভবত বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' কাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। সাত পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই অধ্যাত্ম-রূপক কাব্যটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (১৮৭৫) কাব্যের তুলনা করা যেতে পারে। তবে দ্বিজেন্দ্রনাথেব সৌন্দর্য-সৃষ্টির সিদ্ধি শিবনাথ অর্জন করতে পারেননি। সর্বশেষ এই কাব্যটি থেকে আমরা তেমন কোনও উদাহরণ উদ্ধার করতে না পারলেও কিছু আধ্যাত্মিক ও শিশুপাঠ্য কবিতা আমরা চয়ন করে নিয়েছি। এ থেকে কবির শিশুচিত্ততা বিষয়েও পাঠক অবহিত হতে পারবেন।

এসব কবিতা ছাড়াও শিবনাথ বহুতর ব্রহ্মসংগীতেরও রচয়িতা। শতাধিক ব্রহ্মসংগীতের রচয়িতা শিবনাথ নানা উপলক্ষে এগুলি রচনা করেছিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মসংগীত ছাড়াও ভাবগত ব্রহ্মসংগীত রচনায় তিনি সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এগুলিতে ঈশ্বরের সেবার সংকল্প, ঈশ্বরের স্বরূপ-বর্ণনা, উৎসবের নিবেদন অনেকটা বৈষ্ণবীয় আত্মসমর্পণের সুরে উচ্চারিত। কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে যে প্রার্থনা, অনুতাপ, পাপবোধ, ব্যাকুলতা, আত্মপরীক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন, তা এইসব সংগীতে প্রকটিত। শিবনাথের গানগুলিতে একটা quest বা অন্বেষণের সুরও উচ্চারিত। এই অন্বেষণ যে যৌথ উদ্যোগেই হতে পারে—কবির ছিল এই বিশিষ্ট বিশ্বাস: 'সেই শান্তিধামে একা যায় না যাওয়া; সবে মিলে চল রে। একা ডাকিলে দেখা হবে না। তাই প্রেমডোরে বাঁধ পরস্পরে।'—এই সংঘমনের আহ্বান তাঁর ব্রহ্মসংগীতের মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্মীয় নেতা, শিক্ষা-ব্যবস্থাব পুরোধা, ঔপন্যাসিক-সম্পাদক-প্রাবন্ধিক সামাজিক শিবনাথের কবিপরিচয় এখন অন্তরালবর্তী হয়ে গিয়েছে। অথচ তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁকে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উদ্ধার কবে অতঃপর আমরা একালের পাঠকদের হাতে সমর্পণ করি।

১৪ অক্টোবর, ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূচিপত্র

নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

পুষ্পমালা (১৮৭৫)

হিমাদ্রি-কুসুম (১৮৮৭)

পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮)

বিবিধ রচনা :

শিশুপাঠ্য কবিতা :

ব্রহ্মসংগীত

নির্বাসিতের বিলাপ
১৮৬৮

নির্বাসিতের বিলাপ*

প্রথম কাণ্ড

আন্দামান দ্বীপ। স্থান—সমুদ্রতট। সময়—গোধূলি

একি হে জলধি! আজ করি বিলোকন,
কেন হে ভীষণ ভাব করেছ ধারণ?
এ হেন চপল কেন তোমার হৃদয়
হইল, অপারসিন্ধু! বল এ সময়
কেন হে তরঙ্গ ভঙ্গি করি বার বার
করিছ আঘাত কূলে? হায় হে আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর! হয়ে কি দুঃখিত,
তোমার হৃদয় আজ হল উচ্ছলিত?
নতুবা গম্ভীর তুমি বিদিত ভুবনে.
একি দেখি নীর নিধি! কি ভাবিয়া মনে,
খেলিছ মত্তের মতো এহেন সময়?
জান না কি, এ পাপীর চঞ্চল হৃদয়
হইত সুস্থির ভাই! করি দরশন
তোমার গম্ভীর মূর্তি? অভাগার মন
হেবিয়া তোমার ভাব হইত সবল ;
সেই তুমি আজি কেন এরূপ চঞ্চল!
তুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে ভাই!
বল তবে হতভাগ্য কার কাছে যাই?
আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
আছি এই জন-শূন্য জলের মাঝারে ;
নাহি হেথা সুতজায়া সান্ত্বনা করিতে
এ হেন বিপদকালে ; নাহি কেহ দিতে
একবিন্দু নেত্র-জল আমার রোদনে,
মিশাতে হৃদয়-ব্যথা হৃদয় বেদনে।

নির্বাচিত অংশ

যেদিকে ফিবিয়া চাই দেখি শূন্যময় ;
উদাসে সতত কাঁদে পাপিষ্ঠ হৃদয়।
চাহি আমি বন পানে দেখি তরুগণ
বিযাদ-কালিমা মাখি মলিন বরন ;
নাহি নড়ে পাতা ; পাখি না ডাকে কুলায়ে ;
কে যেন রেখেছে শোকে সবারে ডুবায়ে।
চাহি আমি নিশাকালে গগন-মণ্ডলে,
দেখি শশী সুধা-রাশি বিযাদ কজ্জ্বলে।

হায় মা! রহিলে কোথা ; এই রসাতলে
যাই মা! জনম-মতো সাগরের জলে ;
নমস্কার, নমস্কার! দেও মা! বিদায়,
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায়!
জননি! তোমার ভালে এ হেন যাতনা
লিখেছিল পোড়া বিধি, মনের বাসনা
রহিল মা! মনে-মনে ; যাই মা! এখন
মনে রেখো দয়াময়ি! জন্মের মতন।
তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
তিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসন্তান!
লইয়া সে গুরু-ঋণ যমালয়ে যাই,
তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই।

কোথায় রহিলে প্রিয়ে ; চলিনু সুন্দরী,
তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি,
দেও লো বিদায়, যাই জন্মের মতন
আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ,
এতদিনে বিধুমুখি! হারালে আমায়
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায়!
বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার
প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার!
বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যায়
বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়,
চাবি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন!
আজি সে সুখের আশা দিনু বিসর্জন,
একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই,
পামরের তরে কেহ কাঁদিবার নাই ;
এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন!

এসো-এসো একবার করসে রোদন।
আর যে পাব না দেখা জনমের মতো,
এসো-এসো, বলে যাই কথা গুটিকতো।
আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিবা আমায় ,
সুখে থেকো প্রাণেশ্বরি, বিদায়! বিদায়!

কোথা রে অভাগা শিশু! পাপীব সন্তান।
জনমের মতো পিতা করিল প্রস্থান!
বাছা রে তোমার দুখে ফাটিছে হৃদয়,
করেছি জীবন তোর আমি বিষময়,
না পাইলে করিবারে পিতৃ-সম্ভাষণ,
না দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন!
জন্মাবধি দুঃখভোগে কাটাইলে কাল,
বয়োবৃদ্ধি হবে যত বাড়িবে জঞ্জাল!
পাপীর সন্তান বলি ঘৃণা হবে মনে,
থাকিবে লোকের মাঝে মুদিত বদনে,
এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়,
মনে রেখো বাছাধন, বিদায়! বিদায়!

নীরব সংসাব! এবে তমোবাস পরি
আইলা রজনী যেন মৃত্যুর কিঙ্করী।
ধীরে-ধীরে পদক্রম করি নিশি যায়,
নিবিড় তমসাঞ্চল পশ্চাতে লোটায় ;
যমের ভগিনী নিশি কালিন্দী-সোদরা,
পদার্পণে ভয়ে ভীত অভিভূত ধবা।
ক্রমে স্তব্ধ চরাচর ; কুলায়ে গোপনে
নিববিল বিহঙ্গম ; রাখিয়া যতনে
আপন শাবকগণে পাখার ভিতরে,
পাখাতে ঢাকিয়া মুখ নিদ্রা-ভোগ করে ,
আপন আবাস-গৃহে, করিয়া শয়ন,
নয়ন মুদিয়া গাভী করে বোমন্থন ;
জননীর কোলে শিশু অঘোরে ঘুমায় ;
আপনি প্রকৃতি-দেবী বিচেতনপ্রায় ;
সকলেই গাঢ় নিদ্রা করে অনুভব,
সুস্থির স্তিমিত সব, নাহি কোন রব ;
কোলাহল কর্ণভেদ নাহি করে আর ;
গভীর ধ্যানেতে যেন বসিল সংসার।

চরাচর বিচেতন প্রকৃতির কোলে ;
কেবল দাঁড়ায়ে তরু বায়ুভরে দোলে
খস্-খস্-খস্ শব্দ হয় ঘন-ঘন,
বুঝিয়া বিরল পেয়ে এক প্রাণ-মন
ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তরু ঈশ-গুণ গায় ;
কেবল শ্বাপদ-কুল আহার চেষ্টায়
ভ্রমিছে গহন মাঝে, মহা ভয়ঙ্কর ;
সচকিত বনস্থলী কাঁপে থর-থর।

[দ্বিতীয় কাণ্ডের সূচনাংশ]

স্বপ্ন

তৃতীয় প্রহর নিশি ; মেদিনী-গগন,
সব আছে স্থিরভাব করিয়া ধারণ ;
ঘুমায় পর্বত, নদী, ঘুমায় সাগর ;
নড়ে না পল্লব, নিদ্রা যায় তরুবর ;
ঘুমাইছে আন্দামান, থাকিয়া থাকিয়া
শিবার অশিব রবে উঠিয়ে কাঁদিয়া ;
গিরিবরে করি-যূথ রয়েছে নিদ্রায় ;
একমাত্র যূথ-পতি গিরি-চূড়া-প্রায়,
দাঁড়ায়ে বিপুল কর্ণ নাড়িছে সঘনে,
মাঝে-মাঝে উড়ে ধূলি নিশ্বাস-পবনে ;
প্রজার রক্ষায় যেন জাগে নরপতি।
জনস্থানে—বাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে সর্বজন ;
কোথা বা মানব কেহ দেখিয়া স্বপন,
হাসে-কাঁদে, কথা কয়, আপনার মনে ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে শিশু, লইয়া বদনে,
সুধা-রস-পূর্ণ স্তন সুখে করে পান ;
নিদ্রিতা জননী তার জানে না অজ্ঞান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে তারে করিছে বারণ,
বার-বার স্তন-যুগ করে আকর্ষণ।
কোথা বা রমণী কেহ, এক নিদ্রা পরে,
একাকিনী কাঁদিতেছে গুন-গুন স্বরে ;

পতি-পুত্র ছিল তার, ছিল পরিবার,
নিরদয় মৃত্যু সবে করেছে সংহার,
রেখেছে তাহাকে শুধু কাঁদিতে বিজনে ;
উন্মূলিত হয়ে যবে ঝটিকা-পবনে
তরুবর যায় পড়ি, লতা অসহায়,
ধরাতলে থাকে শুধু পড়িয়া তথায়,
সেরূপ কামিনী একা রয়েছে পড়িয়া ;
জ্বালাইতে মৃত্যু তারে গিয়েছে ফেলিয়া।
আবার কোথা বা কোন ধনীর ভবনে,
আমোদ-তরঙ্গোপরি ভাসে সর্বজনে ;
সমীপে নর্তকী নাচে, হাস্য-পরিহাসে
সবে মত্ত, বাটী যেন নাচিছে উল্লাসে।
মেষ-গৃহে মেষ-পাল রয়েছে নিদ্রায়,
চতুর শৃগাল, এবে আসিয়া তথায়
মেষ-শিশু চুরি-আশে বেড়ায় ঘুরিয়া ;
প্রহরী কুক্কুর শুধু থাকিয়া থাকিয়া,
পত্রের মর্মর রব করিয়া শ্রবণ,
ঊর্ধ্ব-মুখে ঘোর রবে ডাকে অনুক্ষণ।
উপরে গগন-তলে ভ্রমে তারাগণ
একে-একে ক্রমে-ক্রমে হয় অদর্শন ;
ঢলিয়া পড়েছে একে সপ্তর্ষি-মণ্ডল ;
ভাঙিয়া আসর যেন যায় তারাদল।
ঝিল্লিগণ ক্রমে রব করিছে সংহার,
হয়েছে কাতর যেন শক্তি নাহি আর ;
মিলাইছে ছায়াপথ অম্বরের তলে,
ক্রমে ফেনা যায় যথা জলধির জলে।

[তৃতীয় কাণ্ডের সূচনাংশ]

এদিকে পোহায় দেখ সুখ-বিভাবরী ;
লোহিত-বরনী উষা, আসিয়া সুন্দরী,
সখীভাবে দিয়া কর পূর্বাশার গলে,
হাসি-হাসি দাঁড়াইল উদয়-অচলে।
হেরে সে যুগল রূপ হিংসায় যামিনী
দ্রুতপদে অস্তাচলে গেল বিনোদিনী।
একেবারে সুখ-রাজ্য করি পরিহার
যাইতে না সরে মন, তাই অন্ধকার

যায়-যায়-যায় যেন যাইতে না চায়,
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়।
শাখী-শাখে নিজ নীড়ে ছিল পাখিগণ,
সেইখানে এ বারতা ঘুষিছে পবন,
একে-একে উঠে তারা নিদ্রা পরিহরে।
বন্দী-ভাবে তাম্রচূড় থাকি বনান্তরে
বলিছে পতত্রিগণে ডাকি উচ্চস্বরে ,—
'উঠরে উঠরে ভাই! নিশি অবসান,
ঘুমান প্রকৃতি-মাতা, উঠ করি গান
সকলে জাগাই তাঁরে ; পোহাল রজনী
উঠ-উঠ, পূর্বাচলে এল দিনমণি।'
সেই রবে দধি-মুখ* নিদ্রা পরিহরে,
আবাস-কুলায় ছাড়ি, তরু শাখাপরে,
'জয় জগদীশ' বলে আসিয়া বসিল ;
মধুর মুরলী তার বসি বাজাইল।
সারানিশি বনে-বনে ভ্রমি নিরন্তর,
প্রচণ্ড শার্দুল এবে হইয়া কাতর,
মৃদু পদে হেলেদুলে নিজস্থানে যায় ;
শৃগাল-শৃগালী এবে স্বস্থানে পলায়।
এখনো মৃগের শিশু মুদিয়া নয়ন,
সঙ্কুচিয়া চারিপদ ফিরায়ে বদন,
অকাতরে নিদ্রা যায় তৃণের শয্যায় ;
রহেছে মাতার পাশে, নাহি কোন দায়।
কেবল হরিণী-মাতা উঠি এতক্ষণে,
দাঁড়ায়ে চাটিছে জঙ্ঘা আপনার মনে!
কারাগৃহে কারাবাসী রয়েছে নিদ্রায়,
পরিশ্রান্ত কলেবর গতাসুর-প্রায়।
সারানিশি জাগরণে কারারক্ষী নর,
ঢুলু-ঢুলু আঁখিপাতা, নিদ্রায় কাতর,
ধীরে-ধীরে নিজ স্থানে হয় অগ্রসর।
উচ্ছলিত হায় তথা তটিনীর জল,
তৃণগুল্ম-লতাপাতা ডুবায় সকল ;
সেরূপ আঁধার জলে হইয়া মগন,
ভূধর-বিটপি-আদি ছিল এতক্ষণ,

---

* দধি-মুখ—দইএল নামক পাখি।

ক্রমে জোয়ারের জল হইছে বাহির,
একে-একে তারা যেন তুলিতেছে শির।
সুনীল তামস-বাসে ঝাঁপি সর্বকায় ;
এখনো করাল সিন্ধু রহেছে নিদ্রায়!
দ্রুতপদে বায়ু সবে যায় জাগাইয়া ;
জল-স্থল উঠে যেন নয়ন মুছিয়া।
জন-স্থানে শিশুগণ উঠি এতক্ষণে
কাঁদিতেছে মা-মা রবে ; ভবনে-বভনে
একে-একে উঠিতেছে কল-কল রব ;
ছাড়িয়া সুখের শয্যা শ্রমজীবী সব
দলে-বলে নিজ কাজে হইছে বাহির ;
সারানিশি গাত্রদাহে থাকিয়া অস্থির,
পীড়িত অভাগা এবে তামসী নিশায়
'দূর হও' বলে যেন দিতেছে বিদায়।
কোন স্থানে মেষ-পাল উঠি এতক্ষণে,
গুনি-গুনি মেষদল আনন্দিত মনে,
একে-একে গৃহ হতে করিছে বাহির।
থাকি রত দিবানিশি কাজে প্রহরীর,
কাতর কুকুর এবে, মুদিয়া নয়ন,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে অচেতন।
কোথা বা গৃহস্থ কেহ মেলিয়া নয়ন,
গগনে উষার কর করি দরশন,
নিজগৃহে করে গান সুললিত স্বরে
পবন সে গীত লয়ে ফেরে ঘরে-ঘরে।
পালী-গৃহে পারাবত সুখের শয়নে
প্রিয়াব নিকটে বসি, মুদিত নয়নে,
অকাতরে মনোসুখে নিদ্রাভোগে ছিল,
আসিল সুহাসি উষা, আশা প্রকাশিল,
পালী-গৃহ ছাড়ি ক্রমে যায় অন্ধকার,
নিদ্রা-ভঙ্গে মেলি আঁখি, করিয়া বিস্তার
একে-একে পক্ষ-পদ, আলস্য ভাঙিয়া,
প্রেয়সীর চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট দিয়া,
বকম-বকম রবে প্রণয়ের তরে,
'উঠ প্রিয়ে' বলে যেন জাগায় আদরে!
কোথা বা গো-গৃহে বৎস রয়েছে বন্ধনে,
এখন পোহায় নিশি, ব্যাকুলিত মনে

মা, মা করে বার-বার করিছে চিৎকার
অন্যস্থানে বদ্ধ থাকি জননী তাহার
পারে না আসিতে তথা, চঞ্চল অন্তর
ফেরে-ঘোরে হোঁক-হোঁক করি নিরন্তর।
কোথা বা বিজন গৃহে, শয্যার উপরে,
অভাগী যুবতী কেহ, রাখি বাম করে
বিষাদে মলিন গণ্ড, রহেছে চিন্তায় ;
নয়নেব জল তার, প্রবল ধারায়
বিন্দু-বিন্দু অবিরত পড়িছে ভূতলে ;
মাঝে-মাঝে অশ্রুবীমা মুছিছে অঞ্চলে।
নবীনা যুবতী বালা রূপের সাগর,
তথাপি তাহার পতি, নিতান্ত পামর,
ফেলে তারে অন্যস্থানে রজনী বঞ্চায় ;
তাই বালা নেত্রজলে বদন ভাসায়।
কোন স্থানে মৃত-পুত্রা অভাগী জননী,
হেনকালে তুলিয়াছে রোদনের ধ্বনি ;—
'এই যে জাগিল বাপ সকল সংসার,
তুমি কিরে যাদুমণি! জাগিবে না আর?
সবাই আনন্দে বাপ্ উঠিছে জাগিয়া,
কোথা গেলি আর বাপ্ ডাক্ 'মা' বলিয়া।
এরূপে পোহায়ে যায় দেখ বিভাবরী,
পূর্বাচল-শিরে উষা হাসিছে সুন্দরী।

[চতুর্থ কাণ্ডের সূচনাংশ]

দুঃখিনী

ওই কে বিজন গৃহে বসিয়া কামিনী,
উদাস-উদাস মুখ যেন পাগলিনী,
শূন্য-শূন্যদৃষ্টে চায়, দুই গণ্ড ভেসে যায়,
মরুভূমে পথহারা যেন কুরঙ্গিনী।
পাশেতে দাঁড়ায়ে শিশু বিষণ্ণ বদন,
কেন মা কাঁদিস বলে করে আকর্ষণ ;
তাহাতে না দেয় কান, নিতান্ত অস্থির প্রাণ,
দর-দর অশ্রু শুধু করে বরিষণ।
আজো যে যৌবন তার নহে অস্তমিত,
এখনো সুন্দর মুখ আছে প্রস্ফুটিত,
এ বয়সে কেন তার, এ হেন হৃদয়-ভার?
সন্ধ্যা না আসিতে পদ্ম কেন মুকুলিত।
জীবন-তরণী তায় সুখের সাগরে,
কোথা ভাসি বেড়াইবে প্রফুল্ল অন্তরে,
তা না হেনভাবে কেন?
রাজ্যের বিষাদ যেন
মলিন সুধাংশু মুখে এসে রাজ্য করে।
কেহ কি তোমার নাই এ তিন সংসারে,
ও চক্ষের জলধারা মুছাইতে পারে?
হা অভাগি! স্থির হও ; পুত্রটিকে কোলে লও
ওই দেখ সাশ্রুনেত্রে ডাকিছে তোমারে।
হা পাঠক! জান কি হে কেন অভাগিনী
কাঁদিতেছে?—কার তরে আজ পাগলিনী।
বন্যার জলের প্রায়, দুটি গণ্ড ভেসে যায়,
বুঝি আজ বুক ফেটে মরে রে কামিনী।
পতি তার মৃত্যু-মুখে পড়িয়া শয্যায়
ছটফট করিতেছে রোগ-যাতনায়।

অকালে ভাঙিল খেলা, ফুরায়ে আসিল বেলা,
ধীরে ধীরে প্রাণরবি মেঘেতে লুকায়।
বেলা গেল সন্ধ্যা হল ভাবিছে কামিনী,
সংসার-সাগর-কূলে বলে একাকিনী।
পথের ভিখারি করে, স্বামী যায় পরিহরে,
কোথায় মস্তক আজ রাখে অভাগিনী।
পিতৃকুলে কেহ নাই কে দিবে আশ্রয় ;
বিধবা রমণী সব দেখে শূন্যময়!
একঘর লোক ছিল, মৃত্যু সব হরে নিল
শ্মশান-সমান আজ হইল আলয়।
গেছে পিতা, গেছে মাতা, আজ পতি যায় ;
গলেতে কলস বাঁধি সাগরে ডুবায়!
এইসব ভাবি মনে ধারা বহে দু-নয়নে ;
এই দুঃখে আজ তার বুক ফেটে যায়।
কি-বা খায় কিবা দেয় প্রাণের কুমারে!
অন্তরের ভাব তার কে বর্ণিতে পারে!
সরল হৃদয় তার, ভাবিতে পারে না আর,
গুরুভারে ভেঙে বুঝি যায় একেবারে।
যায় একেবারে ;—আহা সুধাংশু বদন
ওই যে মুদিত হল জনম-মতন ;
এ বয়সে অভাগিনী, হল হায় কাঙালিনী,
ঘুচিল মধুর হাসি জনম-মতন।
জনম-মতন বালা হল তপস্বিনী,
দারিদ্র্য-কাননে আজ পশে একাকিনী ,
পুত্রটিকে কোলে লয়ে, কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে .
শাবক লইয়ে যথা কাঁদে বিহগিনী।
মৃত্যু রে কি করে গেলি! দেখে প্রাণে মরি,
বল না কেমনে এত সহিবে সুন্দরী?
এ কি হল নিরুপায়, একা বালা ভেসে যায় ;
কে কোথায় আছ বন্ধু রাখ তারে ধরি।

উত্তেজনা

(দ্বৈতবনবাসী যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদী)

থাকিবে কি মহারাজ! বনেতে বসিয়ে,
যেন তাপস সুজন?
সাজিয়ে বীরের সাজে, আমি কি সমর-মাঝে?
পশিব একাকী গিয়ে, করিবারে রণ?

তুমি না ক্ষত্রিয় বীর পাণ্ডুর নন্দন?
মরি খেদে হাসি পায়!
চারি দিক্‌পাল যার অনুচর, সাধ্য কার
হৃদয় বাঁধিয়া তার সমীপে দাঁড়ায়!

নিমেষে তোমার যদি পায় অনুমতি,
তবে কারে তারা ডরে?
শুখাল সিন্ধুর জল, গ্রসা করে রসাতল,
সাগরে লইযা ফেলে যতেক ভূধরে!

যাহাদের বীর নাদে পুরিল গগন,
ভয়ে কাঁপে ত্রিভুবন।
তারা অপমান সযে, কিরূপে শরীর লযে,
ফিরিবে হে বনে বনে ব্যাধের মতন?

এখনো তাদের তনু হয়নি অঙ্গার ;
তবে সহি অপমান,
থাকিবে বল কি বলে? প্রবল সমরানলে
অরিগণে না করিয়ে পূর্ণাহুতিদান?

জানিলাম মহারাজ! দ্রুপদ-নন্দিনী
হায় বড় অভাগিনী।
নতুবা কি কেশে ধরে অপরে বিবস্ত্র করে
সভা-মাঝে? হায় আমি রাজার গৃহিণী!

পাঁচ ভাই উপস্থিত না থাকিতে যদি,
তবে সাজি বীর-সাজে,
ঘোর অসি করে ধরি, কুরু-কুল চূর্ণ করি
একাকী নাচিত কৃষ্ণা সমর-সমাজে।

অবিরল ভাসি নাথ! নয়নের জলে,
মনে হলে সেইদিন।
যেইমাত্র দুর্যোধন বলিল হে কুবচন,
মুখ-শশী সকলের হইল মলিন।

কর দেখি মহারাজ! বারেক স্মরণ
সেই ভীমের বদন।
কোপভরে ওষ্ঠাধর ঘন কাঁপে থরথর,
ঘূর্ণিত নয়নে যেন জ্বলে হুতাশন!

গাণ্ডীবী ধরিল নাথ! সেদিন যে ভাব,
তাহা পড়ে না কি মনে?
অভিমান ছল-ছল দু-নয়নে বহে জল,
অধোমুখে বসি বীর মুদিত-বদনে।

অথবা অভাগী বৃথা কি বলিবে আর,
ছি ছি দয়ামায়া নাই!
অভাগীর নিবেদনে দয়া নাহি হয় মনে,
বলিতে সকল কথা লাজে মরে যাই।

সবে বলে পুরুষের সাহস বসন,
আর পৌরুষ ভূষণ ;
এই কি হে মহারাজ! তব পুরুষের কাজ?
লাজে মরি ছি-ছি তেজ করি দরশন।

অথবা আমাকে তুমি দেও শরাসন,
থাক হয়ে বনচর।
কাঁপাইয়ে জলস্থল, ফাটাইয়ে ধরাতল,
দ্রুপদ-নন্দিনী আজ করিবে সমর।

মুনি-ঋষি লয়ে তুমি থাক হৃষ্ট-মনে,
তুমি থাক এই বনে!
জ্বালিয়ে সমরানল, বিনাশিয়ে কুরুদল,
বসাবে তোমাকে কৃষ্ণা পুন সিংহাসনে।

দ্রুপদ-নন্দিনী আমি ক্ষত্রিয়-কুমারী
আমি ডরি কি সমরে?
কিরীটীর রথ লয়ে যাইব সারথি হয়ে,
দেখিব সমীপে আসি কে বা রণ করে।

অতএব মহারাজ! কর বিবেচনা,
দেখ যাইছে সময়।
অধীনীর মাথা খাও, রণে অনুমতি দাও,
পায়ে ধরে বলি নাথ, হও হে সদয়।

সহে না সহে না আর অপমান-ভার
নাথ বল হে কেমনে,
এ জীবনে হবে সুখ? কিরূপে বা কালামুখ
দেখাইব পুন সেই পুরবাসিগণে?

যে কথা বলিল দাসী গর্বিত বচনে,
নাথ, প্রগল্‌ভার মতো,
স্বাধীনতা দেও যেই, এত বলিয়াছি তেঁই,
নতুবা কে কহে এত হয়ে অনুগত?

গভীর নিশীথে

কি ঘোর গভীর নিশি! আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা। চারিদিক এমনি সুস্থির,—
প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
শহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায়!
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে। এ কি ভয়ঙ্কর ভাব!
অগাধ-জলধি-তলে শৈবাল-কুহরে
কীটাণু নিবসে যথা, আমি সেইরূপ
আঁধার-সাগর-গর্ভে আপন কুটিরে
ডুবে আছি। পরিজন সকলে নিদ্রিত।
কি ঘোর নিস্তব্ধ দিক! নিশার আকাশে
অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে সাঁ-সাঁ করে ; বিশ্ব চমকিত।
কে আমি? পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি, কে আমি, রজনি?
ভূতধাত্রি! গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা, জীব-জন্তু, কোটি-কোটি লয়ে
ফিরিতেছ। আগে শুনি, কে তুমি, ধরণি?

এ বিশ্বেতে রেণু তুমি।—তবে আমি কোথা?
কল্পনে, ভারতি, স্মৃতি,—মোব প্রিয় ধন—
তোমরা কি? করি আমি কার অহঙ্কার?
আমি কই? এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে!

বিশ্বদেব! তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত,
কি জানি? কীটাণু হয়ে রেণু-কণা-মাঝে
পড়ে আছি। আমি, দেব, কি আর বর্ণিব
তব কথা! কোটি বিশ্ব কোটি চন্দ্র-তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যাঁব ভয়ে,
সেই তুমি! আমি কীট কি আর বর্ণিব!
বাঁধিয়া বুদ্ধির সেতু ভাবি আগুলিব
অনন্ত স্বরূপ তব! তুমি পদাঘাতে
ভাঙি' সেতু, শতদ্বারে যবে এই হৃদে
এসে পড়,—ডুবে যাই! বলি, হে অপার,
অনন্ত কি, কি জান! আমি ক্ষুদ্র কীট,—
আমি ক্ষুদ্র কীট, প্রভু—কি তার বুঝিব!
তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে,—দেখি বিশ্বে, দেব, প্রাণরূপে
বিরাজিত। প্রাণরূপে অন্তরে-বাহিরে।
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ-মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোকে, ভূলোকে।
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ! আমি নীচমতি
ভয়ে স্তব্ধ! আমি, দেব, আপনা নেহারি
ভয়ে স্তব্ধ! ক্ষুদ্র নর, অধম, নিকৃষ্ট,
ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষুদ্রস্পৃহ,—আমি কি বর্ণিব
প্রাণরূপী ভগবান, তোমার স্বরূপ?
এই যে আঁধাব, ইহা তব স্নেহ-ছায়া।
ঢেকেছে আমারে, যথা মাতা বিহগিনী
আপন শাবকে ঢাকে; ঢেকেছে আমারে
প্রাণ-বাসে। তবে আমি লুকাই, জননি,
লুকাই তোমার ক্রোড়ে। জগতের ঘৃণা,
লোকের বিদ্বেষ, নিন্দা, আর কি ধরিতে
পাবে মোরে? চেয়ে দেখ্ দেখ্ ধরাবাসি!
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লুকাল সন্তান!

উৎসর্গ

অরুণ উদিল, জাগিল অবনী।
জাগিল ভারত, দুখিনী জননী।
"উঠ মা জননি উঠ মা জননি,"
এই রব যেন কোটি কণ্ঠে শুনি।
ঘোর কোলাহলে, ডাকিছে সকলে,—
'উঠ গো উঠ গো প্রিয় জন্মভূমি!
বিশ কোটি শিশু চারিদিকে যার,
কিসের বিষাদ, কি অভাব তার?"
ঘোর কোলাহলে ওই সবে বলে
"আর ঘুমায়ো না ভারত জননি!"

তনু পুলকিত ; ভূত-ভবিষ্যৎ
হৃদয়ে উদিত আজ যুগপৎ।
দেখে বর্তমান সকলেই ম্লান,
কিন্তু আমি দেখি নূতন জগৎ।
বর্তমান পারে দেখি দুইধারে
অপরূপ দৃশ্য! দেখি শত-শত
ভারতের প্রজা, ভারত-সন্তান,
ওই উচ্চরবে করিতেছে গান।
বিশ কোটি লোকে হেথা মগ্ন শোকে।—
তাদের আনন্দ দেখি অবিরত।

ওই যে বাল্মীকি! ওই কালিদাস!
ওই ভবভূতি! ওই বেদব্যাস!
ওই যে শঙ্কর, বুদ্ধির সাগর,
তর্কযুদ্ধে বীর, নাস্তিকের ত্রাস!
আরো শত-শত নাম করি কত,
ভারত-আকাশে সবে সুপ্রকাশ!
নাচরে লেখনি, জাগরে হৃদয়!
আজ শত সূর্য প্রাণেতে উদয়!
উঠ গো ভারতি, ভালো করে সতি!
ভারত-সৌভাগ্য করিব প্রকাশ!

অন্যদিকে দেখি নবোৎসাহময়
অন্য এক জাতি। দেখে বোধহয়,
মিলিয়া সকলে কোন শত্রুদলে
আসিতেছে যেন সবে করি জয়।

সবে বলে "জয়   ভারতের জয়।
    সুখ-সূর্য ওই হইল উদয়!"—
    চিনি না সবারে নাহি জানি নাম,
    কিন্তু দেখে যেন পূর্ণ মনস্কাম।
দেখিয়া হৃদয়   হলো অগ্নিময়!
    কে বলে ভারত তোর দুঃসময়?

    ওগো জন্মভূমি! পরপদতলে
    অনেক লাঞ্ছনা এ প্রাণে সহিলে।
বহুদিন ধরে   মরমেতে মরে,
    দুটি চক্ষু মুদে পড়িয়া রহিলে।
আর কতকাল—   আর কতকাল,
    রবে বল, মাতা! ভাসি নেত্র-জলে
    জিজ্ঞাসি তোমারে।—ওই ভবিষ্যতে
    চক্ষু খুলে দেখ, তোমারি জগতে
নব-সূর্যোদয়।   নব-শোভাময়!
    তোমারি সন্তান গাইছে সকলে।

    উঠ গো দুর্বল শিশুদের মাতা
    ভাবনা কি তোর, ত্রিশ-কোটি-সুতা?
বারেক উঠিয়া,   নয়ন মুছিয়া,
    ভূত-ভবিষ্যতে যে সব জনতা,
নিজ পুত্র বলে   দেখাও সকলে।
    দুটি রত্ন-লয়ে কর্নীলিয়া মাতা*
    করে অহঙ্কার। তুমি গো, জননি,
    রত্নগর্ভা নিজে। এত রত্নমণি
সকলি তোমার।   তবে অহঙ্কার
    কেন না করিবে হয়ে হর্ষযুতা?

    পারি কি ভুলিতে, ভারত-রুধির
    বহি যতকাল রয়েছে শরীর,—
পারি কি ভুলিতে,   জীবন থাকিতে,
    প্রিয় জন্মভূমি! তব অশ্রুনীর?
ধিক সে পাষণ্ড   অকাল কুষ্মাণ্ড
    তব আর্তনাদে যেজন বধির!

---

* পুরাতন রোমনগরে কায়স গ্রাকস্ ও টাইবীরিয়স্ গ্রাকস্ নামে দুইজন ক্ষমতাশালী ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহাদের জননীর নাম কর্নীলিয়া। একদিন কোন প্রতিবেশিনী তাঁহার মণিমুক্তাদি দেখিতে চাওয়াতে তিনি পুত্রদুটিকে নিকটে ডাকিয়া বলেন, "এই দুইটিই আমার মানিক।"

আয় মা, দরিদ্র-ভিখারি-জননি,
তোমারে উৎসর্গ করিনু লেখনী।
ভীরু বাঙালির আছে অশ্রুনীর,
তাহাও উৎসর্গ করিনু এখনি।

চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি!
দেও ধর্মধন প্রাণে পুরে রাখি।
হায়, জন্মভূমি, পুণ্য-ভূমি তুমি,
দেও পুণ্য-বারি, দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে,
আন সে বিশ্বাস, তাই লয়ে থাকি।
"সভ্যতা-সভ্যতা" করে লোকে ধায়,
কই তাতে সুখ? মরীচিকা-প্রায়
প্রতি পদে দূরে ওই যায় সরে।
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি।

দেখে অধীনতা—ঘোর কালরাতি—
সব শত্রু মিলে জ্বালিয়াছে বাতি।
যাহা কিছু ছিল সকলি হরিল,
পড়িয়া রহিল শুধু তোর খ্যাতি।
সভ্যতার নামে আসি আর্যধামে
নরশত্রু যত, করিছে ডাকাতি।
যাক এ সভ্যতা! দাও সে বিশ্বাস,
দাও সে নির্মল হৃদয়-আকাশ,
দাও সে বৈরাগ্য,— ভারত-সৌভাগ্য!
আমি পুনরায় ধর্ম লয়ে মাতি।

ধর্মহীন হল ভারত-সন্তান।
কারে ডেকে বলি? পশুর সমান
ইন্দ্রিয়-সেবায় সবে মগ্নপ্রায় ;
তবে তোর মাতা কই পরিত্রাণ?
শুধু চক্ষুজলে কি হবে ভাসিলে,
তাতে কি রজনী হবে অবসান?
সুদৃঢ় সংকল্পে আজ প্রতিজন
করুক উৎসর্গ নিজের জীবন।
দেখি, দেখি, তায় যায় কিনা যায়
এ ঘোর-দুর্দশা, রজনী-সমান।

যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা।
কবি যদি থাকে, দিক সে কল্পনা।
শিবরাত্রি মতো থাক অবিরত
জ্বালায়ে সলিতা বসে যতজনা।
হবে না কথাতে, কেবল লেখাতে,
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।
চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে।
নতুবা লিখিতে অথবা বলিতে
আমিও তো পারি, তাতে কি বল না?

দেখে হাসি পায়,—"ভারতের জয়"
গাইলেন কবি, নবোৎসাহময়।
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়।
ওরে বঙ্গ-বাসি। তোদিগে জিজ্ঞাসি,
এরূপে কি হবে ভারতের জয়?
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না।
বৃথা কেন কর সে-সুখ বাসনা?
ইন্দ্রিয়ের দাস, যেবা বারমাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়।

ওরে। পতিব্রতা বিধবা হইয়ে,
যে রূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য লয়ে,
আর সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে!
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে
নাচিব-গাইব সকলে মিলিয়ে।
যতদিন নাহি সেই-দিন আসে
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে।
আশার সলিতা,— রাবণের চিতা—
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।

তবে, মা জননি! আমি হীন নর
তব ত্রিশ কোটি সন্তান-ভিতর।
কি আছে আমার যার উপহার
করিব চরণে পূরায়ে অন্তর!
পেয়েছি লেখনী লও গো জননি!

পেয়েছি রসনা, ক্ষীণ যার স্বর।
লও তুমি তাহা, সাধের ভারত!
ভাষা, চিন্তা, কাজ, বহুক নিয়ত
তোমার চরণে! পবিত্র জীবনে
করি তব সেবা, দেখুন ঈশ্বর।

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখী নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই ;
নিজে তো কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি,—এই ভিক্ষা চাই।
সত্য!—ধন-মান চাহে না এ প্রাণ।
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্বাদ করে হে ঈশ্বর!
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা,—পূর্ণ কর তাই।

পাখি

(নির্জন উদ্যানে লিখিত)

১

কত ডাক ডাকিবি রে পাখি!
সুখের ভাণ্ডার তোর অক্ষয় কি? প্রাণে মোর
স্বর-সুধা কত দিবি মাখি?
ডেকে-ডেকে হলে সারা, তবু বর্ষ স্বর-ধারা,—
কি আনন্দ! ফুরাল না ডাকি।
তরুকুঞ্জে বসে মনের হরষে
করিতেছ গান, জুড়াইল প্রাণ!
ইচ্ছা, রে বিহঙ্গ, তোর সনে থাকি ;
সংসার-যাতনা আর তো সহে না,—
উড়িয়া পলাই ধন-জন রাখি!

২

যাই উড়ে, পাখি, তোর দেশে!
আনন্দে মিলিয়া সবে গান করি কলরবে,
দেখে আসি স্বদেশে-বিদেশে।

তোর সনে, প্রিয় পাখি, ভূধর-সাগর দেখি,
বনে-বনে গাই রে উল্লাসে।
দুঃখে-শোকে ভরা এই পাপধরা,
ইহাতে চরণ দিব না কখন,
উড়িয়া বেড়াই আকাশে-আকাশে;
যতেক বিহঙ্গে মিলে এক সঙ্গে
সুখের তরঙ্গে যাই শুধু ভেসে।

৩

তব কণ্ঠ সুধার ভাণ্ডার !
ক্ষুদ্র কণ্ঠে, পাখি, তোর কি আশ্চর্য, এত জোর!
বন পূর্ণ সুস্বরে তোমার।
রে বিহঙ্গ, আমি নর, বুদ্ধিবলে শ্রেষ্ঠতর,
এত শক্তি নাই রে আমার!
তোমার উৎসাহ আনন্দ-প্রবাহ,
দেখে ভাবি মনে,— ধিক্ এ জীবনে,
নরজন্মে ধিক্, ধিক্ রে সংসার!
পাখি ক্ষুদ্র প্রাণী, তোরে শ্রেষ্ঠ মানি,
স্বদেশে-বিদেশে সদানন্দ যার!

৪

বল, শুনি, কি কারণে ডাকো?
কাহার সন্তোষতরে এমন মোহন স্বরে
বন-কুঞ্জ আনন্দেতে মাখো?
প্রেমে মুগ্ধ হয়ে কিরে প্রেমপাত্রী বিহগীরে
স্বর-সুধা দানে তুষ্ট রাখো?
বলো, কার তরে এ হেন সুস্বরে
গাও প্রতিদিন, কভু নও ক্ষীণ
এসে দেখা দাও যেখানেই থাকো?
তবে কি আমার হৃদয়ের ভার
ঘুচাবার তবে এই ব্রত রাখো?

৫

নরভাগ্য তুমি তো বুঝ না!
কি দুঃখেতে তার প্রাণ দিবানিশি থাকে ম্লান,
ক্ষুদ্র পাখি, তুমি তো জান না!
তুমি যদি হতে নর, থাকিত না এ সুস্বর,
বুঝিতে রে গভীর বেদনা!

কারে বলে পাপ, কি যে অনুতাপ
কভু কি স্বপনে দেখেছ জীবনে?
তবে, রে বিহঙ্গ, নরের যাতনা,
নরের ভাবনা নরের লাঞ্ছনা,
কিরূপেতে তুমি বুঝিবে, বল না?

৬

ওরে পাখি! ডাক্-ডাক্-ডাক্!
কোথা তোর সহচরী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্!
শুনিয়া-শুনিয়া যাই রে ডুবিয়া,
পাসরি যাতনা; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল-তরে দূরে পড়ে থাক!
ওই মধু-ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

৭

সত্য! পাখি, বড় হিংসা হয়।
বড় ইচ্ছা মনে-মনে,— এ ভব গহন বনে
থাকি সদা প্রফুল্লতাময়।
কেবল প্রেমের কথা প্রচারি রে যথা-তথা,
বিভু-প্রেমে জুড়ায়ে হৃদয়!
লোকের বিদ্বেষ দারিদ্র্যের ক্লেশ,
যাই সব ভুলে! পাখাদুটি তুলে,
গাইয়া বেড়াই বিশ্বরাজ্য-ময়!
সুস্বর তোমার হোক্ রে আমার,
তোর সম, পাখি, হোক রে হৃদয়!

৮

পাখি. তোর দু-দিনের প্রাণ!
দু-চারি বৎসর-তরে থাকিব রে এ সংসারে,
তরু-কুঞ্জে করিবি রে গান।
একদিন হলে ভোর, মধুর সুস্বর তোর
আর, পাখি, শুনিবে না কান!
কিন্তু, রে বিহঙ্গ! জীবন-তরঙ্গ
বহুদিন আর রহিবে আমার,—
তবে রে সংগ্রাম হবে অবসান!

আঁধার জগতে আর ভবিষ্যতে
হতে অগ্রসর চাহে না যে প্রাণ!

৯

পাখি, তোর নাহি কোন আশ!
কোন সাধ নাহি মনে, তাই তো রে বনে-বনে
করিতেছ আনন্দ প্রকাশ।
নিরাশ-যাতনা ঘোর এ ক্ষুদ্র জনমে তোর
হল না তো,—তাই রে উল্লাস!
প্রিয় আশা যত ক্রমে-ক্রমে হত
এক-দুই করে সব গেল সরে ;
তাই, রে বিহঙ্গ! বাড়িয়াছে ত্রাস।
আরো কিবা হয় আরো কিবা হয়,
এই ভেবে, পাখি, বাড়িছে হুতাশ।

১০

শিশুকালে ছিনু তোর মতো!
হেথা যাব, সেথা যাব, এমন-তেমন হব
বলে আশা করিতাম কত!
কিন্তু কি দুর্বল প্রাণ, পাই নাই সে সন্ধান,
প্রতি পদে তাই আশাহত!
বাল্যের স্বপন গিয়াছে এখন ;
আর অহঙ্কার নাই রে আমার ;
বুঝিয়াছি বেশ মোর মূল্য কত।
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব,
এই আশা এবে প্রাণেতে উদিত।

১১

ওরে পাখি! ডাক্-ডাক্-ডাক্!
কোথা তোর সহচরী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক্!
শুনিয়া-শুনিয়া যাই রে ডুবিয়া
পাসরি যাতনা; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল-তরে দূরে পড়ে থাক্!
ওই মধু-ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক্।

১২

তোর ডাকে জাগে বনবাসী!
সাধ্য যদি থাকে তোর, কণ্ঠে যদি থাকে জোর,
ডাক্ তবে সুস্বর প্রকাশি,—
উৎসাহে সবল হয়ে ডাক্ গিয়ে লোকালয়ে,
"উঠ-জাগ, হে ভারতবাসি!"
নির্জন কাননে আপনার মনে
কি হবে ডাকিলে? কি হবে শুনিলে
একা এই স্বর? ইচ্ছা, দেশবাসী
শুনুক সকলে। ইচ্ছা, দলে-বলে
উঠুক সকলে নয়ন বিকাশি।

১৩

আরো বলি, শোন, রে বিহঙ্গ!
শুনি কেহ পুরাকালে আপন সংগীতবলে
পেয়েছিল মৃত প্রিয়াসঙ্গ।*
তোমার মধুর গানে মৃতের অসাড় প্রাণে
বহে কি রে জীবন-তরঙ্গ?
তাহা যদি হয়, ছাড় লোকালয়।
অতীত আঁধারে গিয়া, স্বর-ধারে
পূর্ব-পিতৃদের কর নিদ্রাভঙ্গ!
আন জাগাইয়া; পূজি রে দেখিয়া,
হই রে উন্নত, পেয়ে সাধুসঙ্গ।

১৪

ওরে পাখি! ডাক্-ডাক্-ডাক্!
কোথা তোর সহচারী, ডেকে আন্ ত্বরা করি,
দুই কণ্ঠে স্রোত বহে যাক!
শুনিয়া-শুনিয়া যাই রে ডুবিয়া,
পাসরি যাতনা ; ভবের লাঞ্ছনা
ক্ষণকাল-তরে দূরে পড়ে যাক্!
ওই মধু-ধ্বনি কর্ণ পাতি শুনি,
যে স্বর শুনিয়া তরুরা অবাক।

---

* এরূপ কথিত আছে যে, অর্ফিয়স্ নামক একজন গ্রীক সংগীত-বেত্তা সংগীতের গুণে যমালয় হইতে মৃত পত্নীকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

প্রকৃত সাহস

১

দীপ কি উজ্জ্বল রূপ-শোভা ধরে,
গভীর রজনী না ঘেরিলে তারে?
নব-জলধরে বিজলি বিহরে ;
শারদ আকাশে কে না প্রকাশে?
সুনীল নিকষ বিনা স্বর্ণ মরে।
সেইরূপ কিরে মানব-জীবন
কভু শোভা পায়,— যদি নাহি তায়,
ঘোর অমানিশি একেবারে গ্রাসি
গভীর আঁধারে করে বিসর্জন?
তবে তো পৌরুষ জাগে রে অন্তরে!

২

সুখের শয্যাতে মোহ-নিদ্রাগত,
কে চায়, কে চায় থাকিতে নিয়ত?
নারীর রুধিরে জন্ম বলে কি রে
নারীর সমান হব ক্ষীণ-প্রাণ?
সংসার-তর্জনে, হব অবিভূত?
ধিক্ সে জড়তা, ধিক্ সে বাসনা!
বীর-দর্পে ভরা ওই দেখ ধরা।
কি সে দুঃখ, যার হেন গুরুভার,
ঈশ্বরের নামে যাহা সহিব না?
যাব ভারে শক্তি একেবারে হত?

৩

যতবার পড়ে, উঠে ততোবার,
বীরমন্ত্রে দীক্ষা তবে বলি তার!
নরের নরত্ব পশুত্ব-দেবত্ব,—
এ সংগ্রাম বিনা নর দেব কি না,—
কে আর প্রকাশে? রক্ত-স্রোতে যার
বক্ষঃস্থলে ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছাময়,—
যার খরতর শরে জরজর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান,—
নরত্ব দেব একস্থানে তার!

৪

আয় তবে আয়, ঘোর দরিদ্রতা,
রুধির-শোষিণী পৈতৃক দেবতা!
আয় বজ্রধ্বনি, আয় কালফণি!
নর-শত্রু যারা আয় সবে তোরা
ঘের চারিদিকে করিয়ে জনতা!
জীবন-আকাশ বিপদ-দুর্দিনে
ঘেরিয়া আমার হোক অন্ধকার!
সব কষ্ট সয়ে রব স্থির হয়ে।
কে পায় পৌরষ দুঃখ-কষ্ট বিনে?
ঘুমায়ে মানুষ কে হয়েছে কোথা?

৫

তবে মুছি অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াই!
যা হবার হল, এ জনম গেল
বিষম সংগ্রামে, তাতে দুঃখ নাই।
রক্ত-বিন্দু হতে শুনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকারে,—
জীবন-সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্তবিন্দু পড়িল এবার,
শত পুত্র হবে বীর অবতার!
ভারত আঁধার ভারতের ভার
ঘুচাইবে তারা! ভেবে মরে যাই।

চৈতন্যের সন্ন্যাস*

১

আজ শচী মাতা কেন চমকিলে?
ঘুমাতে-ঘুমাতে উঠিয়া-বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে "নিমু-নিমু" বলে
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?

[চৈতনোর জীবনচরিতে দেখা যায় যে, নবদ্বীপবাসী জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠেব নাম বিশ্বরূপ, কনিষ্ঠ চৈতন্য। বিশ্বরূপ পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। তদবধি পাছে চৈতন্যও তাঁহার জ্যেষ্ঠের পদবির অনুসরণ করেন, এই বলি পুত্র-বৎসলা শচী সর্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন। ইতিমধ্যে কেশব ভারতী নামে একজন সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। চৈতন্য গোপনে তাঁহার নিকটে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, নবদ্বীপ পরিত্যাগপূর্বক হরিনাম প্রচারার্থে দেশভ্রমণে নির্গত হন। শচী আদব করিয়া চৈতন্যকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন।]

২

"বউ-মা! বউ-মা! ঘুমায়ো না আর!
উঠ অভাগিনি! দেখ একবার।
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই!
বুঝি বা পলাল করি অন্ধকার।"

৩

তাই বটে হায়! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত,— সরলা কামিনী।
শূন্য পড়ি ঘর। কোথা প্রাণেশ্বর?
"গেছে-গেছে" করে উঠে বিনোদিনী।

৪

"সে কি বল, বউ? ওমা সে কি কথা?
হা মোর নিমাই পলাইল কোথা?"
পাগলিনী-প্রায়, দ্বারে গিয়া, হায়,
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা!

৫

ডাকেন জননী "নিমাই! নিমাই!"
প্রতিধ্বনি বলে "নাই, নাই, নাই!"
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু ততো
উথলিয়া ওঠে; কোথা রে নিমাই!

৬

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি "যাই-যাই" করে।
ভাবেন জননী, আসে গুণমণি;
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে—

৭

"নিমাই! নিমাই!" হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে!
কাঁদ, মা জননি! তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চলে।

৮

ওই গেল চলে পাগলের প্রায়।
জান না তো, মাতা, কে তারে লওয়ায়!

উন্নত আকাশে খধূপ* প্রকাশে,—
আপনার বেগে সে কি সেথা যায়?

৯

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধরে?
তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে,
পাপী-জগতের পরিত্রাণ-তরে।

১০

ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে
পার কি রাখিতে আপন আগারে?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে
নিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে।

১১

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই,
আজি সে হইল পাপীদের ভাই।
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না, মাতা, কাঁদিতেছে তাই।

১২

শচী মাতা কাঁদে, ঘর ফেটে যায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলির-প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বেদনা ;
বিন্দু-বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।

১৩

কেঁদ না, লেখনি! কর রে বর্ণনা ,
স্নেহময়ী মার সে ঘোর যাতনা।
শোকে অভিভূত ধড়ফড় কত
করিছেন মাতা হারায়ে চেতনা।

১৪

বধূ নিজ মুখ মুছিছে অঞ্চলে,
আর হস্তে ঠেলে "মাগো, মাগো" বলে।
শোকের সাগরে দুটি নারী মরে ;
উঠ, প্রতিবাসি! উঠগো সকলে।

---

*খধূপ--হাওয়াই

১৫

কেঁদ না, লেখনি! পেও না রে ভয়।
লোকে তো বলিবে, নিমাই নির্দয়!
তুমি কি জানিবে, তুমি কি বুঝিবে?
আমি তো জানি না কিসে কি যে হয়!

১৬

রজনী পোহাল, দিক্ প্রকাশিল,
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল।
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
"কি হইল" বলি দ্বারেতে ডাকিল।

১৭

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার!
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর!
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে ;
"হায় কি হইল!" মুখেতে সবার।

১৮

এদিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায়।
হরি-গুণ গান করি পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

১৯

নিশিথে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আরবার ভাবে জননীর কথা।

২০

বলেন সঘনে "কোথা দয়াময়!
রহিলা জননী করো যাহা হয়!
আমি দ্বারে-দ্বারে ঘুষিব তোমারে,
এ দেহ-জীবন যতকাল রয়।

২১

নির্মল প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী ;

তারে দয়া করি　　　তবে দেখ হরি!
করো-করো নাথ,　　　তাহার সদ্গতি!

২২

প্রিয় নবদ্বীপ　　　প্রিয় ভাগীরথি!
ছেড়ে যাই আমি,　　　দেও আনুমতি।
হরি-সংকীর্ত্তনে　　　তোমা দুইজনে
জুড়ায়েছি আমি　　　যেমন শকতি।

২৩

প্রিয় হরিনাম　　　ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে-দ্বারে যাব　　　ভিখারির বেশে
নিজ পায়ে ধরি　　　ভজাইব হরি,
হরিনামে পাপী　　　ঘুচাইবে ক্লেশে!

২৪

এত বলি গোরা　　　ন'দে ছাড়ি যায়
ন'দে-পুরী শোকে　　　করে হায়-হায়!
কারে কি যে কর,　　　জান হে ঈশ্বর!
দেখে-শুনে কবি　　　হত-বুদ্ধি-প্রায়।

মাতৃ-দর্শন*

১

"ওগো শোন, শচি, শোন গো শ্রবণে,
তোর গোরা নাকি ফিরে আসে ঘরে!"
শুনে চমকিত,　　　প্রাণ প্রফুল্লিত,
আপাদমস্তক　　　সহসা কম্পিত
ভূমিকম্প যেন　　　সহসা অন্তরে!
রহিল সংসার,　　　সংসারের কাজ।—
"প্রিয় প্রতিবাসি,　　　কি শুনালি আজ!
শুষ্ক মরুভূমে　　　আজ দয়া করে,
নিদাঘের ধারা　　　আনিলি কেমনে!"

[এইরূপ কথিত আছে যে, যখন চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন, তখন নিত্যানন্দ কৌশলক্রমে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের ভবনে লইয়া যান । সেখানে পুত্রশোকাকুলা শচীদেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন। কবিতাটি সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত।]

২

বড় সাধ মনে সে ভাব বর্ণিব।
আয়-আয় তবে সাধের কল্পনা
আয় গো ভারতি! আজ মোর প্রতি
বিশেষ করুণা কর, কর সতি।
ক্ষুদ্র কি মহৎ কবি যতজনা
স্বদেশে-বিদেশে যুগ-যুগান্তরে
জন্মেছে সকলে আজ দয়া করে
দেহ পদছায়া পূরায়ে বাসনা
শচী-মার সেই বেদনা চিত্রিব।

৩

অন্যে ডাকি কেন? কোথা গো জননি
এসো মা আমার, জনম-দুখিনি!
মায়ের বেদনা অন্যে তো বোঝে না!
তুমি, মা আমার স্নেহ-কল্লোলিনি,
সন্তানের প্রাণে এসো একবার।
এ হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার ;
তব পদার্পণে, পুত্র-পাগলিনি,
জাগিবে হৃদয়, নাচিবে লেখনী।

৪

যে হস্তের সৃষ্টি শোণিতে তোমার,
আজ সে চিন্তিত বড় গুরু-ভারে।
চাই না ভারতী, কবির শকতি,
চাই না কল্পনা! সন্তানের প্রতি
দেহ পদ-ছায়া ; দেখাই সবারে,
পুত্রহারা শচী বিষাদে মরিয়ে
নদে-পুরী-মাঝে কিরূপে পড়িয়ে।
আজ সেই চিত্র দেখাই সবাবে,
দেখাই, জননি, প্রসাদে তোমার।

৫

সম্মার্জনী হাতে গৃহকাজে রত,
রয়েছেন শচী আপনার মনে।
দীন-হীন বেশ, রুক্ষ-রুক্ষ কেশ,
বিষণ্ণ বদনে নাহি সুখ-লেশ ,
জাগিয়া, কাঁদিয়া, কালি দুনয়নে।

তিল-তিল করে যেন দিন-দিন
মরিছেন মাতা ; গনিছেন দিন,
কবে মৃত্যু আসি এ কারা-ভবনে
ঘুচাইবে তাঁর শোক-দুঃখ যত।

৬

সম্মার্জনী হাতে গৃহকাজে রত,—
হেনকালে কথা প্রবেশিল কানে।
পড়িল মার্জনী, দাঁড়াল জননী।
ইচ্ছা, শত কর্ণ পেলে পুন শুনি!
"কি শুনালি কথা আজ মোর প্রাণে!
এ অমৃত-ছড়া কে আনিয়া দিল?
শচী দুঃখী বলে আজ কে চাহিল?
প্রিয় প্রতিবাসী, বল্, কোন্ স্থানে
শুনে এলি কথা স্বপনের মতো?

৭

ওই বিষ্ণুপ্রিয়া রন্ধন-আগারে
নিজ কাজে রত বিরস হৃদয়ে।
প্রফুল্ল নলিনী— সমান ললনা
ফুটিতে-ফুটিতে ফুটিতে পেল না।
দলে-দলে যেন যায় ম্লান হয়ে!
হৃদয়-শ্মশানে চিতাগ্নির মতো
একমাত্র শিখা জ্বলিছে নিয়ত!
আহা সেও যেন আছে পথ চেয়ে
কবে কাল আসি নিভাবে তাহারে!

৮

এই কথা যেই প্রবেশিল কানে,
সমগ্র হৃদয় চমকি উঠিল!
শুনিতে-শুনিতে যেন পৃথিবীতে
আর নাই সতী! আবার শুনিতে
ব্যাকুল হৃদয়ে শ্রবণ পাতিল।
বল্ প্রতিবাসি, আরবার বল ;
শুকায়েছে প্রাণ, পেয়ে শান্তিজল
বাঁচুক আবার! কে আজ রোপিল
মৃত আশা-লতা পুন তার প্রাণে?

৯

"আসিলাম শুনি আজ গঙ্গাতীরে,
শান্তিপুরে নাকি তোমাদের নিমাই
আচার্যের ঘরে এসে বাস করে।
তোদের দুর্দশা দেখে মরে যাই
তাই বলি, শচি, বউমাকে লয়ে
আয় সবে যাই, আসিগে দেখিয়ে।
দেখে চাঁদমুখ নয়ন জুড়াই!
আহা, পাবি প্রাণ এ মৃত শরীরে।"

১০

"ওগো প্রতিবাসি, তোর ওই মুখে
হোক্ পুষ্পবৃষ্টি! তাও নাকি হয়?
নিমাই আমার আসিছে আবার?
বল্, প্রতিবাসি, বল্ শতবার!
বউমা, বউমা! আয় মা! হৃদয়
ভরে দেখি আজ ও চাঁদবদন!
মরমে মরিয়ে আছ বাছাধন,
মা তোর সৌভাগ্য আবার উদয়!
এসো, শুনে যাও, শুনে ভাস সুখে।"

১১

করিলেন শচী যাবার মন্ত্রণা।
বাল-বৃদ্ধ-নারী, পাড়ার সকলে,
সে বার্তা শ্রবণে আনন্দিত মনে
চলিল সবাই গৌর দরশনে।
আহা! পথে তারা কত কথা বলে।
নদীয়াতে ছিল যত শিষ্যগণ
সকলে সংবাদে আনন্দিত মন।
যায় নদেবাসী ওই দলে-দলে ;
প্রবল সংঘট্টে ধায় শতজনা।

১২

হেথা শান্তিপুর করে টলমল!
কে এসেছে বলে ঘোর গণ্ডগোল।
বাজারে-বাজারে কথা পরস্পরে,—
কে নাকি এসেছে আচার্যের ঘরে,
হরিনাম শুনি সে হয় পাগল।

পাপী-তাপী-সাধু যারে কাছে পায়।
"ধর হরি-প্রেম" বলে যাচে তায়
বিপুল জনতা, ঘোরতর রোল!
চল্ দেখে আসি, চল্ সবে চল্।

১৩

যে দেখিতে আসে সেই ভুলে যায়!
যেন হরিনাম কভু শুনি নাই!
বলে নারীগণে, "হায় রে কেমনে
এ নব-বয়সে কৌপীন বসনে
ঢেকেছে শরীর। এই কি নিমাই!
মরি-মরি, শচি, তোর দুঃখে মরি!
এ নিধি হারায়ে কিসে প্রাণ ধরি
আছিস জগতে! চল গো শুধাই,
দুখিনী মাতারে কেন সে ভাসায়।"

১৪

নিত্য নবোৎসব, টলে শান্তিপুর,
টল-টল বঙ্গ প্রেমের হিল্লোলে!
যে যেখানে ছিল সকলে আসিল ;
মনোহর কান্তি নেহারি ভুলিল।
শুধু কান্তি নয়, সে মুখের বোলে
জুড়ায় শরীর, জুড়ায় হৃদয়।
শান্তিপুর যেন প্রফুল্লতাময়!
আনন্দ-তরঙ্গে যেন পুরী দোলে ;
হরি-প্রেমে দেশ হল ভরপুর।

১৫

হেনকালে শচী দরশন দিলা।
শ্রীচৈতন্য শুনি, মাতার চরণে
লুটায়ে শরীর, নয়নের নীর
ফেলেন শ্রীপদে!— তুমি না সুধীর!
কে আছে সুধীর এ তিন ভুবনে,
দীন-হীন বেশে আসিলে জননী,
দুই চক্ষে ধারা বহে না অমনি?
তাই আজ গোরা ধরিয়া চরণে
স্নেহময়ি! বলে কতই কাঁদিলা।

১৬

কেঁদ না লেখনি! বল রে সবারে
শচী মাতা তাঁরে কি কথা বলিল।
বুঝি কটু কথা বলিলেন মাতা?
না, না! সেই মুখ রুক্ষ-রুক্ষ কথা
কখনো জানে না; কেবল কাঁদিল।
পুত্র-মুখখানি হৃদয়েতে ধরে,
কাঁদিলেন মাতা শুধু আর্তস্বরে!
শান্তিপুর যেন কাঁদিয়া উঠিল।
আহা, মার মুখ ভাসে অশ্রুধারে।

১৭

"বাবা রে আমার প্রাণের নিমাই।
অভাগী শচীর প্রাণের রতন!
সোনার শরীরে কেন এ প্রকারে
মাখায়েছ ছাই? বল আমি কি রে
কোন অপরাধ করেছি কখন?
যদি করে থাকি পাগলিনী বলে,
প্রাণের নিমাই, সব যাও ভুলে।
দয়ার ঠাকুর বলে সর্বজন,—
মার প্রতি কেন দয়ামায়া নাই?

১৮

সে সুন্দর কেশ কেটে কোন্ প্রাণে
মুড়ায়েছ মাথা ভিখারির মতো?
তোর কি জননী মরেছে এখনি?
তাই এই দশা করেছ, বাছানি?
আজো মরি নাই। আরো কষ্ট কত
না জানি যে আছে এ পোড়া কপালে!
একমাত্র ধন, তাও গেল ফেলে!
বল্ রে নিমাই, তোর মার মতো
জনম-দুখিনী আছে কোন্ স্থানে?"

১৯

পাগলিনী হয়ে কভু বা জননী
চাঁদমুখ ভুলে দেখেন কাঁদিয়ে।
ভাসি অশ্রুনীরে কভু ধীরে-ধীরে
আশীর্বাদ-হস্ত বুলান শরীরে।

কি করেন তারে, পান না ভাবিয়ে।
এ দৃশ্যের মতো কি সুন্দর আছে?
কোন্ ছবি লাগে এ ছবির কাছে?
বর্ণিব কি? চক্ষু গেল যে ভাসিয়ে!
শোকে অভিভূত চলে না লেখনী।

২০

বলেন চৈতন্য, "ও মা উন্মাদিনী!
আর কেন মায়া আমার উপরে?
তব অপরাধে মনের বিষাদে
লইনি সন্ন্যাস। সদা প্রাণ কাঁদে
জগতের দীন— দুঃখীদের তরে;
তাই মা ছেড়েছি সাধের সংসার,
তাই মা নিমাই সন্ন্যাসী তোমার।
প্রাণ যদি যায় পাপীদের তরে,
যাক্!—আশীর্বাদ কর মা জননি!"

২১

"পাপীদের তরে কাঁদিয়াছে প্রাণ?
পাপীয়সী মা'র কি হবে উপায়?
কি পেয়েছ হরি? ভিখারিনী কবি
ফেলে গেলি একা। কিসে প্রাণ ধবি?
এ মন্ত্র-সাধনা কে দিল তোমায়?
ধনে-পুত্রে পূর্ণ যাহাদের ঘর,
তাহারা যে পারে ধরিতে অন্তর।
সবে ধন তুই শচীর ধরায়,
তোবে জগতেবে কিসে করি দান?"

২২

"স্নেহময়ি! নয সন্ন্যাসীর কাজ,
থাকে জন্মভূমে। আপনাব ঘরে
পারি না যাইতে আর কোন মতে।
ক্ষম অপরাধ এই পৃথিবীতে
দেখিবেন হরি সতত তোমারে।
ধন্য গর্ভ তব, যদি হরি পাই!
সে আশে সন্ন্যাসী তোমার নিমাই।
ফিরে যাও, মাতা, প্রসন্ন অন্তরে,
ফিরে যাও পুন কুটুম্ব-সমাজ।"

২৩

শুনি তবে শচী পুত্র-ধনে লয়ে,
অন্তঃপুরে গেলা, যেথা বিষ্ণুপ্রিয়া
লজ্জাবগুণ্ঠনে বিনত বদনে
দাঁড়ায়ে কাঁদিছে, ধারা দুনয়নে।
উতরিলা গোরা ; গলে বস্ত্র দিয়া,
পতিব্রতা সতী প্রণমে চরণে।
বলেন চৈতন্য "তোমার কারণে
প্রিয় বিষ্ণুপ্রিয়া! সদা কাঁদে হিয়া।
তোমার জীবন গেল বৃথা হয়ে!

২৪

কি করিবে, বল চিরব্রত ধরে
থাক লো সুন্দরি! যখনি হৃদয়ে
বিষাদের ভার উঠিবে তোমার,
মোব এই ব্রত ভেবো একবার।
স্বামী যার থাকে হরিনাম লয়ে,
তার ভাগ্য হেন কার ভাগ্য আছে?
তাই লো বিদায় মাগি তব কাছে।
কৃতার্থ হয়েছি তোমার প্রণয়ে,
রহিলাম ঋণী সে ধনের তরে।"

২৫

শুনিতে-শুনিতে ফুলিতে লাগিল!
বিষ্ণুপ্রিয়া আজ হল পাগলিনী!
"কেঁদ না, কেঁদ না, আর কাঁদায়ো না,
ধর ধৈর্য ধর, প্রাণের ললনা!
যে সকল আশা ছিল, প্রণয়িনি,
বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জন করে,
জননীর সেবা কর গিয়ে ঘরে।
পতিব্রতা সতী তুমি লো কামিনি।
চৈতন্যের নাম তোমাতে রহিল!"

২৬

পাইয়া বিদায় পুন গোরা যায়,
টলমল বঙ্গ প্রেমেতে ভাসায়!
কাঁদিতে-কাঁদিতে পুত্র-বধূ সাথে
পুন শচী মাতা গেলা নদীয়ায়।

ফুল

(নির্জন উদ্যানে লিখিত)

১

সুন্দর কুসুম! এ ঘোর নির্জনে,
ঘন-পত্রাবৃত নিজ সিংহাসনে,
নিজ মনে হাস, আনন্দেতে ভাস।
তোমার তুলনা করি কার সনে?
এমন সুচারু এমন কোমল,
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল,
লাবণ্যে গঠিত, নির্জনে চিত্রিত,
কি পদার্থ আছে এ পাপ-ভুবনে?

২

কোমল প্রফুল্ল বদনে তোমার,
কি সুন্দর মাখা নিশার নীহার!
একে তো কোমল, তাতে হিমজল,
যেন ঢল-ঢল লাবণ্যের ভার!
নিরখি-নিরখি যেন ডুবে যাই
ওরে প্রিয় ফুল! তুলনা তো নাই
কি তুলনা দিব মিছা কি বর্ণিব?
অতুলন তুমি বলেছে সংসারে!

৩

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত,
সারল্য বিনয় আনন্দে জড়িত,
নারীর বদন সুন্দর কেমন!
তার সঙ্গে কি রে করিব তুলিত?
জগতের শোভা রমণীর মুখ,
তাতেও জীবের হরে শত দুখ।
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে
কিন্তু হেন ভাব হয় না উদিত।

৪

যেরূপ নির্জনে দূর লোকালয়ে
তরু পত্রাবৃত কুটির-হৃদয়ে,
সতী পতিপ্রাণা গৃহস্থ ললনা
থাকে একাকিনী কুল-ধর্ম লয়ে ;

তার সে সতীত্ব দেব-প্রশংসিত,
তুচ্ছ রূপ-শোভা যেখানে নিন্দিত,
অসাধুর দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি
করে না ; সে আছে তব-সম হয়ে।

৫

অথবা সুন্দর শিশু সুকুমার
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার,
প্রফুল্ল কোমল মুখে স্বেদ-জল,
ঠিক যেন এই নিশার নীহার ,
নিষ্কলঙ্ক মুখে নিষ্কলঙ্ক হাসি,
এমনি দেখিতে বড় ভালোবাসি।
তবে প্রিয় ফুল যদিও অতুল,
তাব সনে করি তুলনা তোমার।

৬

অথবা নির্জন পল্লীতে যেমন
লুকাইয়া থাকে সাধু কোনজন,
তাঁর যে চরিত্র, উজ্বল-পবিত্র
নিজে প্রকাশিত, জানে না ভুবন ;
আপন পল্লীতে, আপনাব ঘবে,
নিজের সৌরভে আমোদিত করে।
সেই অজানিত চবিত্র সহিত
হও রে তুলিত, হেন লয় মন।

৭

কোথা দিনমণি সুদূর গগনে!
কোথা তুমি, ফুল, সহস্র যোজনে!
কিন্তু রে উষার না হতে সঞ্চার,
ফুটিয়া উঠিলে আনন্দিত মনে
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল,
ঢল-ঢল রূপে, আনন্দে বিহ্বল,
কতই হাসিছ হেলিছ-দুলিছ,
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর-পানে।

৮

কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর!
কোথা ক্ষুদ্র জীব হীনমতি নর!

কিন্তু রে গগনে দেখে সে তপনে
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরও অন্তর।
প্রাণ-পদ্ম ফুটে তারো দলে-দলে ;
তারো তনু সিক্ত প্রেম-ভক্তি-জলে।
এ পাপ ভুবনে সেই জীব সনে
হওবে তুলিত, কুসুম-সুন্দর!

৯

তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর-পানে
যেভাবে চাহিয়া আছ একমনে,-
নিজ ক্ষুদ্র আঁখি তাঁব চক্ষে রাখি
জীবাত্মা মগন থাকে যোগধ্যানে।
চক্ষে-চক্ষে উঠে প্রেমের লহর্বা,
এ পাপ-সংসার যায় রে পাসরি!
সব আশা ফুটে, কি সৌরভ ছুটে,
কার সাধ্য তাহা বর্ণেতে বাখানে!

১০

তোমার আদর করে সর্বজনে,
সুসভ্য-অসভ্য সকল ভুবনে।
ব্যাধের যুবতী, সবল প্রকৃতি,
তোমারে তুলিয়া পরম যতনে
গাঁথিয়া কোমল সুচিকন হার,
সোহাগে হৃদয়ে পরে আপনার।
তুমি, প্রিয় ফুল! কর্ণে হও দুল,
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে।

১১

সুসভ্য ইংরাজ পাইল তোমারে,
এখনি সাজাবে তুলি থরে-থরে,
প্রণয়িনী-পাশে লইযা উল্লাসে
দিবে বসাইয়া বসন-উপরে।
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে ;
সুনীল সুন্দব কবরী-বন্ধনে
বসাবে পুলকে ; দোলাবে অলকে,
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশ্বর।

১২

কিন্তু, রে কুসুম! আর্য-সুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা-চরণে
ঠিক ব্যবহার সেই রে তোমার
সেই রে সদ্‌গতি, ভাবি মনে-মনে।
এমন পবিত্র, এমন কোমল,
দেব-পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমাব মহিমা মানব জানে না,
তব গুণ-গ্রাহী শুধু দেবগণে।

পরিত্যক্তা রমণী

সময়—নিশীথ। সমীপে নির্বাণোন্মুখ
প্রদীপ ; নবপ্রসূতা কুমারী শয়না।

১

অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কাঁদিব?
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব?
তাই বলি বিভাবরি!
অভাগীরে কৃপা করি
আঁধার-অঞ্চলে ঢাকো, প্রাণ ভরে কাঁদিব ;
তোমারি নিকটে সখি! অশ্রুজলে ভাসিব।

২

কত শত অশ্রু তুমি বেখেছ তো ঢাকিয়া,
সহস্র নিঃশ্বাস যায় বায়ু সনে বহিয়া।
মোর অশ্রু সেই সনে,
রাখ, সখি, সংগোপনে ;
জুড়াই তাপিত প্রাণ, প্রাণ ভরে কাঁদিয়া ;
তোমার অঞ্চল যাক্‌ অশ্রুজলে ভিজিয়া।

৩

অয়ি সুখময়ি নিশি! তারা-হার পরিয়া,
বসুধার সিংহাসনে রয়েছ তো বসিয়া!
চেয়ে দেখ পদতলে,
পড়ে লতা, ভাসে জলে।

তুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিঁড়িয়া।
নিরমল ফুল্ল থাক্ তারা সনে মিশিয়া।

৪

অথবা পার লো যদি হাহাকার বহিতে,
অভাগীর হাহাকার লও তথা ত্বরিতে,
যথা সেই নিরদয়
ঘুমাইছে এ সময় ;
যাও তথা হাহাকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে,
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে।

৫

অভাগীর হাহাকারে যেই আঁখি মেলিবে,
অমনি, রজনি! তুমি ধীর স্বরে বলিবে,—
"ঘুমাও ; এ রবে কেন
নয়ন মেলিলে হেন?
অবলার হাহাকার কেন বৃথা শুনিবে।
ঘুমাও! কাঁদুক তারা, চিরকাল কাঁদিবে।"

৬

রে দীপ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,
তাই মরি শিখা তব নিভু-নিভু করিছে।
আশা-তৈল পামরার
বিন্দুমাত্র নাহি আর,
তবু কেন প্রাণ-শিখা এতক্ষণ জ্বলিছে?
দুর্বল হৃদয়-বাতি হুহু করে পুড়িছে?

৭

পুড়িতে-পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে ;
তখন এ পাপশিখা একেবারে নিভিবে।
হাহাকার, অশ্রুজল,
ঘুচে যাবে এ সকল।
নির্দয় পতির আশ সেইদিন মিটিবে,
সেইদিন কমলের শত-দল ফুটিবে।

৮

বিপন্নের বন্ধু তুমি চিরদিন ঘোষণা,
তবে কেন, মৃত্যু! আজ অভাগীরে লহ না?

নারী-প্রাণে কত সয়,
তা যদি দেখিতে হয়,
যথেষ্ট হয়েছে। সত্য! আর প্রাণে সয় না ;
ফেটে মরি, পুড়ে মরি। সত্য! আর সয় না!

৯

একা ছিনু, ছিনু ভাল' একাকিনী পড়িয়া
ছিনু, বাছা, এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া।
কত কষ্ট আছে ভালে,
কেন এলি হেনকালে?
নিজে মরি, কি করিব তোমা-ধনে লইয়া?
যাই যদি, কার কাছে যাইব লো রাখিয়া?

১০

তোমারি মায়ায় প্রাণ আর যেতে চায় না,
অনলে কি বিষ-পানে আর মন ধায় না।
এ হেন জ্বালায় মোরে
চিরদিন রাখিবারে,
এলে কি রে? কি আশ্চর্য! যে তোমারে চায় না,
তারি ঘরে এলে তুমি! অন্যে সেধে পায় না।

১১

এখনো নিতান্ত শিশু, কিছু তুমি জান না ;
সর্বনেশে "মা, মা," কথা বলিতে তো পারি না।
"কেন মা কাঁদিস" বলে
জিজ্ঞাসিবে বড় হলে ;
কি উত্তর দিব তার?—প্রাণে ধৈর্য রবে না।
কাঁদিবে আমার সনে, তাও প্রাণে সবে না।

১২

স্বর্গের বিহঙ্গ' তুমি নিজ পক্ষ ধরিয়া,
অতএব এই বেলা শীঘ্র যাও উড়িয়া।
চিরদিন কাঁদিবারে,
কেন এলে কারাগারে?
মায়ের দুর্দশা দেখে উপদেশ লইয়া,
নিষ্কলঙ্ক মূর্তি! যাও মানে-মানে উড়িয়া।

১৩

জন্মেছি কাঁদিতে আমি, মরিব তো কাঁদিয়া।
পড়ে আছি, পড়ে থাকি। তুমি যাও চলিয়া।
এই বেলা যাও তবে ;
"মা" বলে ডাকিবে যবে,
নারিব বিদায় দিতে এইরূপ করিয়া।
দোঁহারে পুড়িতে হবে মায়াজালে পড়িয়া।

১৪

যাইবার কালে তুমি সেই পথে যাইবে,
তাহাকে নিদ্রিত তথা দেখিবারে পাইবে।
ধীরে বসি পদতলে,
প্রথমেতে "বাবা" বলে,
মধু-স্বরে ধীরে-ধীরে তিনবার ডাকিবে ;
সম্বোধিয়া তিনবার শেষে চুপ করিবে।

১৫

তাতে আঁখি নাহি মেলে,—পদতলে বসিয়া
"হে নির্দয়! জাগো" বলে জাগাইবে ডাকিয়া।
তবু যদি নাহি চায়,
তখনি ডাকিবে তায়
"নারী-হত্যা-পাতকিন্! জাগো-জাগো।" বলিয়া
গগন-বিদারি-স্বরে বলিবে লো ডাকিয়া।

১৬

জাগিলে বলিবে, "কেন এনেছিলে আমারে
সেই অভাগীর সনে ভাসাইতে পাথারে।
যাই আমি, হে কঠিন!
'সুখে থাকো চিরদিন'
এই আশীর্বাদ সে যে করিয়াছে তোমারে,—
বলে গেনু ; কর তুমি, যাহা হয় বিচারে।"

১৭

পবিত্র বিহঙ্গ! তুমি এই কথা বলিয়া,
নিরমল পাখাদুটি গগনেতে তুলিয়া,
বিধুমুখে মৃদু হেসে
উড়ে যেও নিজ দেশে।
তুমি গেলে পিছু-পিছু আমি যাব ছুটিয়া।
কমলের শতদল শোভা পাবে ফুটিয়া।

মার্জনা

রামের প্রতি রাবণ
(বামাযণের অনুকরণ)

প্রহারের যাতনায় প্রাণ যায়-যায় প্রায়
ভূমে পড়ে লুঠিছে রাবণ।
আপাসিছে কুড়ি হাত, যেন হিমালয়-পাত।
দাপটেতে কম্পিত ভুবন।
ইন্দ্র-যম আদি করে বাঁধা সদা যার ঘরে,
ছয় ঋতু খাটে বারোমাস,
সমীরণ ভয়ে-ভয়ে চলে মৃদুগতি হয়ে,
দেব-যক্ষ লক্ষ যার দাস,
আজ সেই মহারাজা যেন রবি হীনতেজা,
ভূমে পড়ে ধুলাতে লুটায় ;
সঙ্গে শত সহচরী মহারানী মন্দোদরী
পাশে পড়ে অচেতন-প্রায়।
স্বর্ণলঙ্কা অন্ধকার সবে করে হাহকার,
কাঁদিতেছে যে আছে যেখানে।
মরেছে পুরুষ যত ; বিধবারা শত-শত
কাঁদিতেছে, মিলে স্থানে-স্থানে।

হেথা দেব রঘুমণি রাবণ মরিল গণি
বসিলেন বিষণ্ণ হইয়ে।
মহাবীর হনুমান মন্ত্রীবর জাম্ববান্
আদি সবে আইল ধাইয়ে।
এসে দেখে, রঘুরায় বসি স্তম্ভিতের-প্রায়
বিষাদেতে মলিন বদন ,
বাম করে রাখি শির একদৃষ্টে ভাবে বীর,
যেন ঘোর দুঃখেতে মগন।
সবাই দাঁড়ায়ে পাশে হঠাৎ সমীপে আসে
হেন সাধ্য কারো নাহি হয় ;
ইঙ্গিতেতে কোলাহল ছাড়িয়া বানর-দল
দাঁড়াইল হইয়া সভয়।
অবশেষে কিছু পর লক্ষ্মণ জুড়িয়া কর
আগে গিয়া করিলা প্রণাম।
"এসো, ভাই রে লক্ষ্মণ! এসো, করি আলিঙ্গন,'
বলি কোলে করিলা শ্রীরাম।

একে-একে কপিগণে প্রণমিল শ্রীচরণে ;
সকলেই দিলা আলিঙ্গন।
পদধূলি লয়ে শিরে বসিলা চৌদিকে ঘিরে
ভয়ে সবে মুদিত বদন।

কতক্ষণে রঘুবর ধরি লক্ষ্মণের কর,
বলিলেন, "লক্ষ্মণ রে, ভাই,
মহাবীর লঙ্কাপতি, তাঁর আজ কি দুর্গতি!
বসে আমি ভাবিতেছি তাই।
এত সব আয়োজন করিলাম যে কারণ,
সে কামনা পূরিল আমার।
সাগর তো বাঁধা হল শত্রুরা সবংশে মলো,
জানকীর হইল উদ্ধার।
রাবণের মতো, ভাই, কিন্তু আর বীর নাই ;
বীর-শূন্য ধরণী হইল।
লঙ্কার গৌরব যত আজি হতে হল হত
সব সুখ আজ ফুরাইল।
যদিও রাবণ মোর শত্রুতা করেছে ঘোর,
তবু আজ কাঁদিছে পরান।
ইচ্ছা হয়, একবার দেখি গিয়ে কি প্রকার
পড়ে বীর, পর্বত-সমান।
ইচ্ছা হয়, কাছে গিয়ে প্রেম-আলিঙ্গন দিয়ে
অবসানে করি রে সান্ত্বনা
ইচ্ছা হয়, নিজ করে তাহারে শুশ্রূষা করে
ঘুচাইগে প্রহার-যাতনা।"
বলিতে-বলিতে রায় চলিলেন পায়-পায় ;
বানরেরা চলে মৃদুগতি।
ক্রমে আসি উপনীত, কুড়ি নেত্র নিমীলিত
করে যেথা পড়ে লঙ্কাপতি।
চেড়ীরা বলিল কানে চাহি শ্রীরামের পানে ;
মন্দোদরী কাঁদিতে লাগিল।
শত-শত সহচরী কাঁদে অধোমুখ করি,
শোকে যেন তরঙ্গ উঠিল।
হেরিয়ে তাদের মুখ রামের বিদরে বুক,
দুঃখিত কুণ্ঠিত অতিশয়।
কমল নয়ন দিয়া পড়ে অশ্রু গড়াইয়া,
বিষাদেতে পূরিল হৃদয়।

কাঁদিছেন রঘুপতি, হেনকালে লঙ্কাপতি
মূর্ছা-ভঙ্গে মেলিলা নয়ন ;
নব-জলধর-শ্যাম সমীপে দেখিলা রাম,
শান্ত-মূর্তি-কমল-লোচন।
দৃষ্টিমাত্রে জুড়ি কর প্রণমিলা বীরবর
শ্রীরামের যুগল চরণে।
বিষাদে পূরিল প্রাণ, বদন হইল ম্লান,
ধারা বহে বিংশতি নয়নে।
রাজা বলে, "রঘুবর, এই দেখ জুড়ি কর
তব পদে মাগি হে মার্জনা ;
আপন কুকর্ম-ফলে গেনু আমি রসাতলে,
নিজ দোষে এত বিড়ম্বনা।
তব নারী লক্ষ্মী-সতী অত্যাচার তাঁর প্রতি
কভু তাহা ধর্মে নাকি সয় ?
তাই এত পরিবার,— এক প্রাণী নাহি তার,
স্বর্ণলঙ্কা হল শূন্যময় !
সতীর চক্ষের জল যেথা পড়ে, সেই স্থল
উড়ে-পুড়ে যায় সেই ক্ষণে ;
শুনে কভু মানি নাই, আজ দেখিলাম তাই,
সত্য আজ বুঝিলাম মনে।
নিজ-বল-অহঙ্কারে ভাবিতাম, এ সংসারে
অধর্মের হবে বুঝি জয় ;
কিন্তু আজি সেই ঘোর স্বপন ভাঙিল মোর,
আজ জ্ঞান হইল উদয়।
যা হবার হল তাহা, তোমার কর্তব্য যাহা
করিলে তো বনিতার তরে ;
আপন বনিতা লয়ে যাও তুমি সুখী হয়ে
সুখে রাজ্য কর গিয়া ঘরে।
বলো-বলো জানকীরে যেন তিনি এ পাপীরে
নিজগুণে করেন মার্জনা ;
যে কষ্ট করেছি দান সব যেন ভুলে যান,
এই মাত্র শেষের প্রার্থনা !"

বলিতে বলিতে হায় : চৈতন্য মিলায়ে যায়,
ওই আঁখি মুদিল রাবণ !
সবে করে হাহাকার, ফেটে যায় ত্রিসংসার
কাঁদিছেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ !

ভর্ৎসনা*

রাবণের প্রতি সীতা

স্থান—অশোকবন

একে তুই লঙ্কা সাগর দুহিতে!
রূপে অতুলিভ সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিতে!
তাহে পূর্ণ শশী সুষমা প্রকাশি,
গগনে উদিত তোরে হাসাইতে,
সৌন্দর্য-তরঙ্গে তোরে ভাসাইতে।

সুনীল বিস্তৃত জলধি-তরঙ্গে,
সুবর্ণমণ্ডিত সে পুরীর অঙ্গে,
ঢালি সুধারাশি শশী যায় ভাসি।
মত্ত রক্ষপতি প্রণয়-প্রসঙ্গে
বিহরে উদ্যানে প্রণয়িনী-সঙ্গে।

মদে মাতোয়াবা, ভাবে ঢল-ঢল,
চঞ্চল চরণ হৃদয় চঞ্চল,
বলে,—"এইক্ষণে অশোক-কাননে
গিয়ে দেখি. সীতা ধরে কত বল।
যায় যাবে লঙ্কা যাক্ রসাতল!"

বলি উঠে ধায়। রানী মন্দোদরী
কাঁদিয়া নিবারে পদযুগে ধরি।
বলে, "ক্ষমা কর, শোন প্রাণেশ্বর!
বড় প্রতিব্রতা রামের সুন্দরী।
যেও না, যেও না, অনুরোধ করি"

ছোটে দশানন, ছোটে সঙ্গী যত।
হেথা তরুতলে ভিখারিনী-মতো,
মলিন বসনা মলিন বদনা,
শ্রীরাম-ললনা বসি অবিরত
নয়নের নীরে ভাসিছেন কত!

জনকের প্রিয় প্রাণের দুহিতা,
রঘু-কুলবধূ শ্রীরাম-বনিতা,
চীর মাত্র পরে মরমেতে মরে,
গুন্-গুন্ স্বরে কাঁদিছেন সীতা
অশোক-কাননে শোকে অভিভূতা।

---

*নির্বাচিত অংশ।

বহুদূর নয়

(গভীর নিশীতে লিখিত)

গভীর রজনী! ডুবেছে ধরণী,
জাগ রে জাগ রে সাধের লেখনী!
প্রাণ-প্রিয় ভাই ভারত-সন্তান!
জাগ রে সকলে! শোন, করি গান।
ভারতের গতি ভারত-নিয়তি
ভেবে আজ কেন উথলিল প্রাণ?
দুখের কাহিনী তাই করি গান।
আজ যাও, নিদ্রে! আজ ঘুমাব না,
সুখের শয্যায় আজ শুইব না।
মৃতপ্রায় পড়ে জন্ম-ভূমি যার,
এ সকল কি রে ভালো লাগে তার?
কিরূপে ঘুমাই? শুনিবারে পাই
যেন আর্ত্তনাদ, যেন হাহাকার।
শুনে যে কেঁদেছে পরান আমার।

ঘুমাইতে যাই,— কেহ কানে বলে,
"ঘুমায়ে কি আছ সন্তান সকলে?"
তাই তো আমার প্রাণ উথলিল।
একাকী জাগিয়া রহেছি বসিয়া,
অন্য সব ভাই কেন ঘুমাইল?
কেন না সকলে সে রব শুনিল?

শুনে যে জ্বলিল উৎসাহ-অনল ;
কি করি, ভাবিয়ে হৃদয় চঞ্চল।
সাধে কি রে জাগি? কে ঘুমাতে পারে,
এ হেন আগুনে ঘেরিয়াছে যারে?
কি করি, কি করি, কিসে অগ্নি ধরি?
ইচ্ছা, ডাকি গিয়ে উঠে দ্বারে-দ্বারে,
"ঘুমাস্‌নে, ভাই! আর এ প্রকারে!"

দুর্ব্বলের মাতা প্রিয় বঙ্গ-ভূমি,
লক্ষ শিশু কোলে ঘুমাইলে তুমি?
গভীর আঁধারে ঢাকি প্রিয় মুখ
লুকালে কি মাতা অন্তরের দুখ?

নিজে তো ঘুমালে আমারে জাগালে ;
কি রব শুনালে হরে নিলে সুখ!
হৃদয় ভরিয়া উথলিল দুখ।

কার কথা ভাবি কোন্ দিক দেখি?
সব অন্ধকার, যেদিকে নিরখি।
কোটি-কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চিরমগ্ন ; যেন আছে কারাগারে।
দারিদ্র্য, ভাবনা, অসহ্য যাতনা,
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে ;
নির্বাক হইয়া কাঁদে পরস্পরে।
অভদ্র কি ভদ্র লোক শত-শত
অনাহারে শীর্ণ, দেখি অবিরত।
না যেতে যৌবন তাদের নয়নে
বিষাদ-নিরাশা দেখি এক-সনে।
দারিদ্র্য-যাঁতায় প্রাণ পিষে যায়,
চূর্ণ আশা যত কঠোর ঘর্ষণে।
সে মুখ ভাবিলে ঘুমাই কেমনে?

জ্ঞান পেয়ে যারা হয়েছে শিক্ষিত.
দেশের দুর্দশা তারাও বিস্মৃত।
জঘন্য আমোদে দেখি কাল হরে ;
অকারণ বকে, হাসে হা-হা করে,
নীচ পশু-প্রায়, ইন্দ্রিয় সেবায়
মগ্ন নিরন্তর। জ্ঞান শিক্ষা করে,
নীচ সুখ মাত্র চিনেছে সংসারে!

ঘৃণা করি কিংবা কাঁদি ডাক ছেড়ে,—
"মা তোর সৌভাগ্য কে লইল কেড়ে?"
আর-বার ভাবি যাই, পায়ে ধরে
বলি, "ক্ষমা কর ; আর ভারতেরে
ডুবাসনে ভাই! বাকি কিছু নাই,
যথেষ্ট হয়েছে! বহুদিন ধরে
আছে জন্ম-ভুমি মরমেতে মরে।"

হায় রে! রমণী জগতের শোভা,
মানবের ঘরে স্বরগের প্রভা।

সে বঙ্গ-ললনা স্নেহের মুরতি,
সারল্যের ছবি, কোমল প্রকৃতি,
সবার ঘৃণিত চরণে দলিত
হয়ে সহিতেছে অশেষ দুর্গতি।
দুঃখিনী সারিকা কাঁদে দিবারাতি!

সাধে কি রমণি! তোরে ভালোবাসি?
সাধে কি ভারতি! তোর কাছে আসি?
যুগ-যুগান্তর অজ্ঞান-আঁধারে
বদ্ধ হয়ে, গেল কত অত্যাচারে ;
স্নেহের জলধি, অমৃতের নদী,
তবু দেখি নারী এ পাপ-সংসারে!
দেখে মুগ্ধ আঁখি চায় দেখিবারে।

কার কথা ভাবি? কোন্‌দিকে হেরি?
গভীর দুর্দশা চারিদিকে ঘেরি।
আজি তবে আমি ঘুমাই কেমনে?
তাই তো জাগিয়া কাঁদি রে নির্জনে।
ভাই, বঙ্গবাসি! উঠে কাঁদ আসি।
কি আছে সম্বল অশ্রুপাত বিনে?
ওঠ-ওঠ, ভাই, থাকি জাগরণে!

কাজ কি ঘুমায়ে? থাকি জাগরণে।
কাজ কি বিশ্রামে? খাটি প্রাণপণে।
এ ঘোর দুর্দশা ঘুমালে কি যায়?
বিন্দু-বিন্দু রক্ত পড়ুক ধরায়।
তিল-তিল করে আয় যাই মরে ;
বল-বুদ্ধি-মন মিলিয়া সবায়
আয় ধরে দিই ভারতের পায়।

উৎসাহেতে পুড়ে মরিব অকালে,
তাও যদি হয়, হোক রে কপালে!
বুঝিয়াছি বেশ, দিতে হবে প্রাণ,—
তবে যে জাগিবে ভারত-সন্তান।
আয় জন-কত ধরি এই ব্রত,
খাটিয়া জীবন করি অবসান,—
তবে যদি জাগে ভারত-সন্তান।

আয় রে বোম্বাই! আয রে মাদ্রাজ।
দ্বন্দ্ব-কোলাহলে নাহি কোন কাজ।
ভারতেব তোরা অমূল্য বতন ;
আয় সবে মিলে করি জাগবণ।
মিলে পরস্পবে দেশেব উদ্ধারে
আয় দেখি সবে কবি প্রাণপণ
দেখি রে দুর্দশা না যায় কেমন?

ভাই মহারাষ্ট্র! তোমার কপালে
পৌরুষের আভা আছে চির-কালে।
দাঁড়াও আসিযা কাছে একবার,
মুখ দেখে আশা বাড়ুক আমার।
সাহসের কথা শুনে যাক ব্যথা,
প্রিয় ভারতের হোক বে উদ্ধার ;
জয় মহাবাষ্ট্র জয় রে তোমার।

আয় রাজপুত, আয় প্রিয় শিখ।
জাতি-ধর্ম-ভেদ সকলি অলীক।
ভারত-রুধিব সবাব শরীরে,
তাই বলে নিতে তবে ভয় কিবে?
আয়, ভাই বলে দিবি প্রাণ খুলে ;
ভাই হযে রব তোদেব মন্দিবে।
করো না রে ঘৃণা ভীরু বাঙালিরে।

পাইযাছি শিক্ষা, পেয়েছি তো মান!
তোবা ভাই সব আছিস অজ্ঞান
তা বলে ভেব না, করিব মমতা,
আব বলিব না সুশিক্ষাব কথা।
তোদের যে গতি আমারো সে গতি,
তোদিগে ফেলিয়া চাই না সভ্যতা ;
সবে এক হয়ে থাকিব সর্বথা।

শেষে ডেকে বলি, মুসলমান ভাই,
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই।
দেশের দুর্দশা দেখ হল ঢের,
তোবা তো সন্তান প্রিয় ভারতের!
সে শত্রুতা ভুলে আয প্রাণ খুলে।

পুতে রাখ কথা,— "মুসলিম", "কাফের"
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের"।

ভারতের তোরা, তোদের আমরা!
আয়, পূর্ণ হল আনন্দের ভরা!
সবে এক দশা। তবে অহঙ্কার,
তবে রে শত্রুতা শোভে না যে আর।
মিলি ভাই-ভাই জয়ধ্বনি গাই,
ঘুরিয়া বেড়াই শুভ সমাচার,—
আমাদের মাতা বাঁচিল আবার!

আর কারে ডাকি, ওঠ গো ভগিনি,
ভারত-ললনা, কারার বন্দিনী!
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না,
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না!
ওঠ একবার ; দেশের উদ্ধার,
কেবল পুরুষে হবে না হবে না।
একপায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না।

ওঠ গো আবার, সুচারু-হাসিনী
প্রিয় ভারতের যতেক নন্দিনী।
প্রাণকান্তে যবে কর সম্ভাষণ
পৌরুষের কথা করাও স্মরণ ;
কোমল সন্তানে স্তন-দুগ্ধ-সনে
পিয়াও পৌরুষ ; হোক শতজন
ভাবতের চূড়া ভারত-ভূষণ!

ওই চাঁদমুখে সব বল আছে!
বীরত্বের শিক্ষা ও দৃষ্টির কাছে!
প্রেমে মাখাইয়া জুড়ায়ে হৃদয়,
পশ্চাতে থাকিয়া দেও সে অভয়!
সাহসে মাতিয়া যাই উড়াইয়া
বিজয় নিশান। আর কাবে ভয়?
মোদের সদ্‌গতি বহুদূর নয়।

দুর্গাবতী*

হের-হের রণমাঝে নাচিছে সুন্দরী রে
নাচিছে সুন্দরী।
করে অসি খরশান, মুখে ডাক হান-হান,
পদতলে কঁপে ধরা থর-থর করি।

রণমদে মত্ত সতী পাগলিনী-প্রায় রে,
পাগলিনী-প্রায়!
প্রবল ধূমের মাঝে চপলা রূপসী সাজে,
নবঘনে সৌদামিনী খেলিয়া বেড়ায়।

বীরভাবে বিকশিত বদন কমল রে,
বদন কমল।
একে যৌবনের শোভা, তাহে বীরত্বের আভা,
দরশনে প্রাণ-পূর্ণ যেন রণস্থল।

রবি-তাপে দুই গণ্ড আরক্ত-বরন রে,
আরক্ত বরন।
প্রবল শ্রমের ভরে, ঝর-ঝর স্বেদ ঝরে,
কোমল অঙ্গুলে মুছে ফেলে অনুক্ষণ।

কোনদিকে বীর-পত্নী ফিরিয়া না চায় রে,
ফিরিয়া না চায়;
সেনা লয়ে অগ্রসর, সচকিত নারীনর,
কার সাধ্য সে নারীর সমীপে দাঁড়ায়!

বলে বামা, "যায় যাবে যায় যবে প্রাণ রে,
যায় যাবে প্রাণ!
সকলে নিহত হব, এইকানে পড়ে রব,
সহজে কি গড়া আমি করিব প্রদান?

দেখিব কেমন বীর দুরাত্মা যবন রে
দুরাত্মা যবন!

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রই ইঁহার নাম বিদিত আছেন। ইনি সৌন্দর্য ও সুবুদ্ধি উভয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ যখন নর্মদাতীরবর্তী গড়া রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন এই রমণী অসামান্য বীরত্ব সহকাবে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে জয়াশায় হতাশ হইয়া বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাত করিয়া রণস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন।

যেই পথে মহারাজ গিয়াছেন, ছাড়ি লাজ
সেই পথে আমি আজ করিব গমন।

কি ভয় আমার, বল, কি ভয় আমার রে,
কি ভয় আমাব?
একে-একে প্রতিজন পড়িব. তথাপি রণ
ছাড়িব না ; তবু গড়া না খুলিবে দ্বার।

বীরেব রমণী আমি বীব-ধর্ম জানি রে
বীর-ধর্ম জানি।
দেহে কি থাকিতে প্রাণ যবনে করিব দান
এ সুখের গড়া রাজ্য স্বর্ণ-থালাখানি?

ভয় নাই, ভয় নাই, হও অগ্রসর বে,
হও অগ্রসর।
ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ্য করে, সাধ্য কার!
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর-শিখর।

গজ-বাজী রথ-রথী কে পাবে নিস্তার রে,
কে পারে নিস্তাব?
দুর্গার সমরানলে দেখি দেখি কে না জ্বলে!
বড় যে বীরত্ব শুনি যবন রাজার।

বাজাও-বাজাও বাদ্য, বাজাও-বাজাও রে,
বাজাও-বাজাও!
হর-হর কি কৌতুক! এ হতে মনের সুখ
বল শুনি, বীরগণ, কেথা কোথা পাও?

এই ক্ষেত্রে মহাবাজ ত্যজিলেন প্রাণ বে
ত্যজিলেন প্রাণ,
যদি তাঁর পত্নী হই, বীরবংশে জন্ম লই,
বাখিব-রাখিব আজ তাঁহার সম্মান।

শুনেছি, যবন চাহে হরিতে আমারে রে.
হরিতে আমারে।
এই তো সমরবেশে, এসেছি এ হেন দেশে,
দেখি-দেখি এই তনু স্পর্শিতে কে পারে!

কোথা গেলে আর্যপুত্র! শৌর্য অবতাব হে
শৌর্য অবতাব।

রাখিতে তোমার মান,　　　আজি যে করিবে দান
জীবন-যৌবন দুর্গা, বড় সাধ তার!

কাঁদিয়া তোমাকে, নাথ, দিয়াছি বিদায় হে,
দিয়াছি বিদায়।
তাই কি আঁধার করে　　　অধিনীরে পরিহরে
গেছ, নাথ? বল আজ দাঁড়াব কোথায়?

অথবা অভাগী দুর্গা রমণী তোমার হে
রমণী তোমার!
তাহার কিসের ভয়?　　　অনায়াসে করিবে জয়,
ভক্তি যদি শ্রীচরণে থাকে হে তাহার।"

বলিতে-বলিতে কথা নয়নের জল রে,
নয়নের জল,
ঝরে দর-দর করে　　　বিন্দু-বিন্দু হৃদি 'পরে
পড়িতে লাগিল যেন স্থূল মুক্তাফল।

নয়নে বহিছে জল, মুখে মার্-মার্ রে,
মুখে মার্-মার্!
সাবাসি-সাবাসি সতি!　　　সত্য-সত্য গুণবতী!
বীর পত্নী বট তুমি! করি নমস্কার।

এরূপে খেলিছে সতী সমর-চত্বরে রে,
সমর-চত্বরে;
উড়ে ধূলি ঘনাকার,　　　চারিদিক অন্ধকার,
অস্ত্রে-অস্ত্রে উঠে বহ্নি ঝক্-ঝক্ করে।

গড়ার বীরেন্দ্র বীর সেনাপতিগণ রে
সেনাপতিগণ।
রুধিরাক্ত কলেবরে,　　　নয়ন মুদ্রিত করে,
অশ্ব হতে ধরাপৃষ্ঠে করিছে শয়ন।

বিশাল ললাট ফাটি বহিছে রুধির রে,
বহিছে রুধির।
সমর-হুতাশে প্রাণ　　　করিয়া আহুতি দান
একে-একে ধরাশায়ী হয় যত বীর।

প্রসারি বিশাল বক্ষ অগাধ নিদ্রায় রে
অগাধ নিদ্রায়,
আছে যত বীরগণ ; পদে দলে কতজন
দড়-বড় চারিদিকে অবিরত ধায়।

ক্রমে-ক্রমে অর্ধশেষ হইল বাহিনী রে,
হইল বাহিনী।
তথাপি সাহস ধরি মার্-মার্ শব্দ করি
সমর-রঙ্গেতে মত্ত রয়েছে কামিনী।

বিদ্ধ হল অবশেষে বিশাল নয়ন রে,
বিশাল নয়ন ;
উজ্জ্বল, নয়ন-তারা হয়ে গেল দৃষ্টি-হারা,
বিধুমুখে রক্ত-স্রোত বহে ঘন-ঘন!

জ্বালায় অস্থির আহা বিধুরা কামিনী রে,
বিধুরা কামিনী!
তথাপি অভয়-দান,— খুলিয়া ফেলিল বাণ,
অঙ্গুলে মুছিয়া রক্ত ফেলে বিনোদিনী।

কোন্‌দিকে আর কত রাখিবে সুন্দরি রে,
রাখিবে সুন্দরী?
চারিধার ভাসে যবে, কে পারে রাখিতে তবে
প্রবল বন্যার জল সেতুবন্ধ করি?

দেখিতে-দেখিতে সেনা ভঙ্গ দিল রণে রে,
ভঙ্গ দিল রণে।
"দাঁড়াও! দাঁড়াও"—আর কথা শুনে কেবা কার'
দড়-বড় ছোটে সবে যে পারে যেমনে।

এ ভাব দেখিয়া সতী হইল হতাশ রে,
হইল হতাশ।—
সেনাগণ ভঙ্গ দিল, রণ ছাড়ি পলাইল ;
কারে ডাকি, কেবা শুনে! বিফল প্রয়াস!

আজি গেল অস্তাচলে সুখের তপন রে,
সুখের তপন ;
বিধাতা হইল বাম, আজি ডোবে উচ্চ নাম,
বীরপুত্রী গড়া আজ হইল পতন।

এত ভাবি, বলে সতী, "দে রে তরবার, ওরে
দে রে তরবার!
যবনে হারিয়া রণ রাখিব না এ জীবন,
বহিতে নারিবে দুর্গা কলঙ্কের ভার।

কি হইবে রাজ্যে মম কি হইবে ধনে রে,
কি হইবে ধনে?
বীর-চূড়া যার স্বামী, সেই অভাগিনী আমি,
জীবন থাকিতে কি রে ভজিব যবনে?

ভেবেছ জিনিয়া রণে লইবে আমারে রে,
লইবে আমারে।
আমি কি রাখিয়ে প্রাণ, প্রাণকান্তে অপমান
করিব রে? প্রতিশোধ দিব কি তাঁহারে?

নারীর সতীত্ব-ধন অমূল্য রতন রে
অমূল্য রতন ;
হেন ধন হারা হয়ে এ পাপ-শরীর লয়ে
কি হইবে? চাহি না রে এ ছার জীবন।"

এত বলি সুলোচনা লয়ে তরবার রে
লয়ে তরবার,
হৃদয়ে আঘাত করে ভবধাম পরিহরে
হায়, গেল শশিমুখী করে অন্ধকার!

ভীরু

লজ্জাবগুণ্ঠনে কেন সুধাংশু-বদন,
ঝাঁপ বোন! ভাই নাই আমি লো সবলে,
ও পবিত্র মুখে তব, নীচের মতন
ফেলিব না পাপদৃষ্টি চাও মন খুলে।

দগ্ধ হোক দৃষ্টি তার, পুড়ুক হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রস্ফুটিত-কুসুম-নিন্দিত
সুকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময়
দেখে, নীচ পাপচিন্তা হয় লো উদিত।

ওই মুখে স্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়,
ওই নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভর্ৎসনা ;
সতীত্ব-উন্নত-শৃঙ্গে তোমার আলয়,
কীট-সম ভূলুণ্ঠিত তাহার বাসনা।

শুন গো ললনে! প্রাতে বিহগী যেমতি
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে,
কোথা ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে! তুমি লো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সে জনে।

বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিতে তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল,
ম্লান হয়, যায শোভা, যায় গন্ধ-ভার ;
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ কর লো আকুল।

তুমি নারী, জান নাকি নারী এ জগতে
এ মরু-ভূমি মাঝে যেন বটচ্ছায়া-সমা,
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষ্মী, কুললক্ষ্মী, নারী নিরুপমা।

কিন্তু বঙ্গে নারীজন্ম বড় বিড়ম্বনা,
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে,
বহে না তো ধারা বোন! নারীর যাতনা
এ বঙ্গ-সংসারে দেখে কাঁদি লো নির্জনে।

কে এত সহিষ্ণু বঙ্গবালার সমান!
বন-মৃগী-সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা,
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ,
সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা।

দেখ বোন! তোমা-সম অনেক যুবতী
এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয়ে,
কাঁদিতেছে দিবারাতি! প্রেমে পূজে সতী
পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়ে!

আরো কত বঙ্গবালা নিরাশ-সলিলে,
প্রেম-আশা বিসর্জিযে বৈধব্য-আগারে
বসি কাঁদে, বল দেখি সে কথা স্মরিলে
এ বঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে?

তুমি যার তোমারো কি তিনি লো সুন্দরি!
আহা যেন তাই হয়! হৃদয়ে-হৃদয়ে
প্রাণে-প্রাণে মিশে সুখে বহুক লহরী,
প্রণয়-আনন্দ-শান্তি থাকুক আলয়ে।

বুঝেছ কি, কি পদার্থ প্রণয় জগতে?
প্রাণে-প্রাণে সদা কথা, প্রাণে-প্রাণে লয়,
এক প্রাণস্রোত যেন অন্য প্রাণে বয়,
ভাঙে না ছেঁড়ে না প্রেম যেন কোনমতে।

প্রণয় সহিষ্ণু, প্রেম মধুরতাময়,
চক্ষের কজ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
প্রাণে সুধা-বিন্দু-সেক, প্রেম জ্যোতির্ময়,
বিষম-বিপত্তি-ঘোরে, নির্জনে সজন।

প্রেমে ভীরু দুঃসাহসী, বোবারে বলায়,
নির্বোধে সুবুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে,
ভুলায় আহার-নিদ্রা, স্বার্থ দূরে যায়,
মজে প্রাণ করি স্নান সুধা-সিন্ধু-নীরে।

এ প্রণয়ে বাঁধা কান্ত আছে কি তোমার!
ভালোবেসো, ভালোবাসা মিলিবে তখনি!
সমগ্র প্রাণটি ধরে দিও উপহার,
সমগ্র প্রাণটি হাতে পাইবে অমনি।

কবি আমি, দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা
এই মন্ত্র মনে রেখে করো লো সাধনা,
এই মন্ত্রে নিজ কান্তে করাইও দীক্ষা ;
বিমল আনন্দ-স্রোতে ভাসিবে দু-জনা!

বৈধব্য

একবার বসন্তেতে দুটি পাখি আসিল ;
দুটি পাখি পরম সুন্দর!
কিবা কান্তি! কিবা ডাক! সকলেই বলিল
দুটি পাখি বড়ই সুন্দর!

পাখিদুটি ঘন বনে, নির্জনের নির্জনে ;
সূর্য-রশ্মি যায় না যথায়
যেখানে পাখিরা যবে থাকে সুখ-স্বপনে,
ভুলে নর কভু নাহি যায়।

এ হেন বিজনে তারা বাসা বুঝি বাঁধিল ;
আসে-যায় দেখি সারাদিন।
কুটি-কুটি পাতা-লতা কত কি যে বহিল ;
ঘর বুঝি বাঁধিল নবীন।

সংসার পাতিল তারা ; প্রফুল্লিত পরানে
যথা-তথা গাইয়া বেড়ায়?
আঁখির আড়াল হলে, সুমধুর আহ্বানে
ডেকে বন প্রেমেতে ভাসায়।

পাখির প্রেমের ডাক একা শুনি বসিয়া ;
কি মধুর কিরূপে বাখানি!
প্রাণ-মন ভেসে যায় সেই-সনে মিশিয়া ;
কোথা আছি যেন তা না জানি!

বিহগ সোহাগে ডাকে বিহগী তা শুনিয়া,
তদুত্তরে ডাকয়ে নিবিড়ে ;
ডাকের উপর ডাক প্রণয়িনী আসিয়া
অবশেষে উড়ে বসে নীড়ে।

একদা ভাবিনু দেখি কি করিছে দুজনে
দ্বি-প্রহরে রৌদ্রের সময়ে,

গিয়ে দেখি পত্রাবৃত তরু-কুঞ্জ-ভবনে
পাশাপাশি বসেছে উভয়ে।

এমনি কি প্রেম! দূর একটুও সয় না,
ঠেকা-ঠেকি পাখায়-পাখায় ;
ধরা-ধামে হেন দৃশ্য আর বুঝি হয় না!
একে বসি অন্য-মুখে চায়।

মাঝে-মাঝে প্রেয়সীর পক্ষ দেয় খুঁটিয়া
প্রণয়িনী যায় তাতে গলে ;
মনের আনন্দ তাই প্রকাশিছে চুম্বিয়া ;
প্রাণে-প্রাণে যেন কথা বলে!

এরূপেতে যায় দিন গিয়ে-গিয়ে দেখিরে,
দেখি-দেখি যেন ডুবে যাই ;
দেখি আর মনে ভাবি ধন্য তোরা পাখিরে
হেন প্রেম নর-রাজ্যে নাই।

একদিন দেখি তারা বহিতেছে যতনে
মুখে করি শিশুর আধার।
দোঁহে বহে এক ভার, দেখি শোভা নয়নে,
ভাবে মন ডুবিল আমার!

একদিন বসে আছি কি জানি কি ধেয়ানে
আঁখি রাখি গাছের পাতায় ;
ডুবিতে-ডুবিতে মন ডুবে গেল কো'খানে
হারাইল গভীর চিন্তায়।

হরেক পাখির ডাক প্রাণে গেল মিলায়ে,
কানে আর বাজে না তখন ;
শুনেও না শুনি যেন, মন যেন ঘুমায়ে
কি দেখিছে সুখের স্বপন!

জাগিয়া ঘুমাই ; ওকি! সে বিহগে তাড়িয়া
বাজ তরুকুঞ্জেতে আনিল ;
না নিতে আশ্রয় নীড়ে, নখাঘাতে পাড়িয়া,
তীক্ষ্ণ চঞ্চু বক্ষেতে হানিল।

আস্তে-ব্যস্তে ঢিল মারি তাড়াইতে চাহিনু
সেঁ যে যম বিহগের কুলে

তাড়াইনু বটে কিন্তু বাঁচাইতে নারিনু
মৃত পাখি পড়িল ভূতলে।

নাড়ি-চাড়ি তুলে রাখি আর সে তো নড়ে না
রক্তে দেহ যাইছে ভাসিয়া,
শাখাতে বসাতে যাই, আর সে তো চড়ে না,
ফল-সম পড়িতেছে খসিয়া।

তারপরে কি দেখিনু বলিব তা কেমনে,
ডাকি-ডাকি বিহগী আসিল,
শোকের ক্রন্দন হেন শুনি নাই শ্রবণে,
শুনে মুখ অশ্রুতে ভাসিল।

বৃশ্চিকে দংশেছে, তাই আর সে তো বসে না
কেঁদে বুলে এ ডালে ও ডালে,
শাবক ক্ষুধায় কাঁদে, কুলায়েতে পশে না ;
পাখি-কুল কাঁদে কোলাহলে।

বিহগী রহিল একা সেই কুঞ্জ-ভবনে,
কিন্তু গেল তাহার সুস্বর ;
আর প্রাতে স্বর-সুধা ঢালেনাকো শ্রবণে,
বসি থাকে বিবস অন্তর।

গিয়েও যায় না দিন, ছানাগুলি লইয়া,
বসি থাকে বিজন কুলায়ে,
সুখের দিনের কথা ভাবে শুধু বসিয়া
বাঁচে শুধু সে স্মৃতি জাগায়ে।

বিহগিনী পলাইলে পলাইতে পারিত,
কিন্তু তাতো পারিল না আর।
ছাড়িতে সে শূন্য বন প্রাণ তার চাহিত
স্নেহে গতি রোধিত তাহার।

শিশুদের মুখ দেখে, ভবিষ্যৎ চাহিয়া,
কোনো রূপে প্রাণ ধরি রয় ;
দুজনের ভার একা ম্লান-মুখে বহিয়া
অতিকষ্টে যাপিছে সময়।

দিন যায়, রাত যায়, রোদ-বৃষ্টি সকলে,
নীরব সে বনের প্রদেশ!

ভুলাতে পাড়ার পাখি কত করে কাকলি,
নাহি তাতে মনোযোগ লেশ।

একেলা চরিয়া আসে, একাকিনী বিজনে
বসি-বসি সতত কি ভাবে ;
দারুণ বৈরাগ্য দেখি আজি তার জীবনে
কে ফিরাল তাহার স্বভাবে?

একদা বিহগ এক আসি ডালে বসিল ,
প্রেম-ভাষা বসিয়া শুনায় ;
কানে তার সেই ভাষা বিষ-সম পশিল ;
ঘৃণা করে দূরে সরে যায়।

বিহগ করিল তার বহু সাধ্য-সাধনা,
সকাতরে যাচিল হৃদয় ;
যতই বিহগ সাধে, বাড়ে তার যাতনা
হয় প্রাণ তপ্তাঙ্গার-ময়।

না কহে অধিক কথা, যায় শুধু সরিয়া,
গাম্ভীর্যেতে আপনারে ঢাকে ,
বিহগ যখন ডাকে, শুধু ঘৃণা করিয়া,
অন্যদিকে চেয়ে-চেয়ে থাকে।

বুঝিল নির্বোধ পাখি পরান সে দিবে না,
ভাঙিবে না সে ব্রত দুষ্কর!
দিলে প্রেম-উপহার কভু তাহা নিবে না ;
ঘৃণা করে দিবে না উত্তর।

হইয়া নিরাশ শেষে পলাল সে উড়িয়া
একাকিনী রহিল সে বনে ;
শিশুগুলি কোলে করি কুলায়েতে পড়িয়া,
বিষাদেতে যেন দিন গনে।

আছে তো বনের শোভা, আছে ফুল ফুটিয়া
পাখিদের আছে কোলাহল ;
সজনে নির্জন তার, আপনাতে ডুবিয়া
শোক-সিন্ধু দেখিছে অতল।

দিন যায়, মাস যায়, ছানাগুলি বাড়িল ;
শিখাইল উড়িতে সবারে ;
তারা উড়ে গেল ; সেও সেই বন ছাড়িল
কোথা গেল? কে জানে সংসারে?

পুষ্পাঞ্জলি

হায়-হায় কি হবে আমার।
আমি কি পাষাণ্ড ঘোর, প্রাণ মোর কি কঠোর,
জান ওহে হৃদয়-বিহারী!
পাষাণে নির্ঝর ঝরে, কিন্তু কভু এ অন্তরে,
নাহি পাই বিন্দু-মাত্র বারি!
শুখায়েছে ভক্তি-নদী, উড়ে ধূলি নিরবধি,
হৃদি-ক্ষেত্র হইল শ্মশান!
সুশ্যামল, সুকোমল, ছিল যথা দূর্বাদল,
আজ তথা মরুর সমান!
নিবেছে প্রাণের বাতি, অন্তরে ঘেরেছে রাতি,
মুখ-ভাতি না দেখে তোমার!
না জানি কি পাপ করি আজি এ বিচ্ছেদে মরি,
হায়-হায় কি হবে আমার!
কাঁদি একা এ সংসারে, দুঃখী বলে কে আমারে,
দয়া করি দেখাবে সে পথ!
যে পথে সহজে যাব, তোমাধনে দেখা পাব,
পূরাইব উচ্চ মনোরথ!
দেখি প্রেম-সরোবরে, ডুবিব জনমতরে,
পাশরিব এ ঘোর যাতনা ;
সুধারসে করি স্নান, জুড়াব তাপিত প্রাণ,
পাপে-তাপে পাইব সান্ত্বনা।
শূন্য প্রাণ লয়ে আমি, ওহে প্রভু অন্তর্যামী,
পারি না যে থাকিতে হে আর ;
তোমা বিনা প্রভু মোর, দেখ হে দুর্দশা ঘোর,
হায়-হায় কি হবে আমার।

অনুতাপ

স্মৃতি!— তুই প্রেতিনীর মতো,
সঙ্গে আর ভ্রমিবি রে কত?
চক্ষে-চক্ষে মিলে যবে, বড় ইচ্ছা হয় তবে,
দৃষ্টি তোর করি শক্তি-হৃত!
নিবাই প্রদীপ তোর, হৃদয়ের গৃহ মোর,
হোক অন্ধতমে পরিণত।

সে আঁধার চায় তো পরান,
তোর দৃষ্টি যেখানে নির্বাণ,
কিন্তু রে নিস্তার নাই, চাই তম, আলো পাই
দৃষ্টি তোর যেন অগ্নি-বাণ!
ভ্রূকুটি দেখিলে তোর, চিত্ত চমকিত মোর,
দাব-দাহে দগ্ধ যেন প্রাণ!

শোন্ স্মৃতি!— পড়ি তোর পায়,
সেই চিত্র লুকালি কোথায়?
শৈশবের পথে ধরে, কোলে করি সমাদরে,
আশা যাহা দেখাত আমায়?
দেখিয়া অবাক হয়ে, কতদিন ভুলে রয়ে,
গেল কাল নিমেষের-প্রায়।

ভেঙেছি যা কিসে তাহা গড়ি?
মনোরথ ভগ্ন, কিসে চড়ি?
সে শৈশবে মনোহর, কল্পনাতে গড়ি ঘর,
মনোসাধে পেতেছিনু খড়ি!
স্মৃতিতে রহিল লাজ, হৃদয়-প্রাঙ্গণে আজ,
সেই ঘর যায় গড়াগড়ি।

আর আশা করিতে ডরাই ;
সব আছে, সে সাহস নাই।
পশ্চাতে চাব না ভাবি, তবু সে করাল ছবি,
আনে স্মৃতি ; যে দিকেতে চাই,
নিজের দুষ্কৃতি দেখি ; লজ্জায় মুদিব আঁখি,
হৃদি-পটে অঙ্কিত তাহাই।

দেখাবার অনেক তো আছে ;
তাই কেন না আনিস কাছে?

ভারতের পুণ্য-গাথা, অশেষ কীর্তির কথা,
তাই দেখা ; এ কি পাছে-পাছে
যথা যাই সঙ্গে যাও, সেই এক কথা কও,
'কি করেছ মনে কি হে আছে?'

কুলবধূ-বসনে অনল
লাগে যথা, হইয়া চঞ্চল
যত ধায় নাহি ছাড়ে, যত ঝাড়ে ততো বাড়ে,
ধ্বক্-ধ্বক্ জ্বলে রে কেবল!
মনের অঞ্চলে মোর, লেগেছে রে শিখা তোর
যত ঝাড়ি দ্বিগুণ প্রবল!

প্রাণের মোর হইযাছে ক্ষত ;
রক্ত-স্রোত তথা অবিরত।
কে জানে সে সমাচার, প্রাণে যে কি অশ্রুধাব,
অন্তরাত্মা কাঁদিছে যে কত?
বিষ লাগে এ সংসার, বড মিষ্ট অন্ধকার,
চিন্তা-চিতা যেখানে জাগ্রত।

প্রাণে কূপ স্বহস্তে খুঁড়িয়া,
কত আশা রেখেছি পুতিয়া ;
তাদের কবর-পাশে, বসি কাঁদি নিরাশ্বাসে,
আঁধারে তা যায় মিলাইয়া!
কাঁদি বড় অনুরাগে, সে কবর ভালো লাগে,
বাঁচি যেন সেখানে কাঁদিয়া।

সাধুচিত্ত,—সতীর সংসার,
চিন্তাগুলি সুখী পরিবার!
বসিয়া শয্যার পাশে, সুখিনী জননী হাসে,
ঘুমাইছে পুত্রগুলি তাঁর ;
নিদ্রিত সন্তানগণে, যত দেখে প্রতিক্ষণে,
চায় চিত্ত দেখিতে আবার।

আমি যেন হৃদি-কারাগারে,
পূরিয়াছি শতেক চিন্তারে!
অন্ধকূপে বন্দীপ্রায়, কেঁদে-কেঁদে তারা হায়,
মিলাইছে গভীর আঁধারে ;
কেহ করে হাহাকার, কেহ বা ভাঙিছে দ্বার,
ইচ্ছা নয় দেখি তা সবারে!

ধরা-গর্ভে অগ্নির সাগর,
পথ কিন্তু না দেয় প্রস্তর!
অন্তরে গর্জন তার, হয়ে থাকে যে প্রকার ;
সেইরূপ আমার অন্তর!
অন্তরে ফাটিছে দম, মুখ বদ্ধ লৌহ-সম,
প্রাণপিণ্ড কাঁপে থর-থর।

এ কি ঘোর পাপীর যাতনা!
পাপী পারে করিতে কল্পনা ;
আর যেন আমি কভু, এ পথে না যাই প্রভু,
এই মাত্র এখন প্রার্থনা।
বল-বুদ্ধি-দেহ ক্ষয়, তব কার্যে যেন হয়,
পূর্ণ নাথ কর এ বাসনা।

নিবেদন শুন জগৎপতি!
এ বিপদে তুমি মাত্র গতি।
হৃদয়-আকাশ মোর, দুর্দিন ঘেরেছে ঘোর,
পুণ্যরবি, হর হে দুর্গতি।
অন্ধেরে নয়ন দেও, দুর্বলে সুপথে নেও,
দুর্মতিরে বিতর সুমতি।

তব কৃপা হে কৃপা-নিধান!
একমাত্র আশ্রয়ের স্থান।
কৃপাতে নির্ভর করি, আছি নাথ প্রাণ ধরি ;
কর-কর পদ-ছায়া দান।
তব কৃপা-সুবাতাস যারে লাগে, কি বা ত্রাস,
তরে সিন্ধু গোষ্পদ-সমান!

এ মোর কামনা

আমি হব মধু-বিন্দু ; জগৎ খাইবে,
অণু-অণু করি বিলাইবে ;
হারায়ে মিশায়ে যাব, নিজে না সন্ধান পাব,
বন্ধুজনে খুঁজে বেড়াইবে ;
ঘরে-ঘরে দেখিতে পাইবে।

মিছারির কুঁদা হব ; তিল তিল করে
দশে লয়ে যাবে ঘরে ঘরে ;
সূত্র মাত্র সার হয়ে রহিব এ দেহ লয়ে,
যত শক্তি শরীরে-অন্তরে,
সব যাবে জগতের তরে।

আমি রে চন্দন হব ; জগৎ আমায়
পিষে চূর্ণ করিবে শিলায় ;
কঠিন রব না আর হইব তরলাকার ;
হৃদে তুলে যে লবে আমায়,
তার যেন পরান জুড়ায়।

আতরের শিশি হব ; লইয়া আমারে,
আছাড়িয়া ভাঙিবে বাজারে ;
শিশুদলে কোলাহলে, তিল-তিল লবে তুলে ;
চুলে-চুলে যাব দ্বারে-দ্বারে,
গন্ধ-ভার বিতরি সংসারে।

লবণের বিন্দু হব ; সকলে পশিব,
অণু হয়ে অণুতে লাগিব ;
আমি আলিঙ্গিব যারে, সুস্বাদ করিব তারে,
কঠিনতা তাহার হরিব ;
নিজে মজে তারে মজাইব।

আলতার পাত হব ; আমারে লইয়া,
প্রেমানন্দে টিপিয়া-পিষিয়া,
পুরবাসি যোষাগণে পরিবে নিজ চরণে ;
নারীপদে রব মিশাইয়া ;
মিশে শোভা দিব বাড়াইয়া।

ঈশ্বরের শিশু হব , ঈশ্বর আমারে
বেচিবেন জগতের দ্বারে ;
যে ডাকিবে তারি ছেলে, প্রাণ দিব প্রাণ খুলে,
সবে চাবে লইতে আমারে ;
কাড়াকাড়ি পড়িবে সংসারে।

জগৎ ব্রাহ্মণ হোক, বৃষকেতু আমি,
পিতামাতা হোন অন্তর্যামী ;

করাতে দুখান হই, অন্নেতে মিশিয়া রই,
একেবারে যাই যাব আমি,
সত্য-মুক্ত হোন গৃহ-স্বামী।

বটবৃক্ষ বসে যবে প্রাচীন মন্দিরে
ঝড়ে যদি উপাড়য়ে তারে,
তার মূলে বাঁধা যারা একসঙ্গে পড়ে তারা,
ঝাড়েবংশে আসি একেবারে,
সেইরূপ পড়িব সংসারে।

করিয়াছি মনে-মনে এইতো বাসনা
প্রভু-পদে এ মোর প্রার্থনা ;
না মরিলে না পচিলে, শুধু বীজে জল দিলে,
তাহে কোন ফল তো ফলে না :
মরে বাঁচি, এ মোর কামনা।

অশ্রুজল

স্বর্গের শিশিরজল তুই অশ্রুধার।
যবে নেত্রপ্রান্ত দিয়ে পড় তুমি গড়াইয়ে,
দু-কপোলে দুটি ধারা নদীর আকার,
যত মুছে, গড়াইয়া পড় ততোবার ;
যে দেখে হৃদয়-পিণ্ড গলে রে তাহার।

নানা ভাবে ওরে অশ্রু, দেখেছি তোমারে।
উষার শিশিরসম, নিষ্কলঙ্ক-নিরুপম,
শিশুর কোমল মুখে হাসির মাঝারে
দেখেছি মিশ্রিত তুমি ; প্রভাত-আসারে
জড়িত অরুণকান্তি হয় যে প্রকারে।

এ কারণে কোলে করি পরের সন্তানে,
কাঁদায়েছি কতবার ; অশ্রুসিক্ত মুখে তার,
চুম্বি শতবার, শেষে ধরিয়াছি প্রাণে ;
করেছি সান্ত্বনা পুন অশেষ বিধানে।
শিশু-মুখে মিষ্ট তুই, ভাবুকে বাখানে।

দেখেছি নারীর চক্ষে হইলে মানিনী,
অভিমানে উছলিয়া, পড়িয়াছ গড়াইয়া,
প্রণয়-পবিত্র মুখে হয়ে প্রবাহিনী ;
যেন উছলিয়া ধায় প্রেম-কল্লোলিনী ;
অবলার বল অশ্রু জানে তা কামিনী।

অশ্রু রে, দেখেছি তোরে দুঃখীর বদনে ;
বিষম চিন্তার ভারে, অবসন্ন এ সংসারে,
পথ না পাইয়া ভাবে আকুল পরানে,
ফেলে তোরে বিন্দু বিন্দু বসিয়া নির্জনে ;
সে চক্ষে দেখিয়া তোরে কেঁদেছি গোপনে।

অশ্রু রে, দেখেছি তোরে, যবে দীন-জন,
সবলের অত্যাচারে, ধনে-প্রাণে একেবারে
মজিয়াছে, আশা-হত হইয়া যখন
গৃহদ্বার ফেলি, ছাড়ি জনম-মতন
জন্মভূমি, স্থানান্তরে করেছে গমন।

বাল-বিধাবার চক্ষে অশ্রু রে, তোমারে
দেখে যে কেঁদেছি কত, নবোদিত আশা যত
পুতিয়া হৃদয়ে বালা, নানা অত্যাচারে,
গঞ্জনা-লাঞ্ছনা পেয়ে বিষাদ-আসারে
ভাসায়েছে মুখ যবে বসি নিরাধারে!

আহা সে বিহগী বাঁধা লোহার পিঞ্জরে,
পরিশ্রিত, পরভীত, পরের কৃপা-পালিত,
ওরে অশ্রু! নিরদয় লোকের অন্তরে
নাহি দয়া ; তার-তরে কটা নেত্র ঝরে?
তুমি অশ্রু আছ তাই সে যে প্রাণ ধরে।

দেখেছি তোমারে অশ্রু, পাপীর নয়নে।
ঘোরতর অনুতাপে, নিদারুণ মনস্তাপে,
দহিয়াছে প্রাণ যবে সংসার-কাননে :
একা পড়ি বন্দী-প্রায় পাপ-প্রলোভনে,
হাহাকার করি পাপী কেঁদেছে নির্জনে।

সেদিন ভুলিনে আজো ওরে অশ্রু-জল!
যেদিন দুষ্কৃতি স্মরি, শিরে করাঘাত করি,
হতাশ্বাস হয়ে আমি তোরে অবিরল

ঢেলেছিনু, সিক্ত করি বসন-অঞ্চল ;
ভেসেছিল যবে অশ্রু, এই বক্ষঃস্থল!

কিন্তু অশ্রু, ভক্তিভরে যবে ভক্তজনে
পূজেছেন পুণ্যময়ে, সিন্ধু যথা চন্দ্রোদয়ে,
প্রাণসিন্ধু উচ্ছলিত হয়ে শুভক্ষণে,
দুই প্রান্তে দুটি ধারা বহেছে নয়নে,
কখনো সে শোভা যেন না ভুলি জীবনে।

দুঃখীর বান্ধব তুমি দীনের সহায়,
এইতো লোকে প্রচার, কিন্তু রে অন্যথা তার
দেখি তথা, যথা সাধু দেখিয়া তাঁহায়
ভাবের সাগরে ডুবে হৃদয় জুড়ায় ;
ফেলি তোবে অপরের নয়ন ভাসায়।

দুঃখ-সুখে মম বন্ধু তুমি নেত্র-বারি!
থেকো সদা নেত্রে মোর, যেন রে অভাবে তোর,
নীরস না হয় প্রাণ ; যেন দিতে পারি
অশ্রু, তোরে পরদুঃখে ; যবে রে তাঁহারি
পাশে বসি, মুখ মোর ভাসাও সঞ্চারি।

প্রেমধারা! থাক সদা আমার নয়নে ;
পরান পাষাণ মোর, যদি রে কৃপাতে তোর
আর্দ্র হয়, তবে আমি বাঁচি এ জীবনে ;
তাঁর নামে গলে শিলা, শুনেছি শ্রবণে ;
আমিও গলিয়া যাই, বড় সাধ মনে।

বাসনাষ্টক

প্রথম বাসনা

কবে রে সে দিন হবে, মন-প্রাণ ডুবে রবে,
প্রাণেশের প্রেম-সরোবরে ;
ডুবে-ডুবে সুধা পিব, আপনারে পাসরিব,
জুড়াইব তাপিত অন্তরে।
প্রেমে ডুবি প্রেমে ভাসি, প্রেমে কাঁদি প্রেমে হাসি
প্রেম হবে চক্ষের কজ্জল ;

প্রেম হবে গৃহদ্বার, প্রেম ঢাল-তরবার,
প্রেম হবে বিপদে সম্বল।
প্রেমেতে করিব বাসা, প্রেম মোরে দিবে ভাষা,
প্রেম মোরে করিবে বাচাল ;
প্রেম-অগ্নি প্রাণে জ্বালি, প্রেমাহুতি দিব ঢালি,
পোড়াইব পাপের জঞ্জাল।
আপন বলিতে আর, কিছু না রবে আমার,
বিকাইবা দেহ-বুদ্ধি-বল ;
স্পর্শমণি প্রাণে পাব, পরশে সুবর্ণ হব,
কবে আশা হইবে সফল!

দ্বিতীয় বাসনা

কবে বসি যোগাসনে, গলবস্ত্রে শ্রীচরণে
ভক্তিভরে করিব প্রণাম ;
অন্তরে খুলিবে আঁখি, মজিব সে রূপ দেখি,
দেখি পাব অপূর্ব আরাম ;
প্রেমভক্তি-উপহারে, অন্তরে পূজিব তাঁরে,
বসাইয়ে হৃদি-সিংহাসনে ;
বাসনা বিলয় হবে, ভক্তিরস উছলিবে,
ধারা মোর বহিবে নয়নে!
ডুবিব গভীর ধ্যানে, মিশাইব দুই প্রাণে,
মিশে যথা তটিনী সাগরে ;
প্রকাশিবে গূঢ় তত্ত্ব, মিলিবে সত্যের সত্য,
অসত্যের মায়া যাবে দূরে।
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যত, কাঁদিয়া জানাব কত,
আশানেত্রে চাব মুখপানে ;
আমি পাপী যাই তরি, সব পাপ পরিহরি,
আছে মোর এ বাসনা মনে।

তৃতীয় বাসনা।

কবে আমি প্রেমদানে, তুষিব জগৎ-জনে,
ভাই বলে দিব আলিঙ্গন ;
আপনি কাঁদি কাঁদিব, কিন্তু যত্নে মুছাইব,
অশ্রুসিক্ত পরের নয়ন।
দূরে যাবে অহঙ্কার, পড়ে রব সবাকার
পদতলে, ভৃত্য-সম হয়ে ;

অপরাধ যাব ভুলি, ভালোবাসা প্রাণ খুলি
দিব সবে, অপমান সয়ে।
যার খরতর শরে, জর্জ্জর হব অন্তরে,
ধেয়ায়িব তাহারি কল্যাণ ;
কাঁদিব তাহারি তরে, পড়িয়া প্রভুর দ্বারে,
হিত চাব বন্ধুর সমান।
ধন-পদ-জাতি যাবে, সকলেই প্রেম পাবে,
হব আমি সকলের ভাই ;
দুঃখী-ধনী নর-নারী, যে ডাকিবে আমি তারি,
দয়াময় এই ভিক্ষা চাই।

চতুর্থ বাসনা।

কবে আমি রিপুদলে, দলি নিজ পদতলে,
স্বর্গরাজ্য স্থাপিব হৃদয়ে ;
বাড়িবে ধৈর্যের বল, হৃদয় হবে নির্মল,
থাকিব না আর ভয়ে-ভয়ে!
সর্প-হস্তে ভেক যথা, প্রলোভনে পড়ি তথা,
বন্দী হয়ে এ চিত্ত রবে না ;
ক্ষণে উঠি, ক্ষণে পড়ি এইরূপ ধড়ফড়ি,
হাহাকার করিতে হবে না।
অনুতাপ-দাবে ঘোর, হৃদয়-কানন মোর,
জ্বলিবে না আর দিবারাতি :
আর সে যাতনা-বশে, সদা না রব বিরসে,
প্রকাশিবে বিশ্বাসের ভাতি।
যাঁর বলে সবে বলী, তাঁরি বলে পদে দলি
রিপুকুলে, হইব স্বাধীন ;
মনুষ্যত্ব লাভ করি বাজাব আনন্দ-ভেরী,
প্রভু মোরে দিন সেই দিন।

পঞ্চম বাসনা।

কবে অসাধুতা দেখি, বিষ-জ্ঞানে মুদে আঁখি,
সেই পথ করিব বর্জন ;
প্রাণান্তে যেতে সে পথে, পারিব না কোনমতে,
সঙ্কুচিত নিজে হবে মন।
অন্যায়ের গন্ধ যাতে, চিত্ত ভয় পাবে তাতে,
হস্ত-পদ গুটায়ে আসিবে ;

অনুরোধ শত-শত,　　　　তর্জন তাড়না কত,
কিছুতে না ল(ও)য়াতে পারিবে।
অধর্মে ভাবিব বিষ,　　　　সাবধানে অহর্নিশ,
জাগি রব হইয়া প্রহরী ;
প্রভুর আদেশ যাহা,　　　　নির্ভয়ে পালিব তাহা,
ভয়-লজ্জা সকল পাসরি।
সুখ-স্বাস্থ্য ধন-মান　　　　না গণিব ; যায় প্রাণ
যাবে, তবু অধর্ম ছাড়িব ;
দুর্বলের বল যিনি,　　　　এই ভিক্ষা দিন তিনি,
আমি পাপী কি আর মাগিব!

ষষ্ঠ বাসনা।

কবে পুণ্যে মোর চিত,　　　　আপনি হইবে রত,
পুণ্য হবে মোর অন্ন-পান ;
সে প্রসঙ্গে সুখ পাব,　　　　অন্য সুখ ভুলে যাব,
পবিত্রতা হবে ধ্যান-জ্ঞান।
পবিত্রতা প্রাণ হবে,　　　　তাতে মন বিহরিবে,
মৎস্য যথা বিহরে সাগরে ;
পবিত্র হবে কল্পনা,　　　　পবিত্র হবে বাসনা,
পুণ্যচিন্তা উঠিবে অন্তরে।
সাধুতা-কবচ পরি,　　　　অধর্মের দুর্গোপরি,
লয়ে যাব পুণ্য সমাচার ;
রব সেই সুবাতাসে,　　　　পক্ষী যথা পূর্ণাকাশে,
খেলি পায় আনন্দ অপার।
পুণ্যে মোর হবে রতি,　　　　ঘুচিবে পাপের মতি,
লাভ হবে দেবের জীবন ;
পান করি সেই সুধা,　　　　মিটিবে প্রাণের ক্ষুধা,
এ বাসনা করুন পুরন।

সপ্তম বাসনা।

কবে আমি অবিরত　　　　খাটিতে রহিব রত,
ভুলে যাব বিশ্রামের সুখ ;
তাঁর প্রিয় কার্য করি　　　　সার্থক জীবন ধরি,
না দেখাব কভু ম্লান মুখ।
তাঁর সেবা যেই করে,　　　　ধন্য মানি সেই নরে,
ধন্য তার দেহ-বুদ্ধি-ধন ;

নব-জন্মে কি বা আর, আছে সুখ এ প্রকার,
অধিকার কি আছে এমন?
দীন-দুঃখী যেই ঘরে, গিয়ে তথা সমাদরে,
দেহ-মন সেবাতে লাগাব ;
ভিক্ষা করি দ্বারে-দ্বারে, বাঁচাইব সে সবারে,
প্রেমদানে হৃদয় জুড়াব।
খাটিয়া পরান পাব, তাঁহারি করুণা গা'ব,
দাস তাঁর হইবে উদ্ধার ;
তার কাজে সব দিব, নিজে কিছু না রাখিব,
এ বাসনা পুরান আমার!

অষ্টম বাসনা

বড় আশা সেইদিন, যবে তনু হবে ক্ষীণ,
প্রাণ-দীপ হইবে নির্বাণ ;
ঈশ্বরের ভক্তগণে, দেখি যেন এ নয়নে,
ডাকি যেন থাকিয়ে সজ্ঞান।
এক পদ পরকালে, এক পদ ইহকালে,
দিয়া যবে দাঁড়াইব দ্বারে ;
প্রভু যেন সেইকালে, অধম তনয় বলে,
পদছায়া দেন হে আমারে।
সেদিন পশ্চাতে চেয়ে, যেন না ব্যাকুল হয়ে,
কাঁদি আমি দুষ্কৃতি স্মরিয়া ;
শত্রু-মিত্র কারু কাছে, অপরাধ-ঋণ আছে,
ভেবে যেন না মরি কাঁদিয়া!
সবার মার্জনা চেয়ে, স্নেহ-আশীর্বাদ পেয়ে,
ভক্তগণ-মাঝে যেন মরি,
শুনিতে-শুনিতে, আঁখি মুদে যেন তাঁরে দেখি,
এ বাসনা পুরান আমারি।

সেন্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ

উঠগো মনিকা মাতা, ওই সিন্ধুজলে
ভেসে যায় প্রাণের সন্তান!
কেঁদ না মা, আর বৃথা কি হবে কাঁদিলে,
প্রাণ তার কঠিন পাষাণ!

পাষাণ না হতো যদি তাহলে ভুলায়ে,
এরূপে কি যায় প্রবঞ্চিয়া?
কেঁদেছ তো বহুদিন, এখন আলয়ে
গিয়ে চল মরিবে কাঁদিয়া।

এরূপে ডাকিছে লোকে, দেখ ভূলুণ্ঠিতা,
মূৰ্চ্ছাগতা মনিকা জননী।
গভীর যাতনা-বশে আজ নিমীলিতা,
প্রাণ বুঝি যায় বা এখনি!

কতক্ষণে উঠি মাতা ভাসে নেত্রজলে,
হায়-হায় কি হল আমার
যাবে যদি একা, মোরে কেন গেল ছলে,
সঙ্গে কেহ রহিল না আর।

করাল দুস্তর ওই নীল অম্বনিধি,
দর্পহারী, প্রচণ্ড, ভীষণ,
কোথা ভেসে গেল পুত্র! রেখ-রেখ বিধি
অভাগীর এই নিবেদন।

যৌবনে উদ্ধত হয়ে না শুনিল কানে,
না গণিল মোর নেত্র-জল ;
এবার ডুবিয়ে পাপে মরিবে পরানে,
কে দেখিবে?—সে যে দূর স্থল।

হা-হা পুত্র অগস্তিন! রক্ত-মাংস দিয়ে
গড়েছে তো তোমার পরান!
কাঁদায়েছ বহু বর্ষ, শেষেতে ভাঙিয়ে
হৃদি মোর, করিলে প্রস্থান!

আমি রে পাপিষ্ঠা বড়, এত নেত্রজলে
পায়শ্চিত্ত হল না কি তার?
আর কত সাজা পাব এ মহীমণ্ডলে?
কবে মোর হবে রে উদ্ধার?

রচিনু অমৃত-পাত্র, না তুলিতে মুখে,
মিশাইল তাহাতে গরল!
আশাতে বাঁধিনু ঘর, ভাবি রব সুখে,
না পশিতে লাগিল অনল।

অশ্রু দিয়া স্বামীধনে যদি বা পাইনু ;
  পুত্রধনে হইনু বঞ্চনা।
মনিকা থাকিবে সুখে, এমন বুঝিনু,
  ইহা নয় বিধির বাসনা ;

হা পুত্র! পাইলে পাখা উড়ি-উড়ি যাই,
  তরিসনে দূর দেশান্তরে!
এ মোর দুঃখের গীত তব পাশে গাই,
  পক্ষপুটে ঢাকি রে তোমারে!

হা পুত্র! সুধীরশ্রেষ্ঠ হয়ে কি শিখিলে,
  শিখিলে না যদি রে বিনয়!
খোয়াইয়া ধনরাশি কি লাভ করিলে,
  পেলে না তো ধর্মের আশ্রয়!

হা পুত্র! করিয়ে আশা পালিনু তোমারে,
  পদে দলে গেলে রে সকল ;
এসেছিনু অশ্রু লয়ে তোদের সংসারে,
  অশ্রু হল শেষের সম্বল।

এদিকে,—দুর্জয় সিন্ধু অট্ট-অট্ট হেসে,
  কূলে আসি করে খল-খল!
তরঙ্গে উঠিয়া রঙ্গে তরি যায় ভেসে,
  অস্টিনের বাড়ে কুতূহল!

কুতূহলে তরি-পৃষ্ঠে বেড়ায় উল্লাসে,
  কারামুক্ত বিহগ যেমন!
যা দেখে আনন্দ তাহে, সবারে সম্ভাষে,
  বন্ধুভাবে করে আলিঙ্গন।

কিন্তু ক্রমে দিন গত, নীল জল-পারে
  রবি ছবি ডুবিবারে যায় ;
আকাশে কালির ছড়া, আঁধার সঞ্চারে,
  গ্রাসে দিক, সাগরে ডুবায়।

বিষাদ-মাখা সে সন্ধ্যা, সব একাকার,
  মিশে যায় অসীমে অসীম!
আকাশ, আঁধার, সিন্ধু, আর চিনা ভার,—
  নীল, নীল, কেবল নীলিম!

এল রাত্রি, অগস্তিন সপ্তর্ষি-মণ্ডলে
রাখি আঁখি এখন ভাবিছে ;
কি ভাবিছে? জানি না তো, কিন্তু গণ্ডস্থলে
ধীরে দুটি প্রবাহ বহিছে!

বুঝিবা ভাবিছে, মার কোমল পরানে,
আর কত দিব বা যাতনা ;
সেই স্নেহ, সে সাধুতা পাব কোন্ স্থানে,
এত ভালোবাসে কোন্‌জনা?

গর্বিত যুবক, সে কি এমনো ভাবিছে?
তবে কেন ফেলিয়া আসিবে?
কার তরে তবে নেত্রে সলিল বহিছে,
একা সে যে, কারে বা বলিবে!

রাত্রি হল, অগস্তিন মুছিল নয়ন,
হেথা নেত্র মুছিলা জননী ;
ফিরে মাতা, যায় পুত্র চিন্তায় মগন,
ধায় কক্ষে হাসিয়া অবনী।

ভাইবোন

১

শোন্-শোন্ বোন আমি নিজে নৌকা বেয়ে
ভাবিয়াছি গাঙ হব পার ;
আর একজন চাই, তুই কিন্তু মেয়ে,
হবি কিলো সঙ্গিনী আমার?

২

হই মেয়ে, আমি যাব, ভাই-বোনে মিলে
বেয়ে যাব যত শক্তি আছে!
তুমি হাল ধরো, আমি যাব দাঁড় ঠেলে
হয় হবে যা কপালে আছে।

৩

তবে যদি যাবি বোন, বাঁধ্‌লো কোমর ;
টেনে পর হাতের বলয়,

এলোচুলে বেণী বাঁধ্, হাতে দাঁড় ধর,—
এ কাজেতে বীর হতে হয়।

৪

রাখ্-রাখ্ ছেলেখেলা পুতুলের বিয়ে,
হাতা-বেড়ি ফেলে আয় তবে ;
থাকে যারা, থাক্ তারা এ সকল নিয়ে,—
ওরে হাবি! এ সবে কি হবে?

৫

কেমন নদী-জল তক-তক খেলে,
দেখ্ চেয়ে উৎসাহ বাড়িবে ;
ভেবে দেখ্ পারিবি কি যেতে দাঁড় ঠেলে,
মাঝপথে গিয়ে কি কাঁদিবে?

৬

ধিক্-ধিক্ নারী-জন্ম বৃথা তবে ধরি,
একা ভাই যদি ভেসে যায়!
দাঁড়া দাদা, চুলগুলো বাঁধি ভালো করি,—
দেখি আজ কে বা কত বায়!

৭

বেঁচে থাক্, বোন বটে, চল্ দুইজনে
পাড়ি দিব হরিধ্বনি করি ;
তরণী নাচায়ে যাব হরষিত মনে,
হেসে-খেলে আসিব লো ফিরি।

৮

বলিয়া বাহির হল সে দুই বালকে,
নদীবক্ষে ভাসাইল তরি ;
ভাই দাঁড়াইল হালে, তরির মস্তকে
ভগিনী বসিল দাঁড় ধরি।

৯

মোচার খোলার মতো ছোট নৌকাখানি,
যায় যেন নাচিয়া-নাচিয়া!
অকূল সমুদ্র-গাঙ কিরূপে না জানি
ভাই-বোনে উঠিবে ঠেলিয়া।

১০

তাদের সে চিন্তা নাই, হেসে-খেলে যায় ;
হেনকালে মেঘের উদয় ;
দেখিতে-দেখিতে মেঘ পূর্বদিক ছায়,
জলস্থল অন্ধকার-ময়।

১১

ভাই বলে মাঝগাঙে বিপদ বাধিল ;
বল্ বোন, এখন কি করি?
বোন বলে, সে কি দাদা, সাহস কি গেল?
বেয়ে চল যাই ত্বরা করি।

১২

বলি ঝপাঝপ্ দাঁড় ফেলে সে বালিকা,
বলে হাল রেখো সামালিয়া ;
এক শিশু কর্ণধার, অপর নাবিকা,
তাহে বায়ু আসিছে ডাকিয়া।

১৩

ঈশানে উঠিল বায়ু হুহুঙ্কার করে,
'ঝিঁকে মার'—বলিছে ভগিনী ;
বায়ু-সঙ্গে নদী-অঙ্গে তরঙ্গ সঞ্চরে ;
আছাড়িয়া পড়িছে তরণী।

১৪

কর্ণধার বলে, 'বোন, সামাল-সামাল,
ভাই-বোনে এইবার মরি।
বোন বলে, ভয় নাই, ধরে রেখ হাল,
এ বিপদে রাখিবেন হরি'।

১৫

ঝপাঝপ্ দাঁড় পড়ে, তরি নেচে চলে ;
পরপার আসিছে নিকটে ;
ডোবে বুঝি নৌকাখানি অগাধ সলিলে,
চূর্ণ হয় ঝড়ের দাপটে।

১৬

যা হোক্, শেষেতে তরি কিনারা পাইল ;
ভাই-বোনে লাফ দিয়া পড়ে ;

দড়ি দিয়ে তরিখানি গাছেতে বাঁধিল ;
আর ভয় নাই জল-ঝড়ে।

১৭

এইরূপে জ্ঞান-ভক্তি একত্রে মিলিয়া,
মন-তরি যদি যায় লয়ে,
তবে তো এ ভব-ঘোরজলধি তরিয়া,
যেতে পারি ব্রহ্ম-পদাশ্রয়ে।

১৮

এইরূপে যদি. বঙ্গ রমণী-সমাজ
পুরুষের হন সহচরী,
তবে সিন্ধু-সম ঘোর সংস্কারের কাজ
অনায়াসে সাধিবারে পারি ৷৷

প্রভাতের ফুল

"কোন ফুলের সৌরভ, নিতাই রে
এনে জগৎ মাতালি রে?"

নিশা অন্তে দিক-দশ ধীরে প্রকাশিছে ;
তরু-পত্রে নীর-বিন্দু নোলোক দুলিছে ;
প্রভাত সমীর বহিতেছে ধীর,
কাঁপায়ে পল্লব, সেই অভিনব
শিশির-মুকুতা-বিন্দু ধরাতে ফেলিছে ;
পশিয়ে রহস্য-কথা পাখিকে বলিছে ;
তাই পাখি জাগিয়া উঠিছে।

তরু-শৃঙ্গে, গুল্ম-মাঝে, ধরার কোটরে,
উচ্চে-নিচে, তলে, পাখি যে যথা বিহরে,
পবননিঃস্বনে, মেলিয়া নয়নে,
উষার প্রকাশ, প্রকৃতির হাস
দেখিয়া, নবীন সুখে ভাসিয়া অন্তরে,
ঢালিছে আনন্দ-ধারা মধুর সুস্বরে ;
প্রতি-ধ্বনি বিশ্বচরাচরে।

দু-শাখে দু-পাখি বসি দুটি স্বর তুলি
উতর গাইছে যেন হয়ে কুতূহলী ;

কেহ বলে আয়,   কেহ ডাকে তায়,
বলিয়া বিহঙ্গ যেন, উড়ে যায় চলি!
উড়িয়া সঙ্গিনী তার ধরি অন্য কলি।
পাখিদের কুঞ্জে হুলা-হুলী।

হেনকালে ভৃঙ্গরাজ মেলিল নয়ন ;
সঘনে কাঁপায়ে পাখা, মধুর নিঃস্বন
করিয়া উড়িল ;   কাননে চলিল ;
পাখির সংগীতে   যেন সুর দিতে
এল অলি, গুন-গুন রব বিমোহন!
কত কুঞ্জ ফেলি ভৃঙ্গ করিছে গমন ;
কোন স্থানে নাহি বসে মন।

ওই যে শিশির-বিন্দু তরুপত্রে দুলে,
প্রকৃতির ভক্তি-অশ্রু তাতে নাহি ভুলে ;
একমনে ধায়,   ফিরে নাহি চায়,
পাখিদের গানে,   নাহি লয় কানে,
কত তরু কত কুঞ্জ যায় অবহেলে ;
শাখে বসি পাখি ভাবে কোথা ভৃঙ্গ চলে ;
ভৃঙ্গ কিছু ভাঙিয়া না বলে।

তরু এক, শাখা-বাহু চৌদিকে প্রসারি
ছিল বনে, দীর্ঘাকৃতি, তরু-দর্প-হারী ;
ডাকিল ভ্রমরে,   বলে—"মমোপরে
শত-শত পাখি   বসি হয় সুখী,
কোথা যাস ভৃঙ্গ? বোস্ এ শাখে আমারি ;
তো-সম সহস্র জীবে স্থান দিতে পারি।"
ভৃঙ্গ গেল বারেক নেহারি।

লতা ছিল বনপাশে, নব-কিশলয়ে,
নব-পত্রে, নব-পুষ্পে, সুসজ্জিত হয়ে ;
সে বলিল ;—"অলি! কোথা যাও চলি?
আতিথ্য আমার   লও একবার,
লতা-কুল-শ্রেষ্ঠ আমি, আমার আলয়ে,
বসো দেখি, চিরদিন রবে তৃপ্ত হয়ে ;
ভৃঙ্গ তারে দেখিল না চেয়ে।

মধুহীন ফুল তার ভৃঙ্গ তাহা জানে,
তাই অলি বসিল না ঘৃণাতে সেখানে ;

গুনগুন স্বনে   আপনার মনে,
গাইতে-গাইতে   যাইতে-যাইতে,
সবারে ফেলিয়া গেল ; সবে অপমানে,
গর্বিত বলিয়া ভৃঙ্গে সে বনে বাখানে ;
ভৃঙ্গ তাহা নাহি লয় কানে।

শেষে দেখ তরুতলে ছিল ক্ষুদ্র লতা,
খর্বাকৃতি স্থূল-পত্র ; তাহার বারতা,
কে রাখে সে বনে? একাকী গোপনে,
আপনা লুকায়ে থাকে নীরবে
নীচ বলে কোন তরু নাহি কহে কথা!
দৃষ্টি-মাত্র ভৃঙ্গ-রাজ উতরিল তথা,
নামি স্তুতি আরম্ভে সর্বথা।

ভৃঙ্গরাজ-পান-পাত্র-সম পুষ্প তার ;
ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহে পূর্ণ সুধাভার ;
গন্ধে সুবাসিত,   বন আমোদিত,
যে পায় আঘ্রাণ   মুগ্ধ তারি প্রাণ,
তাই ভৃঙ্গ ছাড়াইতে পারিল না আর :
তাই সে পড়িল বাঁধা চরণে তাহার ;
তাই স্তুতি করে বার-বার!

গন্ধে আমোদিত ভৃঙ্গ প্রদক্ষিণ করে,
নানা ছন্দে স্তুতিগীত গাইয়া সুস্বরে ;
পাখা কাঁপাইয়া,   ঘুরিয়া-ঘুরিয়া,
বলে "তরুকুলে   এ সুন্দর ফুলে
যে ধরেছে, সেই শ্রেষ্ঠ এ বন-ভিতরে ;
লোকে না চিনুক লতা, চিনেছি তোমারে,"
বলি ভৃঙ্গ বসে পুষ্পোপরে।

কি ফুল সে ফুল ভাই, যাহার সুবাসে,
মানব-কানন পূর্ণ! সে ফুলের আশে,
পিয়াসী ভ্রমর-   সম, কত নর
ভ্রমে অন্বেষিয়া,   কাঁদিয়া-কাঁদিয়া,
কোথা সে লুকানো স্থান?—যথা তরুপাশে
আছে লতা, গন্ধ যার, মিশিয়া বাতাসে,
প্রাণ-মন ভরিছে উল্লাসে!

কোথা সে ভকত সাধু প্রেমিক সুজন,
প্রাণ-পাত্রে ভক্তি-সুধা ভরিয়া যে জন
আপনা লুকায়ে, আছে দীন হয়ে,
গেলে যাঁর পাশ প্রাণের পিয়াস
জনমের তরে মোর হবে নিবারণ ;
জনমের মতো মোর ঘুচিবে রোদন?
তত্ত্ব পেলে করি রে গমন।

প্রভাতের ফুল-সম ভকতি কোমল,
কোন্ বনে, কোন্ পুষ্পে, ফুটিয়া বিমল
স্বর্গীয় সুবাসে, পুরিয়া বাতাসে,
সাধকের চিত করে অপহৃত ;
ভুলায় সংসার-আশা করিয়া বিহ্বল?
আমি ভৃঙ্গ পিপাসিত, আমি রে চঞ্চল,
বল কোথা সেই তরুতল?

ধর্মের কাননে তরু আছে বহুজনা,
উন্নত-মস্তক, শ্লাঘে সতত আপনা ;
সে দাম্ভিক-পাশে বৃথা মধু-আশে,
কি হইবে গেলে, সে সবারে ফেলে?
তাই আমি ধাই সদা, হয়ে অন্যমনা ;
তাহার উন্নত শৃঙ্গে পরান বসে না ;
সুধা পিব এ মনে বাসনা।

সুধা-ধনে ধনী যেবা, সে কিরে ডাকিয়া,
বলে ভৃঙ্গে, আয় অলি? থাকে লুকাইয়া ;
সুবাসে তাহার হয় রে প্রচার ;
ভৃঙ্গ দলে-দলে, সেইদিকে চলে ;
যেবা যায় সেই পায়, নীরব হইয়া
সেই বসে, বসি রসে যায় যে ডুবিয়া।
স্থিতি-গতি উভয় ভুলিয়া।

স্থিতি-গতি ভুলে আমি বসিব কেমনে,
ডুবিব অপূর্ব মধু-রস-আস্বাদনে?
সদা বুলে-বুলে বসি ফুলে-ফুলে
মধু-আহরণে, কাটাব জীবনে,
তরু-কর্ণে প্রেম-গীত গাইয়া সুস্বনে ;
দিবস কাটিয়া যাবে প্রেম-আলাপনে ;
এই আশা পূরিবে কেমনে!

সুখ

দেখিনু বিচিত্র কিবা হিমাদ্রির কোলে,
তরুকুঞ্জে বেষ্টিত ভূধর ;
সুরম্য কান্তার কিবা, দেখি নেত্র ভোলে,
কত পাখি গাইছে সুস্বর।

পথ হারাইয়া তথা গিরি নির্ঝরিণী
বনে-বনে ঘুরিয়া বেড়ায় ;
স্ফটিক-সমান স্বচ্ছ কল-নিনাদিনী
পরশিলে শরীর জুড়ায়।

বসেছি সে জলপার্শ্বে উপল-আসনে,
স্থির-দৃষ্টি রাখি সে সলিলে ;
শুনি-শুনি ডুবিয়াছি পাখির সুস্বনে,
ডুবে-ডুবে ভুলেছি অখিলে।

কিন্তু সে উপলে বসি হিম-গিরিবরে,
আঁখি ফেলি ভাবিয়াছি যবে,
এ কি গিরি! কে তুলিল এ হেন ভূধরে,
কতদিন উঠিল এ ভবে!

ধরিয়া কল্পনা-পাখা উড়েছি আকাশে,
অতীতের আঁধার পশেছি :
সৃষ্টির আদিতে গিয়া বিধাতার পাশে,
সৃষ্টি-কার্য দেখিতে বসেছি।

যখন তরল বহ্নি ঘুরিতে-ঘুরিতে,
কালবশে হইল শীতল ;
ক্রমে ধরা প্রকাশিত, সে অগ্নি-রাশিতে
ক্রমে দেখা দিল জল-স্থল।

অন্তরে উত্তাপ পূরি প্রকাশে মেদিনী,
তাপে হৃদি উঠে উছলিয়া ;
উছলিত হৃদি তার—অপূর্ব কাহিনী,—
ডাকে লোকে পর্বত বলিয়া।

ভাবিতে-ভাবিতে চিত্ত ডুবেছে বিস্ময়ে,
কত যুগ দেখেছি স্বপনে ;

অদ্ভুত-অনন্ত শক্তি দেখি ভূত-চয়ে
কি আনন্দ পাইয়াছি মনে!

যবে এ সামান্য হস্তে দীনের নয়ন
মুছায়েছি, আপনি কাঁদিয়া,
বিমল আনন্দ কিবা পেয়েছি তখন,
অশ্রু-সনে অশ্রু মিশাইয়া।

প্রেমের অপূর্ব সুখ পেয়েছি জীবনে,
হৃদয়েতে ঢেলেছি হৃদয় ;
যেখানে আনন্দ বহে নয়নে-নয়নে,
যথা হয় প্রাণে-প্রাণে লয়।

কিন্তু রে সে সুখ কেবা বর্ণিবারে পারে,
আমি যবে আপনা পাসরি,
ডুবেছি ঈশ্বরে দেখি হৃদয়-আগারে,
মন-প্রাণ সুধা-সিক্ত করি?

যে জন ডুবেছে সেই সুখ-পারাবারে
সেই শান্তি পেয়েছে যে প্রাণে,
কি ছার ইন্দ্রিয়-সুখ লাগে কি তাহারে,
সে কি থাকে তাহার সন্ধানে?

নবীন ভানুর নব-তরল-কিরণে
খেলি-খেলি যে পাখি বেড়ায়,
আর কি নামিতে চায় এ ধরা-ভবনে,
রোগ-শোক-ঝটিকা যথায়?

নয়ন ভরিয়া আলো সে যে পান করে,
বায়ু-স্রোতে করে সঞ্চরণ ;
বিমল অনিল-স্রোত সব দুঃখ হরে ;
পায় সে যে নূতন জীবন।

প্রেমের মিলন

জাতিতে কৈবর্ত, নাম মহেশ সর্দার,
মাছ ধরে, ভূমি চষে খায় ;
পিতা-মাতা ভাই-বন্ধু সব গত তার,
পত্নী-মাত্র সহায় ধরায়।

দুজনে গাঙের পাড়ে একা ঘর করে,
দুঃখ-অন্ন সুখের করিয়া;
মহেশ লাঙল চষে; প্রসন্ন অন্তরে
সৌদামিনী দেয় নিড়াইয়া।

সবল পুরুষ সেই বিশাল উরস,
বাহু স্থূল বজ্রের সমান;
প্রসন্ন প্রফুল্লচিত্ত সাহসী সরল,
মুখ দেখে সুখী হয় প্রাণ!

যেমন পুরুষ সেই, তেমনি সে নারী,
সুস্থ দেহ, সবল শরীর;
কৃষ্ণকায়, তবু কান্তি দেখি মনোহারি,
আলো যেন করেছে কুটির!

শ্রমে কেহ ক্লান্ত নয়, খাটে পাশাপাশি;
সুখে কাটে খাটিয়া সময়;
দুজনে বেগুন তুলে, আর হাসি-হাসি
প্রণয়েতে কত কথা কয়!

গোধন চরায় আর দুইজনে গায়,
কণ্ঠে কণ্ঠ হরিষে মিলায়ে;
কপোত-কপোতী যেন বেঁধেছে কুলায়,
গায় গীত উভয়ে কুলায়ে।

অল্প ভূমি চষি যাহা করয়ে সঞ্চয়,
সুখে চলে তাতেই সংসার;
দুজনে দুমুষ্টি খেতে কতই বা ব্যয়!—
হৃষ্ট-চিত্ত তাই অনিবার।

আসিল অকাল ঘোর দেখ কিছুদিনে;
হাহা রব দেশেতে উঠিল;

কত যে মরিল প্রজা কে বা তাহা গনে!
ধনে-প্রাণে গরিব মজিল।

মহেশ করিয়ে ঋণ মহাজনপাশে,
কোনরূপে তরিল দুস্তর;
ভাবিল করিবে শোধ পরের বরষে,
সে সাহসে বাঁধিল কোমর।

কিন্তু রে দৈবের গতি কে বলিতে পারে,
রোগে তাহে ধরিল আষ্টে-পিষ্টে ধরে।
পড়িয়া রহিল ক্ষেত, কে বা দেখে তারে,
সৌদামিনী শুশ্রূষা লইয়া।

আপনি স্ত্রীলোক সেই কোদাল ধরিয়া,
যাহা পারে বুনিল ফসল;
তাই বেচে কোনরূপে দেয় চালাইয়া;
পতি-সেবা করিছে কেবল।

উঠিল মহেশ; কিন্তু ঋণেতে ডুবিল;
একা আর সামালিতে নারে;
ওদিকে দারুণ ধনী ধরিয়া বসিল,
মায়া-দয়া নাহি সে অন্তরে।

একদিন ক্ষেতে একা খাটিছে মহেশ;
সৌদামিনী আছে পাকশালে;
আসিয়া ধনীর লোক ধরে তার কেশ,
ভাবে টাকা দিবে তাহা হলে।

উঠিল নারীর স্বর "রাখ-রাখ" করি;
নিমেষেতে ছুটিল মহেশ;
কুপিত সিংহের সম তার গলে ধরি,
দিল শিক্ষা তাহারে বিশেষ।

শুনিয়া কুপিল ধনী, বলে কারাগারে
পাঠাইব, দিব প্রতিফল ;
বলিয়া নালিশ করে গিয়ে রাজদ্বারে,
মহেশের কি আছে সম্বল।

অবলা কাঁদিয়া পড়ে সে ধনীর পায়;
বলে,—"দয়া কর দুঃখী বলে;

সর্বস্ব বেচিয়া দেনা করিব আদায়,
করে, যাব অন্য দেশে চলে।”

সুদখোর ধনী, সে যে কঠিন পরান,
অবলার অশ্রু না গণিল ;
হেসে ফিরাইল তারে হইয়ে পাষাণ,
মহেশেরে কয়েদে ফেলিল।

কারাদণ্ড হল তার ছয় মাস তরে,
বন্দী করে লইল জেলায়;
কোথা থাকে সৌদামিনী,—বিরস অন্তরে,
বেচে-কিনে চলিল তথায়।

মহেশ রহিল জেলে, সে থাকে বাজারে,
নিত্য-নিত্য দেখিবারে যায় ;
কঠিন রক্ষক দ্বার ছাড়েনাকো তারে,
দ্বারে বসি কাঁদিয়া কাটায়।

তিনদিন কাঁদে, শেষে সাহেব দেখিল ;
দয়া করে হইল আদেশ ;
সৌদামিনী মৃতদেহে পরান পাইল,
কারাগারে করিল প্রবেশ।

তদবধি নিত্য-নিত্য ফলমূল আনি,
পতিপাশে করায় আহার :
দেখিয়া পত্নীর মুখ স্নিগ্ধ হয় প্রাণী
কারা-দুঃখ লাগে না তাহার।

প্রভাতে গৃহস্থ-ঘরে খাটে সৌদামিনী,
দ্বিপ্রহরে আসে কারাগারে ;
থাকিয়া দু-তিন ঘণ্টা হইয়া সুখিনী,
পুন যায় আপন আগারে।

একদিন দ্বিপ্রহর হইল অতীত,
সদু আর জেলে তো আসে না;
বাড়ে বেলা, মহেশের পরান কম্পিত,
আর মন কিছুতে বসে না।

উঠে, বসে, পথ চায়, জিজ্ঞাসে সবারে,
উপহাস করি সবে যায়;

কি করে, তাহার তত্ত্ব কে দেয় তাহারে,
দুই নেত্রে সলিল গড়ায়।

সদু-সদু প্রাণ তার, ওই সদু আসে।
আস্তে-ব্যস্তে বাহিরে তাকায় ;
কই সদু! ও কে নারী?— তাহারে জিজ্ঞাসে,
মাথা নেড়ে অন্যদিকে যায়।

গগনে গড়ায় বেলা ; পরানে বিষাদ,
প্রতিক্ষণ পথ চেয়ে কাটে ;
মনে তোলা-পাড়া কত, না পেয়ে সংবাদ,
অদর্শনে প্রাণ-পিণ্ড ফাটে।

সন্ধ্যাতে সংবাদ এল মরে সৌদামিনী,
বিসূচিকা ধরেছে বাজারে;
দেখাও পতিরে বলে কাঁদিছে কামিনী;
অনুরোধ করিছে সবারে।

ছটাক বারির তরে পড়িয়া গোঁঙায়;
কে বা তার মুখে দেয় জল?
যারে দেখে করজোড়ে যাচিছে সবায়,—
'ডেকে দেও', 'ডেকে দেও', মুখেতে কেবল।

পথে যায় বৃদ্ধা এক; কাঁদিয়া তাহারে
বলে,—'দিদি ফলমূল লয়ে,
খা(ও)য়াইয়া এসো গিয়ে তারে কারাগারে,
বলে এসো—"যায় সে চলিয়ে"।'

শুনিয়া উন্মত্ত-মতো ছুটিল মহেশ,—
লৌহ-দ্বার, নাহি সে গণনা;
দেখে দ্বার খুলে মাত্র করিছে প্রবেশ
জল লয়ে ভৃত্য একজনা।

জ্ঞানশূন্য হয়ে বেগে যায় বাহিরিয়া;
রক্ষী এক আছিল সেখানে,
কয়েদি পালায় দেখে আসিল ছুটিয়া,
শিরে তার লৌহ-দণ্ড হানে!

সজোরে হানিল দণ্ড, ছিন্ন তরু-সম
বিচেতন পড়িল ভূতলে;

প্লাবিত রুধিরে ভূমি, এ কিরে বিষম!
একদণ্ডে প্রাণ গেল চলে।

মৃতদেহ বহে পুন লয় কারাগারে,
সৌদামিনী ও দিকে গোঙায়!
"ডেকে দেও, ডেকে দেও" বলে বারে-বারে,
কেঁদে ধরে সকলের পায়।

ক্রমেতে চৈতন্য তারো মিলাইয়া যায়;
দেহলতা ধুলাতে রহিল;
কোথা ধনী, কোথা জেল, কোথা ঋণ-দায়,
আত্মাদুটি শূন্যেতে মিলিল।

জল-ঝড়ে

১

"কে তোরা ডাকিস দ্বারে হেন বারে-বারে,"
জিজ্ঞাসে গৃহস্থ এক গৃহমধ্য হতে;
অমনি শিশুর স্বর উঠিল আবার,
"দ্বার খোল, দ্বার খোল, পারি না দাঁড়াতে"।

২

দ্বার খুলে দেখে দুটি শিশু অসহায়,
জলে ভিজে শীতে কাঁপে দাঁড়াতে না পারে;
শতকুটি ছিন্ন বস্ত্র তাহাদের গায়,
শুখায়েছে মুখদুটি যেন অনাহারে।

৩

'কার ছেলে তোরা হায়, এ ঘোর আঁধারে,
কাঁপিয়া অনাথা-প্রায়, দাঁড়ায়ে এখানে?
কোথায় তোদের ঘর? চাস তোরা কারে?
বল, লোক দিয়ে আমি পাঠাই সেখানে।'

৪

দয়ালু গৃহস্থ সে যে, কাঁদিল পরান,
দেখিয়া তাদের মুখ; একটি বালিকা,

বয়ঃক্রম বুঝি সাত; অপর সন্তান,
চারি বৎসরের ছেলে,—কমল-কলিকা।

৫

"হায় রে, কাদের ছেলে এমন সুন্দর,
পথের ভিখারি করে কে দিল ছাড়িয়া!
আয়-আয় ঘরে আয়, বস্ত্র দিই পর,"
বলিয়া গৃহস্থ উভে লইল ডাকিয়া।

৬

শিশুদুটি বস্ত্র পেয়ে শীত নিবারিল;
গৃহস্থের কন্যাগণ চৌদিকে বেড়িয়া
জিজ্ঞাসে; কন্যাটি দুঃখে ফুলিতে লাগিল;
ছেলেটি ভুলিল আহা আহার পাইয়া।

৭

কন্যা বলে, "ওগো মাতা পড়িয়া শয্যায়,
ও পাড়ায় গিয়াছিনু ঔষধের তরে;
না হল ঔষধ, পথ ভুলিয়া হেথায়
এসেছি, কিরূপে পুন ফিরে যাই ঘরে?

৮

জননী বিধবা নন, কিন্তু পিতা মোর
বড়ই মাতাল, আজ দুই মাস হল,
কোথায় গেছেন;—রাত্রি ক্রমে হল ঘোর,
পায়ে পড়ি, মার কাছে কিসে যাই বলো।

৯

থাক্‌গো খাবার, হায় বুঝি মা আমার
এতক্ষণে একা পড়ে জলে-ঝড়ে মরে!
এইদুটি ভিন্ন মার কেহ নাই আর,
উঠিবার শক্তি নাই, কে বা তাঁকে ধরে।

১০

ওগো মোরা ভিক্ষু নহি, কায়স্থের ঘরে
জন্মিয়াছি; কিন্তু আছি হাড়ির সমান;
হায়গো দুঃখের কথা, পিতার অন্তরে
দয়া-মায়া নাই, মদে করেছে পাষাণ।

১১

পায়ে ধরি, কথা থাক্, দাও পথ বলে,
মা আমার এতক্ষণে বুঝি মারা যায়;
বলিতেছ ঘরে যাস রাত পোহাইলে,
মাকে যে দেখিতে আর পাবনাকো হায়।"

১২

বলিয়া বালিকা কেঁদে অধীর হইল;
গৃহস্থ সান্ত্বনা করে আশ্বাস-বচনে;
অবশেষে দুইজনে সঙ্গেতে লইল,
সেই রাত্রে যায় লয়ে তাদের ভবনে।

১৩

তারাও বাহির হল, অমনি গগনে
ঘর্ঘর মেঘের ধ্বনি গরজে হুঙ্কার;
গুম্-গুম্ রবে বায়ু কাঁপায় ভুবনে,
ঝম্-ঝম্ রবে বৃষ্টি মুষলের ধার।

১৪

সেই জলে সেই ঝড়ে গৃহস্থ সুজন,
ছেলেটিকে কোলে করে হাতাড়িয়া যায়;
কন্যাটি কাপড় ধরে কাঁপে ঘনঘন,
প্রতি পদে খানা-খন্দে পড়ে-পড়ে যায়!

১৫

হাতাড়ে-হাতাড়ে শেষে আসিয়া পৌঁছিল;
হায়রে সেঘর কবি বর্ণিবে কেমনে?
দেখিয়া গৃহস্থ মনে কতই কাঁদিল;
আঁধারে গোঁঙায় মাতা শুনিল শ্রবণে।

১৬

ছেলেদুটি নিরুদ্দেশে মা-মা বলে ডাকে,
"এসেছ মা" বলে ক্ষীণস্বরে উত্তরিল;
কন্যাটি হাতাড়ে শেষে স্পর্শ করে মাকে,
'এখনো আছিস মারে' বলিয়া কাঁদিল।

১৭

প্রদীপ জ্বালিল; সে কি ভয়ঙ্কর
গৃহস্থের চক্ষে মরি প্রকাশিত হয়!

দ্বার কি গবাক্ষহীন শতছিদ্র ঘর,
কাঁপিছে রমণী, ঘর জলে জলময়।

১৮

সন্তানদুটিকে দেখে মাতার নয়নে
বহিল জলের ধারা; গড়াবে কি হায়!
রহিল চক্ষের জল সেই চক্ষুসনে,
কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু শবাস্থির-প্রায়।

১৯

কন্যার নিকটে তাঁর পেয়ে পরিচয়,
রমণী কাঁদিল কত কৃতজ্ঞতাভরে;
হৃদয়ের কথা তার প্রকাশ না হয়,
বোধহয় এই কথা বলিল অন্তরে—

২০

'কে তুমি ধার্মিকবর গৃহস্থ সুজন,
এত অনুগ্রহ কেন কাঙালের প্রতি?
এই ঝড়ে এ আঁধারে ছাড়িয়া ভবন,
আসিয়াছে কাঙালের দেখিতে বসতি!

২১

বড় হয়ে কাঙালের ছেলে কোলে করি,
এই রাত্রে আসিয়াছে! আমি অভাগিনী,
সাধ্য নাই মনোভাব বলি ব্যক্ত করি
বসিতে আসন দিতে নারে কাঙালিনী।

২২

অধিক বিলম্ব নাই, আয়ু অন্তপ্রায়,
বলিবার সাধ্য হলে, ও চরণে ধরে
বলিতাম; সাধুবর, দিলাম তোমায়
হৃদয়ে ধনদুটি, দেখো দয়া করে।

নবশোক

নামে চিরপরিচিত ছিলে রে মুঙ্গের!
লোকমুখে তব যশ শুনেছিনু ঢের!
দেখা হল, কিন্তু দেখা হল কি কুক্ষণে!
বহু আশা প্রাণে ধরে মানব যৌবনে
পশে যথা, আমি তথা কত আশা ধরি
উঠেছিনু বাষ্প-যানে! সংসার-উদ্যানে
ফুটিল যে-কটি ফুল, পরিপূর্ণ প্রাণে
ডালা সাজাইয়া আমি হাসিতে-হাসিতে,
আনন্দ-তরঙ্গে যেন ভাসিতে-ভাসিতে,
উতরিনু তব-পাশে! দেখিনু বিচিত্র
গিরিরাজি, উপত্যকা, কি সুন্দর চিত্র!
দেখিলাম প্রবাহিনী সুদূর-বিস্তৃত,
গভীর নীরবে ধীরে মৃদু প্রবাহিত;
দেখিলাম দুর্গ তব বেষ্টিত প্রাকারে;
দেখিলাম তরুরাজি নবপত্র-ভারে
শোভাময়; নব-তৃণে শ্যামল প্রান্তর;
দেখিলে উথলে যাহা কবির অন্তর।
দেখিলাম এ সকলি; কিন্তু রে হৃদয়ে
ছিল আশা, ভিক্ষু যথা ধনীর আলয়ে,
যজ্ঞ-দিনে, শেষ হলে ব্রাহ্মণ-ভোজন,
পাতের প্রসাদলোভে করে আগমন,
ছিল আশা, সেইরূপ ভক্তের প্রসাদ
যাহা কিছু পড়ে আছে, মিটাইয়ে সাধ
লব তাহা; আশা ছিল বন্ধুগণ-সনে
করিব ব্রহ্মের পূজা উদ্যানে, কাননে,
গিরিপৃষ্ঠে, নদীতটে; কিন্তু সে বাসনা,
সে বাসনা হায় মোর সফল হল না;
আমার ফুলের ডালা অকালে আঁধার
করি, কাল তুলে নিল ফুলটি আমার!
তখন আমি তো নিজ আঁখিরে বুঝায়ে
রেখেছিনু; অশ্রু মোর রাখিনু লুকায়ে;
কিন্তু প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি মুঙ্গের!
হায়! হায়! কারে বলি, আমার প্রাণের
কি যে হায় প্রিয় কন্যাগুলি। বর্ণি তা কেমনে?

সুখে ভাসি দেখে হাসি তাদের বদনে।
বহু পাপ, বহু কষ্ট, আমার সংসারে,
বহু অনুতাপ; তাই ঈশ্বর আমারে
ভুলাইতে, নিষ্কলঙ্ক, প্রসন্ন, সরল
সঙ্গীগুলি চারিদিকে দিলেন ঘেরিয়া।
হারাব সে ধনে আমি এমন করিয়া,
কে জানিত! চারি দন্তে আধ-আধ হাসি,
আধ ভাষা বর্ণে-বর্ণে যেন সুধারাশি,
কে জানিত "সরোজিনী" এমন মৃণালে
বাঁধা ছিল, কাল যাহা ছিঁড়িবে অকালে!
লইয়া শাককুলে পাখি গ্রামান্তরে
উড়ে গেল; উড়ে-উড়ে তরুর শিখরে
বসি, সবে দুই দণ্ড করিছে বিশ্রাম,
হেনকালে এ কি কাণ্ড, এ কি বিধি বাম
কোমল শাবকে ব্যাধ সহসা মারিল;
বিহঙ্গ-সংসারে ঘোর ক্রন্দন উঠিল;
বিহগিনী কেঁদে-কেঁদে বুলিছে আকাশে;
ছানাগুলি পিতৃক্রোড়ে লুকায় সন্ত্রাসে।
কে জানিত এ দুর্দশা ঘটিবে আমার?
কে জানিত তব নেত্রে বহিবে রে ধার!
আমি কি প্রতিমাখানি গঙ্গার পুলিনে
ভাসাইতে গিয়াছিনু? যা হোক কাঁদিনে
যখন সেদিন আমি, আর কাঁদিব না;
মুঙ্গের! তুমিও ক্ষোভ আর করিও না।
তব দয়া, তব স্নেহ, তব ভালোবাসা
ভুলিব না, এত দিবে ছিল না তো আশা!
কি বলিব প্রিয় পুরী? করি এ প্রার্থনা,
ঈশ্বর করুন পূর্ণ তোমার কামনা।
সুখে থাক, কর সুখী রোগী-শোকীজনে;
এ হতে কি আছে সুখ এ ছার ভুবনে?

বাবা তুমি ঘরে এসো না

(সাত বৎসরের বালক হাত ধরিয়া
সুরামদে মত্ত পিতাকে টানিতেছে)

বাবা গো তোমার তরে,
মা আমার প্রাণে মরে,
তুমি না দেখিলে বাবা কে দেখিবে বল না;
বাবা, তুমি ঘরে এসো না!

সারাদিন গেল বয়ে,
আছি উপবাসী হয়ে,
সুরেন-নবীন কাঁদে, বোঝালে যে বোঝে না;
বাবা, তুমি ঘরে এসো না!

ভিক্ষা চাহিবার তরে,
যদি যাই কারো ঘরে,
সবাই তাড়ায়ে দেয়, কেহ কথা কয় না;
বাবা, তুমি ঘরে এসো না!

মা আমার একা ঘরে,
পড়ে জল-জল করে,
বলেন,—সহে না প্রাণে আর রোগ-যাতনা;
বাবা, তুমি ঘরে এসো না।

দুধ বিনা সারাদিন,
মড়ার মতন ক্ষীণ
হয়ে যে ধুঁকিছে খুকি, কাঁদিতে যে পারে না;
বাবা তুমি ঘরে এসো না!

চেয়ে দেখ একবার,
টানিতে পারি না আর,
মাথা ঘোরে, দাঁড়াবার শক্তি আর হয় না
বাবা, তুমি ঘরে এসো না

চক্ষের জলেতে ভাসি, বিষণ্ণ অন্তরে,
এরূপে ডাকিছে শিশু; বহুক্ষণ পরে
মেলিল পাপিষ্ঠ শেষে আরক্ত নয়ন;
আঁখি মেলে, ক্রোধভরে করিয়ে তর্জন,
কোমল অঙ্গেতে তার করিল প্রহার;

একে সে বালক, তাতে আছে অনাহার,
প্রহার খাইয়া বাছা মূর্ছিত হইল;
ঘুরিয়া পড়িল, দাঁতে কবাটি লাগিল ॥

বাল-বিধবার স্বপ্ন

উঠ, উঠ প্রাণসখি! রজনী পোহাল লো,
অরুণ উদয়।
উঠ সই, আঁখি মেলো, উঠানেতে রোদ এল,
এখনো ঘুমানো বোন উচিত তো নয়।

২

সখীর মধুর ডাকে মেলিয়া নয়ন লো,
চাহিল সুন্দরী!
নিরখি সখীর মুখ উথলিল যেন দুখ,
আসিল নয়নযুগ ছল-ছল করি।

৩

ছল-ছল নেত্রে বালা ফিরিয়া শুইল রে,
কাঁদিতে লাগিল।
যেন রে বিদরে বুক, বালিশে ঝাঁপিয়া মুখ,
ঘন-ঘন বাষ্পভরে কতই ফুলিল!

৪

এ কি সখি! এ কি সখি! কেন তুমি কাঁদ লো
সহসা এমন?
একে তো তোমার তরে আছি বোন প্রাণে মরে,
ওই চক্ষে পুন অশ্রু অসহ্য বেদন।

৫

আমাব প্রাণের সই, কেঁদ না কেঁদ না লো,
বুক ফেটে যায়!
কি কথা পড়িল মনে? ফের সই, মোর সনে
ভেঙে বল, ভেঙে বল, ধরি দুটি পায়!

৬

কাঁদে আর ডাকে সখী আকুল হইয়া রে,
টানে বারম্বার।
পাশ ফিরি কতক্ষণে, উদাস-উদাস মনে,
সখীর বদন-পানে চাহিল আবার।

৭

ফিরে বলে, প্রাণ-সই! অভাগীর তরে লো
কেন কাঁদ আর?
আমি চির-অভাগিনী, তাই কাঁদি একাকিনী,
তুমি কেন পদ্মনেত্রে ফেল অশ্রুধার?

৮

নিশাশেষে আজ সখি! দেখেছি স্বপন লো,
মায়ার ছলনা!
বিধি প্রতিকূল যারে, সুখ-স্বপ্ন দিয়া তারে,
আরো কি যন্ত্রণা দেয়! এ কি প্রবঞ্চনা।

৯

দেখিলাম প্রাণ-সই। যেন কোন বনে লো,
ভ্রমি একাকিনী।
যেন কিছু হারাইয়ে, ভ্রমিতেছি অন্বেষিয়ে,
অস্থির-হৃদয়, সখি, যেন পাগলিনী।

১০

কি ধন সে ধন সখি! জানিনে-জানিনে লো,
কিন্তু তার তরে,
মন-প্রাণ উচাটন, শুধু করি অন্বেষণ,
কাঁদিয়া ভ্রমণ করি কাননে-ভূধরে।

১১

যাহা দেখি তাহা ধরি, ভাবি মনে-মনে লো,
এ বুঝি সে ধন!
ভুলিয়া হৃদয়ে ধরি, পরানে জিজ্ঞাসা করি,
আবার দুরন্ত প্রাণ হয় উচাটন।

১২

পুন যাই পুন চাই, কি জানি কি চাই লো—
বিষম যাতনা!

কভু বসি তরুতলে ভাসি শুধু অশ্রুজলে,
পুন উঠি ভ্রমি বনে কাতর-চরণা।

১৩

হেনকালে কিছু দূরে কি যেন বাজিল লো,
সুললিত স্বরে;
শুনি চমকিল প্রাণ, কি যে সে মধুর গান,
আমারে ফেলিল সখি! পরাধীন করে।

১৪

সত্য-সত্য প্রিয় সখি! কখনো শুনিনে লো
এমন সুস্বর,
যেন প্রাণ কেড়ে লয়ে, নব-রসে মিশাইয়ে,
উড়াইয়ে লয়ে গেল গগন-উপর।

১৫

কি করে বর্ণিব সখি! সে ভাব এখন লো,
না হয় বর্ণনা।
প্রাণের নিভৃত দ্বারে, খুলি যেন একেবারে
ভাব-রাশি, ডুবাইল সকল কামনা।

১৬

পাতাল ফুঁড়িয়া সই, যথা উঠি বারি লো
ধরণী ভাসায়,
পাষাণ হৃদয় হতে, ভাব-স্রোত সেই মতে
উঠে সখি! একেবারে ডুবাল আমায়।

১৭

যাই কি না যাই সখি! দোনামোনা করি লো,
তথাপি চরণ
যেন সেইদিকে টানে, কে যেন আমার কানে
মৃদু-মৃদু বলে—'যাও পাবে সেই ধন।'

১৮

কিছুদুর গিয়ে দেখি পুরুষ-রতন লো,
নবীন সুন্দর।
সুপ্রসন্ন সৌম্যাকৃতি, ভেবে পুলকিত স্মৃতি,
এখনো ভাবিলে ভাব জুড়ায় অন্তর।

১৯

পুরুষ-রতন হেন সহসা আসিয়া লো,
পথ আগুলিল।
লাজে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালেম ভয়ে-ভয়ে,
ভাবিলাম এ অরণ্যে কি দায় ঘটিল।

২০

এমন সুজন সখি! দেখিনে-দেখিনে লো,
বলিলা—"সুন্দরি!
বল কার অন্বেষণে ফিরিছ বিজন বনে
আমি দিব তব ধন এসো ত্বরা করি।"

২১

সখি লো, সে মুখচন্দ্র পরম সুন্দর, সখি,
নয়ন-মোহন;
কিন্তু তাহা হেরে সই! এমত মোহিত নই,
সাধুতা কত যে তাহা না হয় বর্ণন।

২২

আমাকে লইয়া সখি! চলিল সে জন লো,
কি জানি কোথায় ;
মধুর আশ্বাসদানে তুষিলা আমার প্রাণে,
এখনো ভাবিলে সখি! হৃদয় জুড়ায়।

২৩

যাই-যাই কোথা যাই, তাহাতো জানি না লো.
তবু কেন যাই?
ভুলে-ভুলে তাঁর সনে চলিলাম ঘোর বনে,
পর তিনি, তবু যেন পর ভাব নাই!

২৪

অবশেষে উতরিনু এক নব-রাজ্যে লো,
কতক্ষণ পরে।
সে কি রাজ্য, প্রাণসই, তোমারে কিরূপে কই,
পরশে পবিত্র বায়ু জুড়ায় অন্তরে।

২৫

নর-জন্মে হেন রাজ্য ছিল লুকাইয়া লো,
জানি না স্বপনে ;

সুবসন্ত-বিরাজিত তরুলতা-পল্লবিত
নবানন্দ-উচ্ছলিত যেন ক্ষণে-ক্ষণে।

২৬

জীবন পাইয়া যেন জাগিল অন্তর লো,
ভুলিনু সংসার ;
বাক্যসুধা ঢালে কানে, কত তন্ত্রী বাজে প্রাণে,
সুধা-স্রোতে যেন প্রাণ দেয় লো সাঁতার!

২৭

কতই আকাঙ্ক্ষা জাগে বর্ণে-বর্ণে তাঁর লো,
না হয় বর্ণন ;
এতক্ষণ খুঁজি যাহা ভুলিয়া গেলাম তাহা,
আপনা পাশরি তাঁতে হইনু মগন।

২৮

অবশেষে হাসি বলে পার কি চিনিতে লো,
আমি যে সে ধন ;
আমার কণ্ঠেতে ভর করে হও অগ্রসর,
আমি ধন্য তব ভার করিয়ে বহন।

২৯

যেমন লতিকা প্রেমে উঠে তরুবরে লো,
দাঁড়াবার তরে ;
ওই বাহুলতা দিয়া এই বাহু আলিঙ্গিয়া,
নির্ভয়-অন্তরে চল এ ঘোর প্রান্তরে।

৩০

কি বলিব প্রিয় সই, আশ্চর্য দেখিনু লো,
পরান আমার
তখনি চিনিল তাঁরে, চিনি মাত্র একেবারে
বলিয়া উঠিল যেন—"পেয়েছি এবার"।

৩১

"পেয়েছি এবার" বলে উঠিব যেমন লো,
ধরি তাঁর কর,
অমনি ডাকিলে সই! সে বন-নিকুঞ্জ কই?
কই সে পুরুষ-নিধি সৌজন্য-সাগর?

ব্রহ্ম-মন্দির

১

বিজয়-নিশান তুলে,
আনন্দ-বাজার খুলে,
কোথা হতে এলে তুমি অমৃতের ঘর হে!
তোমাকে দেখিলে কেন জুড়ায় অন্তর হে?
মাদৃশ পাপীর তরে,
দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে,
দীন-হীন ভিখারিতে তোমাকে যে তুলিল,
কি মধুর প্রেমরাজ্য প্রকাশিত হইল!

২

দয়াময় নাম-গান
করিয়া জুড়াব প্রাণ
বলে কি মন্দির! তুমি নিজ দ্বার খুলিয়া,
বসিলে সহাস্যমুখে জয়-কেতু তুলিয়া?
অনাথ সন্তানগণে
স্থান দাও শ্রীচরণে,
বলে সবে এতকালে পথে-পথে কাঁদিনু,
তাই কি মন্দির আজ তোমাকে হে পাইনু?

৩

জয় হে তোমার জয়,
জয় সেই দয়াময়!
যাঁর দয়া প্রচারিতে প্রকাশিত হইলে ;
সহস্র কাতর-জনে নিজকোলে লইলে।
ছিনু মোরা নানাস্থানে,
আহা কি মধুর টানে,
টানিয়া আনিলে তুমি! লোকে ভেবে পায় না,
সংসারের দিকে মন আর কেন ধায় না?

৪

বাল, বৃদ্ধ, নারী, নর,
শুনিয়া তোমার স্বর,
পাগল হইয়া সবে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল ;
যাঁহারা নিদ্রিত ছিল চমকিয়া উঠিল ;

মত্ত হয়ে নিজে ধায়,
অন্যে বলে আয়-আয়,
এ কি চমৎকার কাণ্ড প্রকাশিত করিলে?
এ মধুর ভাব তুমি কোথা হতে আনিলে?

৫

তোমার নিকটে যাই,
কং আনন্দ পাই,
আনিয়া বিলাই ঘরে, যারে দেখা পাই হে।
কি আশ্চর্য! তবু তার কভু ক্ষয় নাই হে।
পিতা-মাতা-বন্ধুগণে
কাঁদেন হতাশ মনে,
তোমাকে মন্দির! তবু ছাড়িতে যে চায় না।
প্রাণ টানে তোমা-পানে, অন্যদিকে যায় না।

৬

হে মন্দির, কার তরে,
এত সুখ পরিহরে
এলাম পাগল হয়ে বন্ধুগণে কাঁদায়ে?
কেন দিনু সব সুখ একেবারে ভাসায়ে?
পিতা হন অপমান,
মাতার অস্থির প্রাণ,
পূর্ণ আমাদের ঘর সবাকার রোদনে ;
এমন নৃশংস কাণ্ড করি কার কারণে?

৭

হৃদয়ে রাখিয়া যারা
যতনে পালিল, তারা
পর হল ; তুমি হলে এমনি আপন হে!
সকল ছাড়িয়া এনু তোমারি কারণ হে!
কষ্ট-শোক পায়ে ঠেলে,
তোমার নিকটে এলে,
পবিত্র মন্দির! তুমি কিবা ধন দিবে হে?
বাহু প্রসারিয়া বুঝি কোলে করি নিবে হে?

৮

ইষ্টক-নির্মিত তুমি,
দেখিতে সামান্য ভূমি,

কি আছে তোমার হেন, প্রাণ যার তরে হে
না হয় সুস্থির কভু, হান-টান করে হে?
যে ধনের আশা দিয়া,
স্নেহ-জাল কাটাইয়া,
আনিলে মন্দির! দাও সেই ধন আনি হে
দেখাই সকলে ; নিজে ধন্য বলে মানি হে।

৯

তোমার আশ্রিত যাঁরা
কেন হে মন্দির! তাঁরা
প্রীতির আস্পদ এত? তাঁহাদিগে দেখিয়া
আনন্দ-রসেতে প্রাণ যায় কেন গলিয়া?
বাজাও বিজয়-তূরী,
স্বর্গ-মর্ত্য যাক পূরি,
মধুর দয়াল নাম বহে যাক পবনে ;
হেন শুভ সমাচার যাক প্রতি ভবনে!

১০

নিজ ধনে ধনী যারা,
সুখেতে থাকুক তারা,
দরিদ্রের বন্ধু তুমি, তাহাদিগে ডাক হে
দরিদ্র লইয়া তুমি চিরকাল থাক হে!
আজি মোরা গুটিকত,
পথের ভিখারি-মতো,
হে মন্দির! তব কোলে রহিয়াছি পড়িয়া
কিন্তু কালে হেন দশা যাবে-যাবে চলিয়া।

বিচ্ছেদে রোদন

সংসারের গুরুভার
সহিতে পারি না আর ;
দুদিক রাখিতে ধর্ম থাকে না বজায়।
জগদীশ! কি হবে উপায়?
বুঝি নাথ! হারাই তোমায়!

মনে-মনে কত করি,
কাম-ক্রোধ আদি অরি
স্ববশে রাখিব ; কিন্তু কাজেতে দাঁড়ায়,
শেষে পড়ি তা সবার পায় ;
পড়ে কাঁদি, করি হায়-হায়।

বড় ইচ্ছা আছে মনে,
তব নাম প্রাণপণে
সাধিব, সে আশা মোর হয় যে বিফল!
আমি নাথ যেরূপ দুর্বল,
মোর আশা-দুরাশা কেবল।

বড় ইচ্ছা হয় মনে,
সমুদায় প্রলোভনে,
অস্পৃষ্ট অক্ষত হয়ে করি হে সংসার ;
কিন্তু পিতা! বিদিত তোমার
দিন মোর যায় কি প্রকার!

হৃদয় তোমারে চায়,
গতি মোর নিচে ধায়,
টানাটানি করে বুঝি দুইদিক যায়!
পাপে পড়ে পাই না তোমায়!
চারিদিক জীর্ণারণ্যপ্রায়!

রজনী প্রভাত হয়,
পশু-পক্ষী সমুদয়,
সুখের সংগীত করি তব গুণ গায় ;
আমি উঠে সংসার-চিন্তায়
মগ্ন হই, ডাকি না তোমায়!

হে নাথ! তোমার তবে,
ভাই-বন্ধু পরিহরে,
দুর্বল সন্তান তব একা ভেসে যাই হে!
শেষে যদি তোমারে না পাই হে,
কি হইবে বল দেব তাই হে।

একেতো নিজের ভার
জগদীশ! সহা ভার,

সংসারের ভার পুন আমার গলায়!
বল, দাস কেমনে দাঁড়ায়,
পিতা! তুমি না হলে সহায়।

কিরূপ কলঙ্কী আমি,
জান পিতা অন্তর্যামি!
সবার অধম আমি সংসারে তোমার।
লোকে যদি জানে সমাচার,
মুখ মোর দেখেনাকো আর!

তোমাকে পাবার তরে,
প্রভু, এতদিন ধরে,
করেছি যে কত চেষ্টা জান তা সকল।
আজ প্রাণ কিরূপ চঞ্চল
তাও জান,—জানানো বিফল।

কতদিন মন-দুখে
ডেকেছি যে ঊর্দ্ধমুখে,
পিতা, তুমি দয়া করে দিয়াছ উত্তর ;
কিন্তু এই পাপিষ্ঠ অন্তর,
তবু শূন্য ভাবে নিরন্তর!

প্রার্থনা করিতে যাই,
কিছু না দেখিতে পাই,
শূন্যেতে মুখের কথা করি নিবেদন!
হেন দশা ঘুচিবে কখন?
কবে পুন দিবে দরশন?

দীনবন্ধু! এ সংসারে,
শত-শত অভাগারে
এতকাল ধরি যদি করেছ উদ্ধার ;
কবে রাত্রি পোহাবে আমার?
ঘুচে যাবে হৃদয়ের ভার?

আমার অবস্থা হেরে
মনুষ্যও চায় ফিরে ;
দয়াময়! তুমি কবে চাহিবে হে ফিরে?
এসে মোর সামান্য কুটিরে,
দেখা দিবে অভাগা দুখীরে।

পিতা, তব এ সংসারে
সুখ দেখি চারিধারে,
পশু-পক্ষী নদনদী সবে আনন্দিত ;
এর মাঝে অভাগার চিত
থাকিবে কি সে সুখে বঞ্চিত?

যেই রবি পূর্বকোলে
দেখা দেয়, কুতূহলে
চাতকের পাখা ধরি গগনে উড়াও ;
ধরাধাম আনন্দে ভাসাও,
প্রাণীপুঞ্জে সস্নেহে জাগাও ;

এমন পিতার ঘরে
এ অভাগা বাস করে
সে সুখের অংশী, পিতা, কেন নাহি হয়
ঘর কেন দেখি শূন্যময়?
শূন্য কেন রহে হে হৃদয়?

দয়া কর, দয়া কর,
জগদীশ! পরিহর
অবিশ্বাস অন্ধকার, রজনী পোহাও ;
পুত্র বলে পুন দেখা দাও ;
দেখা দিয়া প্রাণেতে বাঁচাও।

নিশান্তে ভজন

ওই নিশি পোহাইল চারিদিক প্রকাশিল,
ওই পিতা জাগিল সংসার!
পূর্বাশার দ্বার খুলি অরুণ পতাকা তুলি,
নব-রবি আসিছে তোমার!

যেদিকে নয়ন যায়, উৎসব-ক্ষেত্রের-প্রায়
সেইদিক করি দরশন।
বাহু তুলে নাচে শাখী, মহানন্দে গায় পাখি,
কোলাহলে পূরিল ভুবন।

সারা নিশি মাতা হয়ে ছিলে বিশ্ব কোলে লয়ে ;
যেই দেব পোহাল রজনী,
প্রভাতের সমীরণে সুমধুর সম্ভাষণে
মৃদু করে জাগালে অমনি।

উঠে দেখি মনোহর আনন্দে তোমার ঘর
পরিপূর্ণ ; জয়-জয় বলে,
পশু-পক্ষী নর-নারী সকলে গাহিছে সারি,
ভাসিতেছে প্রেম-সিন্ধু জলে।

সূর্যের তরল করে চাতক বিহার করে,
সুখে যেন দিতেছে সাঁতার,
নবীন স্বর্ণের জলে তরুগণ দলে-দলে
যেন স্নান করে অনিবার।

এ কি অপরূপ বিশ্ব! জগদীশ, এ কি দৃশ্য
খুলিলে হে চক্ষের উপরে?
বল নাথ, কি কারণ দেখি এত আয়োজন?
এত সজ্জা বল কার তরে!

আমাকে পাবার তরে বিবিধ উপায় করে
তবু মন পাও না আমার!
তাই কি হে দয়াময়, দেখাইছ সমুদয়,
মুগ্ধ করি ফেলিতে এবার?

ছিলাম কাতর প্রাণে ; কাছে এসে কানে-কানে
"আছি আমি" বলেছ যেদিন
কানে শুনি এই প্রাণ বুঝিল অপূর্ব টান,
তব-তরে ভিখারি সেদিন।

বিজনেতে অধোমুখে, নিরাশায় মনোদুখে,
ম্লান হয়ে ছিলাম বসিয়া ;
কোথা হতে কে ডাকিল, মনঃপ্রাণ হরে নিল,
উঠে তাঁরে বেড়াই খুঁজিয়া।

তুমি প্রভু যে তখন সে মধুর সম্ভাষণ
করেছিলে, জানিব কেমনে?
সব কাজ পরিহরি, শুধু সেই ডাক ধরি,
ছুটিলাম কিন্তু প্রাণপণে।

জানি না কেমন করে এত বাধা পরিহরে
আসিলাম দুর্বল হইয়া ;
কার তরে কোথা যাই, তাহার নিশ্চয় নাই,
কিন্তু তবু চলিনু ছুটিয়া।

কেহ বা নির্বোধ বলে ঘৃণা করে গেল চলে
কেহ মোরে পাগল বলিল ;
কিন্তু কি অপূর্ব টানে আমাকে টানিয়া আনে,
তাহা নাথ, কেহ না বুঝিল।

নির্বোধ পাগল হই, তাহাতে দুঃখিত নই ,
তুমি নিজে এনেছ ডাকিয়া,
এ কথা স্মরণ হলে ভাসি শুধু চক্ষুজলে,
'এত দয়া কেন হে' বলিয়া।

দয়াময়, দয়াময়, ঢের হল আর নয় ;
দয়া আর ধরিতে না পারি ;
দেখাতে হবে না আর, ধরা দিনু এইবার,
এইবার হলাম তোমারি।

তুমি তো আমার হলে, যতকাল ধরাতলে
রব আমি, থাকিবে তো পাশে?
যখন যেখানে যাব সেখানে তোমাকে পাব,
এইরূপে রাখিবে তো দাসে?

সুমতি ও সুগতি

নিজ সাধ্যে মুক্তি হলে কে তোমার পদতলে,
আসিত হে অধম-তারণ!
তা হলে কাতর-প্রাণে, কে চাহিত তব পানে,
পিপাসিত চাতক-মতন?
যখন সুমতি হয়, দেখি প্রভু দয়াময়'
তব কৃপা সর্বস্ব আমার ;
জ্ঞান-ধর্ম-পুণ্য যাহা, তব অনুগ্রহে তাহা ;
আদি-অন্তে করুণা তোমার।

জীবনের অন্তরালে,		সমভাবে চিরকালে,
আছ তুমি দেখি হে তখন ;
পবিত্র কামনা যত,		সিদ্ধ করো অবিরত,
বল-বুদ্ধি কর বিতরণ।
কিন্তু যবে অহঙ্কারে,		ঘেরে চক্ষু অন্ধকারে,
আর নাথ! দেখি না তোমায়,
ভাবি নিজে সাধু হব,		নিজেই করিব সব,
নিজে আমি নিজের সহায়।
এ-প্রকার অহঙ্কারে,		প্রেম-ভক্তি একেবারে,
দীনবন্ধু! যায় সুখাইয়া ;
হৃদয় পাষাণ হয়,		এ সংসার শূন্যময়,
কাঁদি আমি নিরাশে পড়িয়া।
দীনহীন অকিঞ্চন,		না হলে কি কোনজন,
প্রেমধনে ধনী হতে পাবে?
তৃণ হতে আপনারে,		যে নীচ করিতে পারে,
সেই প্রভু পায় যে তোমারে!
কিসে অকিঞ্চন হব,		ধূলিতে মিশায়ে রব,
অহঙ্কৃত প্রকৃতি আমার ;
তরু-সম এ হৃদয়,		কিসে হবে প্রেমোদয়,
এ পাপী কি হবে না উদ্ধার?
আমার যে আশা নাই		কাতরে ডাকি হে তাই,
কর-কর করুণা বিধান ;
এ দুর্দশা পরিহর,		তৃণের অধম কর,
প্রেম-ভক্তি কর মোরে দান।
শিশুর সমান হয়ে		থাকি তব পদাশ্রয়ে,
ভক্তগণে সদা ভক্তি করি ;
তাহলে সুগতি হবে,		তোমার গৌরব রবে,
এ অধম যাবে প্রভু তরি।

বাল্যরচনা :

আলিপুরের মেলা

ছোটলাট নিজ পাট, বড় দিল জম্‌কে।
কিবা হাট কিবা ঠাট, দেখে লোক, চম্‌কে ॥
ফটকের ঠমকের কেবা কত বাখানে।
ঘরামির হুনুরির, থলি ঝাড়া এখানে।
ফোয়ারার কি বাহার কত লোক ছুটেছে।
ঢল-ঢল সরোজলে পদ্মফুল ফুটেছে ॥
রাজহংসোপরে পরি শিঙা করে করিয়া।
এক নরে খেলা করে লৌহ তার ধরিয়া
এক নর শূন্যোপর উঠে তার ফুৎকারে।
পরক্ষণে, সেইজনে, ফ্যালে লয়ে পাথারে ॥
পশু-পাখি, কতো দেখি, করিতেছে কি রঙ্গ।
ছোট-বড়, হয়ে জড়, দুদে ভেড়া তুরঙ্গ ॥
লক্কা-গোলা, ঝোট নোলা, কত পায়রা নাচিতে।
ঘুরে-ঘুরে, ঘরে ফিরে, রুনুঝুন বাজিছে ॥
চাঁটগার কুকুড়ার কি বাহার আ মরি।
নাচিতেছে, মাতিতেছে, সারি-সারি ময়ূরী ॥
রাজহংস, পাতিহাঁস, পেরু টিয়া কাকাতো।
খরগোষ, বুনো মোষ, ছাগ-বৃষ বা কত ॥
বঙ্গেশ্বরী অঙ্গোপরি ধরেন যে ভূষণে।
কত তার, উপহার দিয়াছেন যতনে ॥
ফল-ফুল, শাক-মূল, অতিশয় কোমল।
ধনে-চাল, তিল-ডাল-ইক্ষু আদি সকল।
মিশরের, মার্কিনের তুলাবীজ জড়িত।
দিল দেখা, গুটিপোকা, গুটিসুতা সহিত ॥
মুঙেরের, তুরগের বামনিয়া গঠনে।
মেমেদের খুশি ঢের ধরেনাকো বদনে ॥

মগেদের শিক্ষাকার্য বঙ্গে টেক্কা দিতেছে।
বুদ্ধে ঢেঁকি, নাহি ঢেঁকি, বেড়ে কল করেছে ।।
বাষ্পবলে, কত কল, চলে রঙ্গ করিয়া।
চাষা-ভুষে সকলেই দেখে দৃষ্টি ভরিয়া ।।
নব-কল, নব-হল, দেখা সার হইবে।
কৃষি বল, সাধ্য বল, কেটা তাহা করিবে?
জমিদার, অত্যাচার, প্রকাশ না করিয়া।
কটা কল, কটা হল, যদি দেন কিনিয়া ।।
তবে হয়, শুভোদয়, চাষা লোকে শিখিবে।
পেট্রিয়ট পত্রপাঠে পটাপট লিখিবে ।।
বিডনের, শাসনের, তবে শিঙা বাজিবে।
এই মেলা, ছেলেখেলা, কেহ নাহি বলিবে ।।

মিস্ কার্পেন্টার

"এসো এসো বিদেশিনি।"

১

এসো এসো বিদেশিনি। বহুদিন তরে
রহিছি আমরা তব আশা পথ চেয়ে,
কি বলিব!! মনোগত জানাব কি বলে
আনন্দে অধীর বঙ্গ আজি দেখা পেয়ে।

২

ভরিয়া অপার সিন্ধু ছাড়িয়া ভবন
সুখের জনমভূমি করে পরিহার,
এ বিদেশে একাকিনী কিসের কারণ?
কিবা আছে দয়াবতি। হৃদয়ে তোমার?

৩

"অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগরে নিরুপায় জীবন হারায়!!"
শুনে কি স্নেহের ভরে সাগরের পারে
আসিয়াছ বঙ্গসখি। উদ্ধারিতে তায়?

৪

ভগিনীর দুঃখ শুনে কাঁদিছে হৃদয়?
এসেছ মুছিতে তার নয়নের জল?

ঠেলেছে চরণে সুখ হেলিয়াছ ভয়
এসেছে সকল ফেলে হইয়া পাগল?

৫

বল না তোমারে সুখে কিবা উপহার
দিবে আজ গুণবতি! বঙ্গবাসিজন?
ভক্তিগুণে প্রীতি-পুষ্পে গাঁথিয়াছি হার
বিমল হৃদয়ে কর হৃদয়ে ধারণ।

৬

ভাই-বন্ধু হতে তুমি লইয়া বিদায়
আসিয়াছ আমাদেব হিতের কারণ ;
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
"দিদি" বলে ডাকিবেক বঙ্গবালাগণ।*

জস্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিত

কে জানে কোথায় ছিলে, বঙ্গে আসি দেখা দিলে,
বেড়াইলে যেন দীন-হীন।
সামান্য-জনের মতো সামান্য কাজেতে রত
হল গত কত তব দিন।
হেরেছে স্বপনে কবে এ হেন উন্নতি হবে
শেষে হবে হেন সুখোদয়?
ভাব নাই গুণধাম একদিন তব নাম
উজ্জলিবে ভারত-হৃদয়।
মরণ-সময় হলে ভেবেছিলে যাবে চলে
ধরাতলে না থাকিবে নাম!
না জানিবে কোনজন, না করিবে অন্বেষণ
না শুধাবে কিবা নাম-ধাম।
ঈশ্বর বাড়ান যারে কে তারে বোধিতে পারে
তুল্য তার বিপদ-সম্পদ।
করুক যে ইচ্ছা যার নিশ্চিত উন্নতি তার
সাধ্য কার রোধে তার পদ?
রজনী বিগত হলে তপন উদয়াচলে
ধীরে-ধীরে করিলে গমন ;

---

*কবিতাটির শেষে শিবনাথ লিখেছেন : যদি কোন মহাশয় এই কয় পংক্তি ইংরেজি পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে পরম উপকৃত হইব।

ঘন কুজ্ঝটিকা-জালে আবরিয়া সেইকালে
রাখে মাত্র নবীন কিরণ।
কিন্তু সেই দিবাকর হয় যবে অগ্রসর
খর কর ধারণ করিয়া।
সে সময়ে সাধ্য কার রোধ করে গতি তার
সেই শোভা রাখে আবরিয়া?
গগনের সিংহাসনে বসিয়া প্রহৃষ্ট মনে
নিজ রাজ্য করয়ে বিস্তার।
নদ-নদী ধরাধর পশুপক্ষী নারী-নর
সবে পদে করে নমস্কার।
তুমিও সেরূপ ছিলে আপনার পদ নিলে
নিজবলে করি আরোহণ।
প্রকাশিয়ে দিক-দশ প্রসারিলে নিজ যশ
গুণে বশ হল সর্বজন।
উচ্চপদে কিছুকাল না থাকিতে পোড়া কাল
তোমা-ধনে হরণ করিল ;
ভব-ব্রত করি সায় তুমি তো ত্যজিলে কায়
নাম মাত্র এখানে রহিল।
বল শুনি গুণধাম কেমনে তোমার নাম
ভোলে আজি বঙ্গবাসী নরে?
সমাদরে সর্বজন করিয়াছে সংস্থাপন
তব মূর্তি প্রত্যেক অন্তরে।
আঁধারের আলো ছিলে শূন্য করে পলাইলে
পরিহরি গেলে ধন-জন ;
তুমি তো বিদায় লয়ে গেলে ভব পার হয়ে
শোকে দেখ সকলে মগন।
অপরে কি জানে বল ; দিবানিশি নেত্রজল
বহিতেছে কেবল তাহার।
একবার যেইজন সমধুর সম্ভাষণ
গুণরাশি! শুনেছে তোমার।
কিরূপে তোমার তরে বঙ্গবাসী খেদ করে
বর্ণে তাহা বর্ণিব কি করে।
দেখ আসি কতজন করিতেছে আয়োজন
তব কীর্তি রাখিবার তরে।
বল শুনি গুণাধার! কৃতজ্ঞতা উপহার
কিবা আর দিবে বঙ্গজন?

তব মৃত্যু-সমাচার শ্রবণে প্রবেশে যার
ঝরে তায় বিপদে নয়ন।
বসেছিলে উচ্চাসনে, দিনেকের তরে মনে,
হয় নাই গর্ব্বের সঞ্চার।
সমান ভাবেতে রয়ে, কাঙালি বাঙালি লয়ে,
চিরদিন গেল হে তোমার।
নিরাশ্রয় অশরণ, আসিত যতেক জন,
তব পাশে হইতে সফল।
ছাড়িয়া সুখের ভূমি, নয়ন মুদিলে তুমি,
কত লোক হারালো সম্বল।
আপনি লভিতে যাহা, দরিদ্র-অনাথে তাহা,
অনায়াসে কবিতে প্রদান।
কৃপণের ভাব ধরে, যাচকে বিমুখ করে,
কর নাই কভু সমস্থান।
তোমার সদ্‌গুণ যত, লিখিয়া জানাব কত,
বাঙালির হৃদে গাঁথা আছে।
জ্বলে উঠে শোকানল, নয়নে না রহে জল,
গেলে তব ভবনের কাছে।
সতত আলোকময়, ছিল তবে যে আলয়,
পূরিত উৎসব-কোলাহলে।
তৃষিত অনাথ-দল, ঢালিত সান্ত্বনা-জল,
তাপিতের হৃদয়-অনলে।
তোমা-ধনে হারাইয়া, পথপার্শ্বে দাঁড়াইয়া,
আজি যেন করিতে রোদন!!
সে শোভা নাহিকো হায়! জনপ্রাণী নাহি যায়
পড়ে আছে অনাথ-মতন।
ভাসে যেন নেত্রজলে, পথিকে ডাকিয়া বলে,
"হে পথিক দাঁড়াও-দাঁড়াও!
বলি হে বিনয় করে, প্রভুর সম্মান-তরে,
একবার সম্ভাষিয়া যাও।"
যতেক অপর লোক, ক্ষণকাল করে শোক,
নিজ কাজে হইবে তৎপর।
কোথা তব সুত-দারা, কোথায় রহিল তারা.
কে জুড়াবে তাদের অন্তব।
তুমিও হইলে পার, করে সব অন্ধকার,
সুখ-রবি গেল অস্তাচলে!

এত সুখে ছিল যারা,　　　কেমনে বল হে তারা,
প্রবোধিবে মানসে কি বলে?
বিলাপে কি হবে আর,　　　সার মাত্র হাহাকার,
ফিরে আর পাব না তোমারে।
শোভা করে বসেছিলে,　　　অসময়ে মিলাইলে,
হেন ক্ষতি কে পূরিতে পারে?
দোষ-ভাগ ছিল যাহা,　　　আমি কি বলিব তাহা,
দোষে-গুণে সকলে জড়িত।
সহৃদয় বঙ্গবাসী,　　　স্মরি তব গুণরাশি,
ভুলিয়াছে হইয়া মোহিত।
তব অপরাধ যাহা　　　সদয় হইয়া তাহা,
জগদীশ করুন মার্জনা।
নিজ কোলে দিয়ে স্থান,　　　করুন বিশ্রাম দান
একমনে কবি এ প্রার্থনা।

চৈত্রমেলা*

১

আহা কি অপূর্ব শোভা আজি এ কাননে।
যেদিকে ফিরিয়া চাই　　　সেদিকে দেখিতে পাই
হাসিছে-খেলিছে সবে আনন্দিত মনে।

২

কোলাহলে পরিপূর্ণ সমুদয় স্থল।
জনস্রোত অনিবার　　　বহে, নাহি সংখ্যা তার
পদভরে যেন ভূমি করে টলমল।

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে যে চৈত্রমেলা (পরে হিন্দুমেলা) স্থাপিত হয়, তার প্রথম অধিবেশনে শিবনাথ শাস্ত্রী (ভট্টাচার্য) একশত শ্লোকনিবদ্ধ একটি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। অদ্যাবধি কোন সমালোচক কবিতাটির উদ্ধার করেননি। কিন্তু ৮৭ টি শ্লোক প্রকাশিত হওয়ার পর আর প্রকাশিত হয়নি। কবিতাটি সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক যা লিখেছেন ভূমিকা হিসাবে, তা উদ্ধৃত করছি : "গত চৈত্রসংক্রান্তির মেলাতে যে পদপ্রবন্ধটি পঠিত হয়, তাঁহাই প্রকারান্তরিত করিয়া সম্প্রতি প্রকাশ করা যাইতেছে। রাজা বৈদ্যনাথের চিৎপুরের উদ্যানে সামাজিক উন্নতি সাধন উদ্দেশ্যে এই উৎসবটি সম্পাদিত হয়।"

—'সোমপ্রকাশ', ২৮শে শ্রাবণ ১২৭৪,৩৯ সংখ্যা।

৩

আজ কি অভাগা বঙ্গ মেলিল নয়ন রে
মেলিল নয়ন?
ছাড়রে নিদ্রার ঘোর রজনী হইল ভোর
উঠে দেখ পূর্বাচলে উদিত তপন।

৪

বঙ্গবাসি! আর কত থাকিবে নিদ্রায় রে
থাকিবে নিদ্রায়?
জাগ-জাগ নারী-নর উঠ বাঁধ পরিকর
অলসে পড়িয়া আর কেন রে শয্যায়?

৫

জন্মে নাকি বীবপুত্র বঙ্গের উদরে রে
বঙ্গের উদরে?
আমরা কি চিরদিন হয়ে আছি পরাধীন
চিরদিন আছি কিরে নতমুখ করে?

৬

বঙ্গজন! ভ্রাতৃগণ! কর প্রণিধান
পাব না সময় আর, মনসুখে একবার
বঙ্গের মহিমা-পূর্ব করি আজ গান।

৭

রাজসূয় করি যবে পাণ্ডবতনয়
এ দেশ জয়ের তরে পাঠাইলা বৃকোদরে
বঙ্গে কি হেন ভীরু ছিল সে সময়?

৮

সমুদ্র ও চন্দ্রসেন ভূপতি দুজন,
রাখিতে দেশের মান, সাহসে সঁপিল প্রাণ
করিল পাণ্ডব-সনে ঘোরতর রণ।

৯

বঙ্গের সে শুভদিন আসিবে কি আর রে
আসিবে কি আর?
আর কি সে সুখ পাবে, হীনতা-জড়তা যাবে,
জননী বিনত মুখ তুলিবে আবার?

১০

সিংহবাহু নামে এক ছিল নরবব
বিজয় নামেতে তাঁর ছিল পুত্র নাম যাঁর
করিলে নাচিয়া উঠে উল্লাস অন্তর।

১১

অভিমানে পিতৃগৃহ তাজিল বিজয়।
রাজ্যসুখ বিসর্জিয়ে, জলযানে আরোহিয়ে
জলনিধি পথে বীর চলিল নির্ভয়।

১২

সাহসে অসম বীর বিক্রমে অটল
রাজধানী পরিহরি, সাহসে নির্ভর করি
ভাসিল জলধি-জলে লয়ে দল-বল।

১৩

নবীনা রমণী তার পতিব্রতা সতী
ভোগসুখ অবহেলে, রাজভোগ পদে ঠেলে
কুমারের পিছে-পিছে চলিলা যুবতী।

১৪

বহরে পবন বহ খেলরে সাগর
অরে খেলরে সাগর!
বীরবালা-বীরবর, হইয়াছে অগ্রসর
কখন বিপদ-ভয়ে কাঁপে না অন্তর।

১৫

বহিয়া চলিল তরি করে মার-মার
দাপটে নাচিছে জল, দেখিয়া বীরের বল
ভয়ে-ভয়ে যেন পথ দেয় পারাবার।

১৬

এরূপে দম্পতি যায় আনন্দিত মনে
দিক-দশ আবরিয়ে, জলস্থল আচ্ছাদিয়ে
একদিন ঘনঘটা ছাইল গগনে।

১৭

নীরব-নিস্তব্ধ দিক হইল গভীর
সৌদামিনী তড়-তড়, ছোটে বজ্র কড়মড়
গগন ফাটিয়া যেন হয় শতচির।

১৮

দেখিতে-দেখিতে উঠে বিষম তুফান,
সিন্ধুমতো ভাব ধরি, উথলে গর্জন করি,
নাচিল তরঙ্গমালা উড়িল পরান।

১৯

উঠে আব 'পড়ে তরি মত্তের মতন
ছিন্ন হল রজ্জুজাল, ছিঁড়িয়া পড়িল পাল
গেলরে-গেলরে সব রাখে কোনজন।

২০

একে-একে যত তরি ডুবিতে লাগিল
চারিদিকে হাহাকার, কেবল রোদন সার
নির্দয় সাগর সব উদরে পূরিল।

২১

কত বীর দিল প্রাণ জলধির জলে।
জানুপাতি বার-বার, দেবে করি নমস্কার,
দেখিতে-দেখিতে সবে গেল রসাতলে।

২২

এই কি তোমার খেলা গর্বিত সাগর?
কি সুখ ইহাতে পাও, কোথায় লইয়া যাও
এত খাও তবু কিরে পূরে না উদর?

২৩

এই কি নির্দয় সিন্ধু খেলারে তোমার?
বঙ্গের হৃদয়-ধন, ছিল যত বীরগণ,
তা-সবে হরিলে আজ করি অন্ধকার।

২৪

এদিকে তরীর পৃষ্ঠে, দাঁড়ায়ে বিজয়,
হাবুডুবু করে তরী, এক পটদণ্ড* ধরি
বাহিরে দাণ্ডায় বীর নির্ভর হৃদয়।

---

* পটদণ্ড—মাস্তুল।

২৫

ঝঞ্ঝাবাতে কাঁপিতেছে সকল শরীর
করিছে অভয়দান, বীরের গর্বিত প্রাণ
মুহূর্তের তরে কভু না হয় অস্থির।

২৬

সামাল-সামাল রব মুখেতে কেবল।
কত সামালিবে আর, রুষিয়াছে পারাবার
পদতলে গুঁড়া হয়ে পড়িছে অচল।

২৭

প্রেয়সীর তরে শুধু, হৃদয় কাতর
ভাবে, জল-আস্ফালনে, না জানি সে এতক্ষণে
পড়েছে অজ্ঞান হয়ে তরীর উপর।

২৮

চকিতা হরিণী-মতো বুঝি এতক্ষণে।
ভাসিয়া নয়নজলে, কোথা প্রাণনাথ বলে
অভাগারে বার-বার করিছে স্মরণ।

২৯

অথবা পবনবলে বুঝি রসাতলে
গিয়াছে তাহার তরী, আহা মম প্রাণেশ্বরী,
বুঝিবা মিশালো আজ জলধির জলে।

৩০

এরূপ ভাবিছে তরী ভাসিয়া চলিল।
বিনা কর্ণ-কর্ণধার, রোধে তারে সাধ্য কার
দেখিতে-দেখিতে গিয়া লঙ্কাতে পড়িল।

৩১

হেথা কামিনীর তরী ঝটিকা-পবনে
বেগে, ছিন্নভিন্ন হয়ে, ক্রমে যুবতীরে লয়ে
মহেন্দ্র দ্বীপেতে আসি লাগে কতক্ষণে।

৩২

দ্বীপের উপরে তবে উঠিল কুমার
বীর প্রাণী ছিল যারা, কোথায় গিয়াছে তারা
সেসকলে রত্নাকর করেছে সংহার।

৩৩

তথাপি সাহসে ভর করিয়া বিজয়
লয়ে সৈন্য গুটিকত, গর্বিত রাজার মতো
প্রবেশিল রাজপুরে নির্ভর হৃদয়।

৩৪

বাজিল কঠোর রণ যক্ষোরাজ-সনে
যোঝে বীর ঘোরতর, ত্রাহি নারীনর
লক্ষ-লক্ষ যক্ষ গেল শমন-সদনে।

৩৫

সমর-চত্বরে যেন নাচে যুবরায়
কঠোর অসির ঘায়, মস্তক উড়িয়া যায়
রুধিরার্দ্র হয়ে কত ধরাতে লোটায়।

৩৬

মার-মার রবে বীর হয় অগ্রসর
প্রচণ্ড আঘাত তার, সহ্য করে সাধ্য কার
"পলারে-পলারে" রব উঠে ঘোবতব।

৩৭

সর্পেব জিহ্বাব মতো খেলে তরবার।
বথ-রথী গজ-হয়, একেবারে চূর্ণ হয়,
গেলরে-গেলরে যক্ষ কে করে নিস্তার।

৩৮

ধন্য-ধন্য শস্ত্রশিক্ষা ধন্য বীবপনা!!
অস্ত্রে-অস্ত্রে ঠকাঠকি, খেলে যেন চকমকি,
লিক-লিক উঠিতেছে অনলের ফণা।

৩৯

এরূপে যুজিছে বীর কালান্তের-প্রায়।
পড়িল যক্ষেব দল, বীরশূন্য রণস্থল
কল-কল শোণিতের নদী বহে যায়।

৪০

পরিশেষে যক্ষপতি করিল শয়ন।
অবশিষ্ট যক্ষ যত, হ'ল সব পদানত,
কুমারেরে দিল সবে বাজসিংহাসন।

৪১

রাজা হয়ে সিংহাসনে বসে বীরবর।
প্রখর দোর্দণ্ড তাপে, যক্ষপুরী ভয়ে কাঁপে,
অনল-সমান বীর জ্বলে নিরন্তর।

৪২

এরূপেতে কিছুকাল বিগত হইল
সুখের নাহিকো পার, রূপেগুণে ভুলে তার
যক্ষরাজবালা তারে পতিত্বে বরিল।

৪৩

শুনিলে এসব কথা লাগয বিস্ময়।
মাথা তোল বঙ্গভূমি, সত্য করে বল তুমি,
দিয়াছিলে হেন বীরে উদবে আশ্রয়?

৪৪

হায়রে সেদিন তব ফিবিবে কি আর?
আর কি আরোহি তরী সাহসে নির্ভব করি
তোমার তনয় যাবে সাগবেব পাব?

৪৫

এমনি সাহসী এবে বঙ্গের সন্তান
আবাস-কোটর ফেলে, দুদিনের পথে গেলে,
যাই-যাই করে যেন কেঁদে উঠে প্রাণ।

৪৬

বঙ্গের পূর্বের কথা জানে কোন্‌জন?
সেকথা শুধাব কারে কে তারে বলিতে পারে
বিস্মৃতি-সলিলে সব হয়েছে মগন।

৪৭

জন্মেছিল বঙ্গে কত বীর অবতার।
মাথা তোল বঙ্গভূমি প্রকাশি বল মা তুমি
মাতা বিনা পুত্রগণ কে জানিবে আর।

৪৮

দেখাতে পারি না মুখ মরি মা লজ্জায়
সকলে দুর্বল বলে ঘৃণা করে পদে দলে
ছি-ছি এতো অপমান সহা নাহি যায়।

৪৯

নাহি কোন স্মৃতিস্তম্ভ নাহিকো কবর।
নাহি নাম-পরিচয়   হইয়া অঙ্গারময়
মাটিতে মিশাল কত শূর বীরবর!

৫০

কি করিব? কোথা যাব? কে দিবে বলিয়া
বল মা কিরূপে তবে,   তাদের উদ্ধার হবে
কে তোমার আছে বন্ধু দেহ দেখাইয়া।

৫১

সাগরবাহিনি! অয়ি দেবি! ভাগীরথি!
যুগ-যুগান্তর হতে   তুমি তো গো এই পথে
চিরদিন একভাবে যাও স্রোতস্বতি!

৫২

পতিতপাবনী তুমি বলে সর্বজন।
সেকারণে তব তীরে   না জানি যে কত বীরে
পুরাকালে বঙ্গবাসী করেছে দাহন।

৫৩

পার যদি পয়স্বিনি! জীয়াও সকলে।
তা না পার এইক্ষণে   নিস্তেজ বঙ্গীয়গণে
ভাসাইয়া লইয়া যাও সাগরের জলে।

৫৪

সাগর-সন্তানে তুমি! করেছ উদ্ধার
বঙ্গেরে করুণা করি   অমৃত-তরঙ্গ ধরি
জীয়াও সে বীরগণে দেখি একবার।

৫৫

তুমি তো গো সিন্ধুপ্রিয়ে দেখেছ সকল।
সগরের রাজ্য যবে   ছিল এই দেশে তবে
বল বঙ্গমাতা হল কিরূপে বিকল?

৫৬

বল শুনি বল শুনি সেই পুরাকালে
ছিল না কি হেন বীর   সদর্পে যে দিত শির
সমর-চত্বরে সুখে আলিঙ্গনকালে?

৫৭

বাঙালির পোড়া দেহে ছিল না রুধির?
ছিল না কি তরবার প্রখর আঘাতে যার
ধরাতলে গড়াগড়ি যেত শত শির।

৫৮

ছি-ছি এ লজ্জার কথা বলিব কাহায়।
হা অভাগি বঙ্গভূমি! মৃতকল্প আছ তুমি।
নতমুখে কাঁদি শুধু হেরিয়া তোমায়।

৫৯

স্বাধীনতাহারা হয়ে মগধের* করে।
শ্রীহীন অনাথ-মতো কতকাল হল গত
ডুবিল গৌরব-রবি কলঙ্কসাগরে।

৬০

তারপর পালবংশ রাখিল সম্মান।
উঠ মা জননি বলে তুলে নিজ বাহুবলে
অপহৃত মণি তব করিল প্রদান।

৬১

আবার উড়িল বলে কেতু তব করতলে
দূরে গেল মনোদুখ তুলিলে মলিন মুখ
শোভিল মধুর হাসি বদন-মণ্ডলে।

৬২

রাজমাতা হয়ে মাতা রতন আসনে।
বসিলে তুলিয়া শির যশোগান সুগভীর
গাইল ভারতবাসী ভবনে-ভবনে।

৬৩

পূজিতে জননী তব চরণ-কমলে
কত-শত রাজা আসি বিবিধ রতনরাশি
লহ দেবি লহ বলে দিল পদতলে।

৬৪

তব পার্শ্বচরী ঘোর অটল বাহিনী
শত-শত নৃপতির উন্নত-গর্বিত শির
তব পদে নত করি দিল ওজস্বিনী।

মগধের = মগেদের(?)—সম্পাদক।

৬৫

তোমার গর্বিত কেতু কলিঙ্গ-হৃদয়ে
নিখাতিয়া মদভরে বীরদর্প চূর্ণ করে
ফিরে এলে রণমদে উন্মাদিনী হয়ে।

৬৬

এইমাত্র জানি মাতঃ শুনি লোকমুখে
কিরূপে সে বীরবংশ বল মা হইল ধ্বংস।
স্মরিলে তাদের কথা ভাসি মনোদুখে।

৬৭

ক্রমে গেল পাল-শশী অস্তাচল শিরে
এদিকে উজ্জ্বল ছবি ধরি বৈদ্যবংশ-রবি
দেখা দিল পূর্বাচলে আসি ধীরে-ধীরে।

৬৮

দিগন্ত প্রসারি তার ছুটিল কিরণ।
আবার বঙ্গের যশ উর্জলিল দিক-দশ
আবার ভাতিল বঙ্গে রতন আসন।

৬৯

এই বংশে কত বীর জন্মি কতবার,
প্রকাশিয়ে ভুজবল বিনাশিয়ে অরিদল,
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ রাজ্য করিল বিস্তার।

৭০

সে-হেন উজ্জ্বল বংশে সেই ভুজবল
সে-হেন উন্নত নাম, সে-হেন সুখের ধাম
কালেতে বিলীন হায় হইল সকল।

৭১

কোথা হতে সিন্ধুপার হইয়ে যবন।
রাহুর সমান আসি সুখের শশাঙ্ক গ্রাসি
চাপিল বঙ্গের গলে গর্বিত চরণ।

৭২

কাতরে কাঁদিলা মাতা পড়ি ধরাতলে
আলু-থালু কেশ-পাশ, ছিন্ন-ভিন্ন হল বাস
কাতরে তিতিল মুখ নয়নের জলে।

৭৩

মাতার এ দশা দেখি অন্ধের সমান,
সুখাসক্ত পুত্রগণ ফেলে তাঁরে সর্বজন
আপন-আপন বিলে করিল প্রস্থান।

৭৪

অপমানে নতমুখী মুদিয়া নয়ন,
অনাথা বন্দীর মতো জননী কাঁদিলা কত
বধির সে বঙ্গবাসী কে করে শ্রবণ!

৭৫

ধিক্ রে লক্ষণ সেন ধিক্ শতবার।
ধিক্ তব সিংহাসনে, ধিক্ তব মন্ত্রিগণে
ধিক্-ধিক্ নরপতি নামেতে তোমার।

৭৬

ছিল না কি হলাহল তোমার ভবনে
কেন রজ্জু দিয়া গলে না ডুবিলে গঙ্গাজলে
কেন তুমি বসেছিলে রাজসিংহাসনে।

৭৭

থাকিয়া স্বাধীনভাবে গৃহে আপনার
যদি পাত্রমিত্র-সনে প্রবেশিতে হুতাশনে,
তাহলে তো এ কলঙ্ক ঘটিত না আর।

৭৮

হা কি লজ্জা! অপমানে সরে না বচন
পলাইলে কি কারণে, ভেবেছিলে কি হে মনে
পলালে উৎকল দেশে এড়াবে শমন?

৭৯

সেই যদি যমপুরে করিলে গমন
তবে ধরি তরবার কেন হয়ে অগ্রসার
না করিলে রণক্ষেত্রে গর্বেতে শয়ন।

৮০

যদি নাহি ছিল তবে সৈন্যের সম্বল ;
তবে কেন একেশ্বর করি রণ ঘোরতর
তুচ্ছ নরজন্ম নাহি করিলে সফল?

৮১

লম্বিত পলিত শ্মশ্রু রুধিরাক্ত করে।
সমর-রঙ্গেতে প্রাণ দিতে যদি বলিদান
ঘুষিত তোমার যশ আজি ঘরে-ঘরে।

৮২

কারানিবাসিনী কোন অভাগী কামিনী
যথা ঘোর অন্ধকারে ভাসে শোক-অশ্রুধারে
বাম করে রাখি গণ্ড ভাবে একাকিনী।

৮৩

যবননিগড়বন্ধ হইয়া তেমন,
বঙ্গমাতা বহুদিন আঁধারে যাপিলা দিন
রোগে জীর্ণ শোকে শীর্ণ মলিন বদন।

৮৪

মাঝে-মাঝে এক-এক বীরপুত্র তাঁর
করি সৈন্য আহরণ করিয়া জীবনপণ
মাতিল সমরে মাকে করিতে উদ্ধার।

৮৫

কিন্তু অসহায় কেবা কি করিতে পারে?
বল ছিল যতদিন যুঝি সবে হল ক্ষীণ
সাশ্রুনেত্র হয়ে শেষে হেরিল মাতারে।

৮৬

প্রতাপ-আদিত্য রাজা আদিত্য সমান
এরূপ যবন-সনে করি রণ প্রাণপণে
নিজ বীরত্বের সাক্ষ্য করিল প্রদান।

৮৭

ধন্য তুমি বীরবর করি নমস্কার
ধন্য তুমি গুণধাম ভুলিব না তব নাম
রাখিব-রাখিব গাঁথি হৃদয়ে আমার।

(ক্রমশ প্রকাশ্য*)

---

* আর প্রকাশিত হয়নি—সম্পাদক।

প্রাপ্তির বেদনা : সূচনা

ভেব না ভেব না আর

১

ভেব না ভেব না আর
ঘুচাও হৃদয়ভার ;
দুঃখের রজনী বুঝি পোহাইল ভাই রে,
চারিদিক পরিষ্কার দেখিবারে পাই রে!
রহেছি যাঁহারে ধরে,
তিনি আজ দয়া করে,
শিশু বলে মুখ তুলে বুঝি ভাই চান রে।
দক্ষিণ দেশের বুঝি হল পিরত্রাণ রে!

২

শিশু মোরা অসম্বল
নাহি অর্থ নাহি বল :
দেশের সকল লোক ঘৃণা করি যায় রে!
পড়ে আছি চিরদিন সকলের পায় রে!
কিন্তু তাতে দুঃখ নাই,
আমরা যাঁহাকে চাই,
তাঁর যদি দেখা পাই স্বর্গ কেবা চায় রে।
কিবা তুচ্ছ ধন-মান দাঁড়ায় কোথায় রে॥

৩

ধ্রুব যদি অসহায়,
হরি ভজে হরি পায়,
আমরা ডাকিলে তাঁর পাব দরশন রে।
নির্দয় ঈশ্বর তিনি কোনকালে নন রে!
যাদিগে দেখিতে ভাই,
এ ভুবনে লোক নাই ;
তাদের সহায় সেই পিতা দয়াময় রে।
এই ভেবে ভাইসব বাঁধ না হৃদয় রে।

৪

ভাসিয়া নয়ন-জলে
কোথা দয়াময় বলে
দীন-দুঃখী ভাইসবে একবার ডাকো রে।

আর কেন বিষাদেতে ম্লান হয়ে থাকো রে।
তোমাদের পিতা যিনি,
অক্ষম তো নন তিনি,
দেবদেব বিশ্বপতি তাঁর কৃপাবলে রে।
শুখায় বিপদ-সিন্ধু মহা-গিরি চলে রে॥

৫

কোনরূপ ভয় পেলে
শিশু যথা খেলা ফেলে,
লুকায় মাতার কোলে, সে পিতার পায় রে।
সেরূপ আশ্রয় নিলে কেবা ধরে তাঁয় রে॥
সে পিতা রাখেন যারে,
তারে কে মারিতে পারে!
বজ্রদেহী হয়ে সে যে নাচিযা বেড়ায় রে।
তাহার নাচের বাদ্য জগৎ বাজায় রে॥

৬

শুনিযা তাহাব স্বর,
জাগে দেশ-দেশান্তব,
পিতার নামের ভেরী দশদিকে বাজে রে।
উর্ধ্বমুখে ধায় লোক ফেলে শত কাজে রে।
বর্ণিব কি বৃথা আর,
দেখ চক্ষু আছে যার ;
অগাধ সাগর-পারে হয় আন্দোলন রে :
ব্রহ্মনামে থর-থর কাঁপিছে ভুবন রে!

৭

কে তোরা কোথায় ছিলি,
আহা কিবা শুনাইলি!
বলে ওই দেখ ভাই শত শত জন রে!
আমাদিগে দেখিতেছে সজল নয়ন রে!
পাপী তরে নামে তাঁর
পাপীর কর্ণেতে আর,
এ হতে মধুর কথা কি শুনাবি ভাই বে!
এ হতে অমূল্য ধন আব কিছু নাই রে!

৮

কিছু নাই কিছু নাই
সত্য-সত্য কিছু নাই
কেহ তো দেখেনি তাঁরে তবু তাঁর-তরে রে!
এত লোক তাই ভাই হাহাকার করে রে।
সহজে তো কেহ তাঁরে
ডাকে না তো এসংসারে,
তবু দেখ কত লোক পাগলের-প্রায় রে
কোথা-কোথা করে-করে খুঁজিয়া বেড়ায় রে!

৯

আমরা বালককালে
পড়েছি তাঁহার জালে
ছাড়িব কি ছাড়িবার শক্তি আর নাই রে।
বোঝে না অবোধ লোকে ক্রুদ্ধ হয় তাই রে
রাখিলে কি শুনে প্রাণ,
প্রাণের নিজের টান,
টেনে লয় সেইদিকে থাকে সাধ্য কার রে।
গেল বলে তাহাদের ক্ষোভমাত্র সার রে!

১০

আত্মীয়-স্বজন যাঁরা
পর হয়ে যান তাঁরা,
জননীর হাহাকারে ঘর ফেটে যায় রে।
পিতার গর্বিত শির ভূমিতে লোটায় রে!
শুনি সব জানি সব
মার সেই হাহারব
দিবানিশি বাজে কানে ; কিন্তু কি যে টান রে!
ব্রহ্মের দিকেতে শুধু ছুটিতেছে প্রাণ রে!

১১

আমাদের ধন যাহা
ছাড়িতে নারিব তাহা
তোদের সর্বস্ব তোরা কর পরিহার রে!
এই কথা বলে লোকে এ কোন বিচার রে।
এ প্রাণ দিয়াছি যাঁরে
ছাড়িতে কি পারি তাঁরে

মরি আর বাঁচি ব্রত করিব সাধন রে!
দু-দিনের খেলা শুধু মানব-জীবন রে।

১২

কর্তব্য বুঝিব যাহা
নির্ভয়ে করিব তাহা
যায় যাক থাকে থাক ধন-মান-প্রাণ রে।
পিতারে ধরিয়া রব পর্বত সমান রে।
ব্রহ্মনাম গাব সবে,
মেদিনী কম্পিত হবে,
ব্রহ্মনামে টলমল টলিবে সাগর রে,
ব্রহ্মনামে থর-থর কাঁপিবে ভূধর রে!

১৩

তাই বলি ভাইগণ!
ব্রহ্মেতে সঁপিয়া মন
সকলের পদতলে দাস হয়ে রও রে!
দেশের লোকেরে ডেকে ব্রহ্মকথা কও রে!
সরল শিশুর মতো
বিনয়ে হইয়া নত
নিজের কর্তব্য যাহা অবাধেতে কর রে!
দেখিবে সকল বাধা হইবে অন্তর রে!

ভারতাশ্রমবাসিদিগের প্রতি

কোথাকার যাত্রি তোরা ভাই রে
বাঁধ ভেঙে আসে ঢেউ, এবার বাঁচবে না কেউ
প্রেম-সাগরে লেগেছে তুফান।
ঘন-ঘন ঢেউ উঠে, ব্রহ্মাণ্ড বা যায় ফুটে
উত্তরেতে ডাকিতেছে বান।
ওই ডেকে আসে বান, সামাল আমার প্রাণ
ঢেউ খারে নির্ভয় অন্তরে ;
ও ঢেউ লাগিলে গায়, মহাপাপী স্বর্গে যায়,
দুঃখীদের দুঃখ-শোক হরে।
ব্রহ্মনাম হৃদে ধরে ব্রহ্মেতে নির্ভর করে,
ক্ষণকাল এই কিনারায়

সাবধানে বসে থাক্,　　　　আগে বান ডেকে যাক্
পরে পাড়ি দিবি পুনরায়।
ওই দেখ সারি গেয়ে,　　　　আনন্দে আসিছে ধেয়ে
ছোট-বড় কতগুলি তরী ;
বোধহয় যাবে পারে　　　　দেখে যেন ভুলো না রে
কাছে এলে যাস সঙ্গ ধরি।

কোথাকার যাত্রী তোরা ভাই রে।
সারি গেয়ে উচ্চস্বরে,　　　　মহা-কোলাহল করে,
কোথা যাস একা আমি যেতে না ডরাই রে!
বসে শুধু ভাবিতেছি তাই রে।

আজ বুঝি প্রসন্ন গোঁসাই রে,
আমি না আসিতে কূলে,　　　　যাস তোরা পাল তুলে
দাঁড়া ভাই দয়া করে, আমি খুলি যাই রে!
আমার যে সঙ্গী কেহ নাই রে!

কার নাম গাস? কোথা ঘর রে!
বুঝি বা বাণিজ্য করে,　　　　আজ বহুদিন পরে
ঘরে যাস, তাই এত প্রফুল্ল অন্তর রে,
তাই গাস হয়ে সমস্বর রে!

আমারো যে ঘর ওই পার রে!
বারেক দাঁড়া রে ভাই,　　　　আমি খুলে সঙ্গে যাই
বোধহয় তোরা কেউ হইবি আমার রে!
প্রাণ কেন টানে বার-বার রে!

ভাই-ভগ্নী যদি কেউ থাক রে।
অধমের গলা শুনে,　　　　ভাই বলে লও চিনে
আমাকে লইবে বলে আশা দিয়ে রাখ রে!
দূর হতে ভাই বলে ডাক রে!

তাই বটে, ওই শুনি কানে রে!
তোরা সব প্রেমভরে,　　　　যেন মিলে পরস্পরে
আমার পিতার নাম গাস এক তানে রে!
বড় ভাই বাজিতেছে প্রাণে রে!

ডাক্-ডাক্-ডাক্ বারে বার রে!
সে মধুর নাম লয়ে,　　　　পবন মধুর হয়ে
শ্রবণেতে সুধা-বৃষ্টি করুক আমার রে!
আছে সুধা কোথা কিবা আর রে!

স্বর্গ বুঝি আসিল ধরায় রে!
পিতার প্রেমের জয়, বুঝি এতদিনে হয়,
ওঠ্ রে ভারতবাসি দেখে যাবি আয় রে!
আত্মপর কথা উঠে যায় রে!

অবশেষে ডাকি হে তোমায়

অবশেষে ডাকি হে তোমায়
অগম্য-অপার তুমি ঘৃণিত পদার্থ আমি
পড়ে আছি সংসার-ধুলায়।
যুগে-যুগে শত-শত যোগী-ঋষি-সাধু কত
হাবুডুবু যে ভাব-সাগরে!
অবিশ্বাসী-ভক্তিহীন, অধম-নিকৃষ্ট-দীন
আমি যাই কি সাহস ধরে!
অনন্ত আকাশ-পারে চটক কি যেতে পারে?
পিপীলিকা হবে সিন্ধু পার!
তোমার ইচ্ছার মর্ম বোঝা প্রভু কার কর্ম!
নর-জন্মে হেন ভাগ্য কার!
যুগ-যুগান্ত চলে যায় তব তত্ত্ব কেবা পায়
পরিশ্রান্ত মানব-সন্তান!
পাব-পাব আশা করে চলিবে জনম-তরে
এই প্রভু তোমার বিধান!
দেবের দুর্লভ ধন এই শুধু আকিঞ্চন,
ধর্মপথে থাকে যেন মতি ;
তব শুভ ইচ্ছা যাহা মোর প্রাণ করো তাহা,
তাতে দাস পাইবে সদ্গতি!
ঘোর প্রহেলিকা-সম তব ইচ্ছা নিরুপম
মানবের অগম্য সে স্থান!
নাহি হেন অহঙ্কার সে ইচ্ছার আবিষ্কার
করি নাথ করিয়া সন্ধান!
ধর্মের তৃষার ঘোর কেঁদেছিল প্রাণ মোর
তাই প্রভু শিখালে প্রার্থনা :
দুর্বলে আনিলে বল, নরকে স্বর্গের ফল,
ঘুচাইলে গভীর বেদনা।

আপনি রসনাবলে আপনি চরণ চলে
ধর্মরাজ্য আসি উপনীত!
জনমে দেখিনি যাহা চক্ষে দেখিলাম তাহা
দেখি চক্ষু হইল মোহিত।
আরো কোথা যাব আমি জান প্রভু অন্তর্যামি
জ্ঞানাতীত সে সব আমার ;
তোমার ইচ্ছায় মর্ম বোঝা প্রভু কার কর্ম
নরজন্মে হেন ভাগ্য কার!

হিমালয়ের দেবস্তুতি

সৃষ্টির প্রভাতে অনন্ত-নীরধি
নিমগ্না মেদিনী ধীরে হৃদি খুলি ;
নবীন ভাস্করে, নিরীক্ষণ করে,
উত্তাল তরঙ্গ শূন্য-গর্ভে তুলি,
ধাবিত প্রমত্ত প্রচণ্ড জলধি!

সেই ঘোর প্রাতে চলরে কল্পনা,
স্মরণে কম্পিত হৃদয়-কন্দর!
না ছিল ধরণী জীবপ্রসবিত্রী
পশুপক্ষী-কীট কিম্বা নারীনর ;
না ছিল জাহ্নবী গভীর-নিস্বনা।

না ছিল যমুনা নীল কল্লোলিনী,
না ছিল সুরম্য বিশাল প্রান্তর ;
হস্তিনা-কোশল, ছিল না সকল,
অমেয় বাল্মীকি শ্রীবাস-শঙ্কর ;
ছিল না ভারত মস্তকের মণি।

ছিল না সুন্দর ভারত-দুহিতা
ছিল না কোমলা সতী লজ্জাবতী,
জনম-দুখিনী, জনক-নন্দিনী,
ছিল না সাবিত্রী সত্যবান-পতি,
ছিল না দুখিনী বিদর্ভ-বনিতা।

চতুর্বর্ণময় ভারত-সংসার
ছিল না পুরাণ স্মৃতি বেদ-মন্ত্র

কৌরব-পাণ্ডব, আহব, খাণ্ডব,
কপিল, যৈমিনি, পাতঞ্জল-তন্ত্র
চার্বাক বেদান্ত ন্যায় সবিস্তার।

সেই ঘোর প্রান্তে ঘর্ঘর অশনি,
গগন ফাটায়ে দশদিকে ধায় ;
আবর্ত পুষ্কর আদি জলধর,
গগন-প্রাঙ্গণ নীলাম্বরে ছায় ;
শৃঙ্গে-শৃঙ্গে কাঁপে বীর নগমণি।

বায়ু পদাঘাতে অর্ণব কুপিত,
শত হস্ত হযে উঠি-পড়ি ধায় ;
গিরীন্দ্র কন্দরে, বীব-দর্প-ভরে
তাল ঠুকি সিন্ধু বিদরিতে চায়,
পাষাণ-প্রাচীর দেখে সঙ্কুচিত।

অনন্ত কল্লোলে অর্ণব-উল্লাস!
রোদসী কন্দরে ঘোব প্রতিধ্বনি ;
হিমাদ্রি-চবণে লুঠি ক্ষণে-ক্ষণে
মত্ত সিন্ধুরোযে ডুবায় ধরণী,
না ছিল মনুষ্য, কোথায় সন্ত্রাস?

সিন্ধুব আঘাতে গিরিবর দোলে
কার্পাস পর্বত সম ফেনা ফুটে ;
ঘোব অট্টহাসে প্রমত্ত উল্লাসে,
বাহু তুলি সিন্ধু দিগ্দিগন্তে ছুটে ;
রঙ্গে হাসে গিরি জম্বুদ্বীপ-কোলে।

প্রচণ্ড দিগ্দাহ তথা পূর্বাকাশে,
বালার্কা ময়ুখ- বিভাসিত ধরা ,
ভূধর, সাগর, গগন-প্রান্তর,
তরল সুবর্ণে স্বর্গ-মর্ত্য পোরা,
ছিল না মানব, কে আনন্দে ভাসে!

নিরখি সে শোভা হিমাদ্রি অধীর,
দেবস্তুতি-আশে ছবি আন্দোলিত :
তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলি হৃদি-দ্বার-খুলি
আরম্ভে বন্দনা, বিশ্ব চমকিত!
বালার্ক-সমুদ্র শুনে দুই বীর।

বন্দনা

জয় বহ্ম সনাতন, মঙ্গলময় হে,
জয় দেব গুহাশয় জগতালয় হে॥
জয় রুদ্র বিশ্বম্ভর বিভাকর হে।
জয় ঈশ্বর সুন্দর বচনোত্তর হে॥
জয় অপার-অগাধ অবোধ্য বিভু হে।
জয় সূক্ষ্ম পুরাতন অগম্য প্রভু হে॥
জয় আদি-অনাদি অচিন্ত্যপতি হে।
জয় অভেদ্য-অছেদ্য ভূগোলপতি হে॥

জয় মহেশ বিভূতি-গণ-ভাবিত হে।
জয় বিষ্ণু অদৃশ্য
জয় তুঙ্গ-তরঙ্গিত অর্ণব কর হে।
জয়-জয় সুন্দর প্রভাকর-ধর হে।
জয় হিমাদ্রি-হৃদাব্ধি-তরঙ্গ-বিধু হে।
জয়-জয় সুন্দর রসাল মধুর হে॥

ছুটি-ছুটি সাগর উলটি-পালটি
পদবজ লেহিছে তোমার,
পদরেণু লেহিছে তোমাব!

গম-গম মারুত ভেরী বাজাইয়ে
তব নাম ঘুষিছে অপার,
তব যশ ঘুষিছে অপার!

অগণন তারকা উজলি-প্রজলি
নিতি ফুটিয়া মিলায়,
ফুটি-ফুটি আবার মিলায়!

যেন তব আসন করি প্রদক্ষিণ
মআল আরতি গায় ;
প্রভু যেন আরাতি গায়!

পুন গেল তামস আসি দেখা দিল
বিভাকর ঘুষিয়ে সুযশ,
প্রভু তব ঘুষিয়ে সুযশ!

হিমগিরি আকুল শোভা নিরখিয়ে
ভরি গেল যেন দিক-দশ,
পূরি গেল যেন দিক-দশ!

হৃদি মম পাষাণ দেব বিদরিল,
ঝরি গেল নির্ঝর-বারি,
প্রভু ঝরে ঝর্ঝর-বারি!

জয়-জয় শঙ্কর শিব হে সুন্দর
জয়-জয় করুণা তোমারি,
জয় প্রভু মহিমা তোমারি!

ফুরাল বন্দনা স্থির গিরিবর
দুই নেত্র দিয়া বহে দুটি ধার।
বহিয়া-বহিয়া মিলিল আসিয়া
গঙ্গা ও যমুনা নামেতে প্রচার।

ক্রমে প্রকাশিল, ভারত-সংসার ;
সূর্য-চন্দ্রবংশ শৌর্যের আধার,
বিপিন প্রান্তর সুরম্য নগর
ধন-ধান্য পূর্ণ শোভার ভাণ্ডার
অপরূপ সৃষ্টি দৃশ্য চমৎকার।

আনন্দমোহন বসু*

সাধিয়ে অসাধ্য কাজ সুযশে ভূষিত,
হয়ে আজ পুন বঙ্গে হইলে উদিত।
কি দিব তোমারে মোরা দীনহীন বেশে,
দীনহীন হয়ে আছি দুঃখিনীর দেশে।
দুঃখিনী জনমভূমি প্রাণের সন্তান
দিলেন তোমাবে পুন নিজকোলে স্থান।
তোমার সুযশ শুনি আজি ঘরে-ঘরে,
রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি বলে নারী-নরে।
ধন্য তুমি যার নামে উজল-ভবন,
দেশের গৌরব তুমি অমূল্য রতন।
বাড়ালে দেশের মান তুমি যে প্রকাব
তার মতো বঙ্গবাসী কিবা উপহার

দীর্ঘ চার বছ্ব আট মাস বিলাতে থেকে ১২ই অক্টোবর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আনন্দমোহন বসু কলকাতায় ফেরেন। অকৃত্রিম সুহৃদ্ শিবনাথ শাস্ত্রী স্বদেশ-প্রত্যাগত এই বন্ধুকে কবিতা রচনা করে সম্বর্ধিত কবেন।

দিতে পারে? তাই বলি, হৃদয় খুলিয়া
ঘরে এসো বন্ধুবর! লই হে বরিয়া।
ঘরে এসো জন্মদুঃখী বঙ্গের রতন,
যা আছে তোমারে সব করি সমর্পণ।
কি আছে? হৃদয় আছে, আছে আলিঙ্গন,
দিব তাহা। অশ্রু আছে করি বিসর্জন।

ব্রাহ্মসম্মিলন

আয়-আয় ভাই, মিলিরে সকলে,
ক্ষোভ-দুঃখ যত, আয়রে অন্তত
দুদিনের তরে সব যাই ভুলে।
কার অভিশাপে, মরি মনস্তাপে
প্রাণের বন্ধন, ছিঁড়ে কোন্‌জন
ভাসালে সবে নয়নের জলে ;
হৃদয়ের আশা সকল ডুবালে।
কি সুখে যে ছিনু আশা কে ভাঙিল?
সুখের সংসারে, কেবা এ প্রকারে
বিদ্বেষ-অনল জ্বালাইয়া দিল?
প্রেমের সাগর, যাদের ঈশ্বর,
তাহাদের ঘরে আজ সবে মরে
এই ঘোর কথা কেবা প্রচারিল।
ধর্মের গৌরব কেবা ঘুচাইল।
কে শিখালে কথা "মতে না মিলিলে
বাঁধে না হৃদয়! দিও না প্রশ্রয়"
এ অসত্যে ভাই! হৃদয় থাকিলে,
সব বাধা যায়, তাই বলি আয়
আয়রে সকলে, আজি দলে-বলে
দেখাই জগতে সব ভাই মিলে
সব বাধা যায় হৃদয় থাকিলে।
ধিক্ ব্রাহ্মনাম! ধিক্ ব্রাহ্মশিক্ষা।
ধিক্ ধর্মোৎসাহ! উৎসব-প্রবাহ!
ব্রাহ্মগণ! বল্ কে করিল দীক্ষা
এ মন্ত্রে সম্প্রদায়? কে বলে ধরায়

প্রেমের সংসার করিবে প্রচার?
এক হস্তে প্রেম করিতেছে ভিক্ষা
অন্যে ভ্রাতৃবক্ষে ছুরির পরীক্ষা!

ছাড় বিড়ম্বনা ব্রাহ্ম-ব্রাহ্ম নাম,
ছিলে সবে যথা, ফিরে যাও তথা,
দলাদলি স্থান নয় ব্রহ্মধাম।
শাখামৃগ যারা, বনে থাক্ তারা
সুসভ্য সমাজে, জ্ঞানলোক-মাঝে,
সে-সব জীবের নাহি কোন কাম,
বুঝিয়াছি বিধি তোমা-সবে বাম!
কি হল ঈশ্বর কি হইবে গতি!
ঘোর পাপার্ণবে, ডুবে মরি সবে,
কি হবে ঈশ্বর! কি হবে হে গতি!
সোনার সংসার, হল ছারখার,
মরিনু-মরিনু, বুঝি ডুবাইনু
তোমার পবিত্র নাম বিশ্বপতি!
কি হবে ঈশ্বর কি হবে গতি!
যে আশা দিয়াছ সে কি সব বৃথা।
আজো সে অনল, রহেছে উজ্জ্বল,
রসনাও বলে আজো সেই কথা।
তব রাজ্য যাহা, প্রেমরাজ্য তাহা
আসিবে জগতে ; জানি কোনমতে
পারে না মানুষ রাখিতে সর্বথা ;
তাই তো আজিও বলি সেই কথা।
তাই আজ বলি, হাসুক যে হয় ;
তাই আজ বলি, জয়ধ্বজ তুলি,
তাই আজ বলি জয় ব্রহ্ম জয়!
ব্রহ্মের সংসার, মিলেছে আবার,
যেবা আছে যথা, লিখে রাখো কথা,
বিশেষ ঘটনা স্মরণে হৃদয়
আনন্দ-উল্লাসে মধুরতাময়!
আয়-আয় ভাই। গাইয়ে সকলে,
প্রেমের মহিমা, অনন্ত-অসীমা
আয়-আয় ভাই, ব্রহ্ম জয় বলে।

মানসের আশা প্রাণের পিপাসা
বুঝি বা মিটিল, বুঝি পোহাইল
দুঃখনিশা ; বুঝি মঙ্গলের জলে
ডুবিল দুর্দশা ব্রহ্ম-কৃপাবলে।

প্রার্থনা

বিশ্বরাজ! ক্ষুদ্রমতি অতি হীন প্রাণ
কি জানি তোমার বিভো! অনন্ত স্বরূপে
কি যে আছে কি তা বুঝি! যত দূর যাই
ততো ডুবি ; আরো ডুবি ; শেষে ক্ষুদ্র প্রাণ
রুদ্ধশ্বাসে রুদ্ধকণ্ঠে বলে হে অগাধ!
আমি ক্ষুদ্র বিশ্বপতি! আমার কামনা,
আমার কল্পনা, চিন্তা, ক্ষুদ্র যে সকলি!
কি জানাব? ও হে দেব! এইমাত্র জানি
ভগ্ন-প্রাণে বাস তব! তাই ভগ্ন-হৃদে
সংসার-দুর্দিন-মাঝে, যন্ত্রণা-সাগরে
তাই হে হৃদয়-বন্ধু! ডাকি বারে-বারে।
কোটি বিশ্ব ভিক্ষা করে যে কটাক্ষ-তলে
সে কটাক্ষে এ দাসের নয়নের ধারা
দেখ তুমি ; এ সান্ত্বনা পারি কি ভুলিতে।
বেঁচে আছি এই সুখে ; তবে করজোড়ে
এই চাই, দেখো দেব! দেখো হে আমারে
সংসার-যন্ত্রণা-চক্রে দেখো পিতা মোরে।

শ্রমজীবী

উঠ-জাগো শ্রমজীবী ভাই!
উপস্থিত যুগান্তর
চলাচল নারীনর
ঘুমাবার আর বেলা নাই,
উঠ-জাগো ডাকিতেছি তাই।

হেনকালে কে ঘুমাতে পারে!
অকর্মণ্য জড় যারা
ঘুমায় ঘুমাক তারা
থাকে থাক অজ্ঞান আঁধারে,
শ্রমজীবি! ডাকিছে তোমারে।

ঘোর রোল ভারতে উঠিল
অগ্রসর-অগ্রসর
এই রব ঘোরতর
শুনে কর্ণ বধির হইল,
উঠিতেছে যে যেখানে ছিল।

ওই দেখ চলেছে সকলে,
মধ্যবিত্ত ভদ্র যারা
সর্বাগ্রেতে ধায় তারা
পায়-পায় ধনীরাও চলে,
ছোট-বড় ধায় কুতূহলে

জাগিবার বাকি কেবা আর
যাহারা অবলা-বলে
বিখ্যাত ধরাতলে,
সেই নারী উঠেছে এবার,
মহানন্দে হয় আগুসার।

নবদৃশ্য ভারতে উদয়।
নবরাজ সমাগমে,
নবশক্তি নবোদ্যমে,
পূর্ণ আজি সবারি হৃদয়
আজ দেশ যেন অগ্নিময়।

সমাজের মূল তোরা ভাই!
কে দেখেছে ধরাতলে
মূল বিনা তরু চলে।
মাথা চলে তাতে লাভ নাই ;
যথা ছিল রহিবে তথায়।

ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত-শত
কেমন সংগ্রামে রত।
এই ব্রত—রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।

আয় তবে শ্রমজীবীগণ
নবোৎসাহে চলে যায়,
সময় বহিয়া যায়,
ঘোরতর বাজিতেছে রণ
যা করিয়ে সার্থক জীবন।

শ্রম নামে কল্পতরু
অতি চমৎকার,
যাহা চাবে তাহা পাবে—
নিকটে তাহার।*

শিশুপাঠ্য কবিতা :

সাধের নৌকা

সামাল-সামাল, ওই ডেকে আসে বান,
দেশ ছেয়ে আসে ধেয়ে জল কানে কান!
নিমেষে-নিমেষে বাড়ে কে কোথা পালায়,
তরাসে সকল জীব হাবুডুবু খায়।
ঘর-দোর পড়ে গেল ভেসে যায় চাল,
হেনকালে দেখ চেয়ে সাধের নৌকায়,
চড়িয়া কয়টি শিশু সুখে ভেসে যায়।

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার প্রথমবর্ষের (১৮৭৪) প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। শ্রমজীবীদের সম্পর্কে এটিই সম্ভবত প্রথম রচিত কবিতা। —বর্তমান সম্পাদক

এক ভায়া বসেছেন ছত্রির উপরে ,
কয়জন দেখিছেন বসিয়া ভিতরে।
টানে পড়ে ছোট তরী, হুহু করে ধায়,
আরামেতে কয়জনে বসিয়া তাহায়।
এমন অপূর্ব তরী কে দেখেছে কবে?
এ তরীর ইতিহাস শুন কিছু তবে।
আছিল কৃষক এক মুরগি পুষিত,
পরিয়া কাঠের জুতা কাদাতে চষিত।
আসিলে বন্যার জল কে কোথা ছুটিল,
মুরগি শাবক ছাড়ি কোথা পলাইল!
ছানাগুলি জলে পড়ি না দেখি উপায়
অবশেষে লম্ফ দিয়া উঠিল জুতায়।
এল জল ভাসে জুতা নৌকার মতন,
আরোহী হইল তাতে এই কয়জন।
বড়রা ডুবিয়া ম'লো ; ছোটরা বাঁচিল,
ভাসিতে-ভাসিতে তরী ডাঙ্গাতে লাগিল।

আবদারে ছেলে

সুন্দর খেলনা দেখে অন্য শিশু-হাতে,
অবোধ শিশুর লোভ পড়িল তাহাতে।
দুই শিশু, হিত-কথা কেহই বোঝে না,
একজন যাহা চায় অন্যে তা ছাড়ে না।
হল যে বিষম জ্বালা, কাঁদিল সন্তান,
কতই বুঝান মাতা, নাই দেয় কান।
মা তারে চাপেন বুকে, করেন চুম্বন,
লক্ষ্মী ছেলে, সোনামণি, বাপ যাদুধন,
কত কি বলেন মাতা, কোলেতে করিয়া,
এ ঘর ও ঘর করে বেড়ান ঘুরিয়া।
এটি-ওটি-সেটি দেন তার হাতে তুলে,
আবদারে ছেলে মার কিছুতে না ভুলে।
আধ-ভাষে সেই বুলি, সেই অশ্রু ঝরে,
'কি দিয়ে ভুলাই', মাতা ভাবেন অন্তরে।
অবশেষে কাকাতুয়া আছিল যথায়
লইয়া প্রাণের ধনে চলেন তথায়।

এতো যে ক্রন্দন তার, এক আবদার,
কি আশ্চর্য, পাখি দেখে কিছু নাহি আর!
মা বলেন,—"কাকাতুয়া", পাখি তাই বলে
যেদিকে পেয়ারা যায় সেইদিকে চলে।
খোকামণি বড় খুশি, গালভরা হাসি
দেখে যা পাড়ার লোক কত শোভা-রাশি!
সুন্দর মায়ের কোলে সুন্দর সন্তান!
কবি বলে এই শোভা স্বরগ-সমান।

রামকান্তের ঘোড়া

পক্ষীরাজ ঘোড়া আর তালপত্র সিপাই,
শুনেছ তো সকলেই, কভু দেখ নাই।
ওই দেখ অশ্বপৃষ্ঠে রামকান্ত বীর
নবাবের মতো বসে আনন্দে অস্থির!
ঘন-ঘন কশাঘাত হেট-হেট মুখে
লম্বা-লম্বা পা-দুখানি দোলাইয়া সুখে ;
তোমরা অনেক ঘোড়া দেখিয়াছ সবে,
এমন মজার ঘোড়া কে দেখেছ কবে?
যেমন ঘোড়ার রূপ তেমনি সোয়ার,
ঠমকে-ঠমকে চলে আনন্দ অপার।
সহসা পশ্চাতে কেহ কান পাকড়িল,
"কেরে" বলে রামকান্ত ফিরিয়া দেখিল
দেখে সেই রুদ্রমূর্তি ইস্কুলের ঘরে,
যাহার হুঙ্কারে প্রাণ কাঁপে থর-থরে ;
উড়িল অর্ধেক প্রাণ মুখে কথা নাই,
কান নিয়ে টানাটানি এ বড় বালাই!
ইস্ক্রুপের মতো প্যাঁচ যত লাগে কানে,
হাঁ করে রামকান্ত সেই টানে-টানে।
সোয়ার পড়িল ধরা ঘোড়া দুইখান,
দ্রুতপদে দুইজনে করিছে প্রস্থান।
উলটি-পালটি উঠি দুই শিশু ধায়,
ছট্-ফট্ রামকান্ত কানের জ্বালায়।
হে শিশু! এরূপ ঘোড়া তুমি যদি চাও,
তবে কান মলে-মলে কানটা পাকাও।

পেটুক পুষি

খাবার পেয়ে খোকাবাবুর মুখটি যেন আলো।
ধামা হাতে, নির্জনেতে বসলেন গিয়া ভালো।
ভাবছেন মনে, ভাই-বোনে টের না পেলেই হয়,
একলা বসে, খাবেন কষে, খাবার সমুদয়।
নিষ্কণ্টকে, দিচ্ছেন মুখে যেই হাসি-হাসি,
হেনকালে, দেখতে পেলে, পুষি সর্বনাশি।
শত্রুর জ্বালায়, খাওয়া যে দায়, এত শত্রুও আছে,
পেটুক পুষি বড়ই খুশি ঘনিয়ে আসে কাছে।
খোকা ভাবে নেমে যাবে একটু পেলেই পরে
নতুবা ডেকে আনবে কাকে না জানি এ ঘরে ;
ডাক শুনে ভাই-বোনে যদি ছুটে আসে,
কেড়ে খাবে সব ফুরাবে কাঁদব একা বসে!
ভাবি মনে, তার বদলে প্রথমখানি তুলে,
দিয়ে তারে তুষ্ট করে, নিয়ে যাক চলে।
একটি পেয়ে খুশি হয়ে যায় না হতভাগী,
লেজটি তুলে কাঁধে ঠেলে আর একখানির লাগি।
এমনি করি, হয় যে দেরি, ভাই-বোনেরা আসে ;
একলা খাবার, চেষ্টা খোকার, দেখে সবাই হাসে।

বুলবুল

জগৎটা কি তোদের জন্য
ওরে বুলবুল?
তোদের তরেই সুনীল আকাশ?
তোদের তরেই ফুল?
তোদের জন্যই ফোটে গোলাপ
রূপে ঢল-ঢল?
তোদের তরেই ক্ষেতের শস্য
তোদের জন্যই ফল?
তোদের জন্যই কি নবীন অরুণ
হাসে আকাশে?
তোদের জন্যই সেই আলোকে
ধরা কি ভাসে?

কোন্ বনেতে থাকিস তোরা
কি মন্ত্র জানিস?
কোথা হতে এতটা সুখ
বহিয়া আনিস?
বলে বুলবুল, "করো না ভুল,
সুখ হাতের কাছে :
সাদা প্রাণটা যে রেখেছে,
সেই সুখ আছে।"

রূপী বিড়াল ও ভেলো কুকুর

ভেলো নামে কুকুর ছিল শুয়ে আঙিনায়,
রূপী বিড়াল মুখটি চেটে সেদিক দিয়া যায় ;
রূপী বলে— কি ভাই ভেলো শুয়ে আছ যে,
মুখটি শুক্নো, কিছুই বুঝি জোটেনি আজকে?
ভেলো বলে—আমার ভাগ্যে কি আর জুটবে ভাই,
শিক্ষাদোষে চুরিচামারির অভ্যাসটা তো নাই।
শিক্ষাদোষে চুরিচামারি? আমিই বুঝি চোর,
ঠারে-ঠোরে বলিস কথা, বড়ই স্পর্ধা তোর।
রাগে আমার জ্বলিতেছে গা, সামলে বলিস বাত,
তা না হলে এক থাপড়ে উড়িয়ে দেব দাঁত!
ভেলো বলে—রূপিমণি! চটছ কেন এত,
রাগের কথা তোমায় আমি কিছুই বলিনে তো ;
বলছি আমি, আমার তো আর সুযোগ তেমন নাই,
যে ক্ষীর চপাচপ্ মাছ গপাগপ্ পুরবো গালে ভাই।
রূপী বলে—দেখ্ ভেলো ভাই! বলবো আমি কি,
কপাল পোড়া তোর মতো আর জন্মে দেখিনি!
ঘরে উঠতে নাইকো হুকুম, উঠানেতেই বাস ;
পাড়ার ছেলের ঢিলের ভয়ে সদাই প্রাণে ত্রাস!
দয়া কোরে একমুঠো ভাত কেউ বা যদি দেয়,
ঢিলের ভয়ে খেতে নারিস, এমনি প্রাণের দায়!
আস্তাকুঁড়ে পাতা কুড়ানো, যে যা দেয় ফেলে,
চোরের মতো লুকায়ে তায় আসিস পেট টেলে।
দুধের সঙ্গে দেখা নাই তোর, মাছের সঙ্গে আড়ি ;
এক বাড়িতে পেট ভরে না, বেড়াস দশ বাড়ি।

ভেলো বলে—দুঃখ কিসের? দিন তো চলে যায়,
ওসব দুঃখ সয়ে গেছে লাগেনাকো গায়।
রূপী বলে—এই জগতে চতুর হতে হয়,
বুদ্ধির চোটে সবই জোটে কষ্ট নাহি রয়।
হোক না চুরি, বাহাদুরি দেখানো তো চাই,
না যদি ভাই পড়িস ধরা চুরিতে দোষ নাই।
আয় দেখি তুই আমার সনে করিসনাকো ডর,
ঢুকে ঘরে পেটটা পুরে খাবি দুধের সর।
আমি থাকবো দোরের কাছে যদি বা কেউ আসে,
দিব সাড়া, কানটি খাড়া দৌড় দিবি কষে।
ভেলো বলে—না ভাই রূপী! সেটা হবে না,
শুকিয়ে মরি সেটাও ভালো ওটা পারব না।
রূপী বলে—পুরুষের মন এমন দেখিনি!
এত ভয় যার কপালে তার সুখ তো লেখেনি।
ভেলো বলে—পাপের কাজে ভয় থাকাই ভালো,
দিন চলে যায় কোনোমতে তাই হলেই হল।
রূপী বলে—তোমাব বুদ্ধি আমার যদি হয়,
অনাহারে ঘুরে-ঘুরে মরিব নিশ্চয়।
পরেব খেয়ে এই শরীরটা, কাকেই বা ডরাই
আমার চুরি ধরতে পারে এমন মানুষ নাই।
এত বলি গেল রূপী পাশের ভবনে,
লম্ফ দিয়ে উঠল ঘরে ঢোকে নির্জনে।
দুধের কড়ায় মুখটি রূপী যেমন দিতে যায়!
কোথা হতে হঠাৎ ফাঁসি লাগিল গলায় ;
গলায় ফাঁকি সে রূপসী ডাকে কাতর স্বরে,
সাড়া পেয়ে আসে ধেয়ে গৃহস্থ সে ঘরে।
"বারে-বারে মোরগ তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবারে মোরগ তোমার বধিব পরান।"
এই বলে তায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায় ;
উলটি-পালটি রূপী পিছে-পিছে ধায়।
শপশপাশপ পড়ে ছড়ি সোনামণির গায়।
চক্ষে আঁধার দেখে রূপী ছড়ির যাতনায়।
পথে শুয়ে ছিল ভেলো দেখে রূপীর দুখ,
ভয়েতে তার উড়িল প্রাণ শুকাইল মুখ।
ভেলো বলে—রূপিমণি! বুঝিলে এবার,
খাইতে না পাই ধর্মে থাক ইহাই জেনো সার।
আর কারে বা দিচ্ছে ভেলো নীতি-উপদেশ?
সেই দড়ির আর ছড়ির টানে রূপীর হল শেষ!

মোদের পুষি

মোদের পুষি বড়ই চালাক, ছোট পাখির যম,
চোখদুটিতে আগুন জ্বলে দেখিতে বিষম!
ইঁদুর-ছুঁচো, সাপ-কেঁচো, কারো নাই নিস্তার,
সকাল-বিকাল করে পুষি কত কি শিকার।
পুষির জ্বালায় ছোট পাখি বসে না উঠানে ;
পুষির জ্বালায় কীট-পতঙ্গ আসে না বাগানে ;
পুষির জ্বালায় ইঁদুরকুলে সদাই লাগে ত্রাস ;
পুষির জ্বালায় চড়ুই-দলে সদাই সর্বনাশ!
গাছের আগায় আপন বাসায় পাখির ছানা থাকে,
সে গাছ বেয়ে সেথায় গিয়ে ধরে আনে তাকে!
প্রকাণ্ড সাপ চলে গেলে তারেও থাবা মারে,
লোকে বলে, সাবাস বিড়াল ডরে না কাহারে!
একদিন দেখি, কি এক পোকা ধীরে-ধীরে যায়,
পিছন হতে এসে পুষি থাবা মারে তায় ;
থাবা খেয়ে কামড়ে জোরে ধরে দাড়া দিয়ে,
একি হল বলে পুষি উঠে শিহরিয়ে।
যতই আড়ে নাহি পড়ে এ তো বিষম দায়,
পুষির গেল বুদ্ধিশুদ্ধি করে কি উপায়!
আ-মলো রে কি হল রে একি সর্বনাশ,
দাড়ার জোরে চামড়া ছিঁড়ে বিঁধে হাড়-মাস।
চালাক পুষি এবার বোকা, পোকার কামড়ে,
"কে আছ গো বাঁচাও আমায়," বলে ডাক ছাড়ে।
সঙ্গে ছিল পুষির ছানা, এল শিকারে,
মায়ের দশা দেখে তাহার কথা না সরে!

চোরের উপর বাটপাড়ি

পরের জিনিস না বলে লয়, তাকেই চুরি বলে ;
সেই চুরির ধন কেউ যদি লয়, বাটপাড়ি তা হলে!
চোরের পিছে চোর তো আছে, বাঘের পিছে ফেউ,
এ সংসারে পাপটি করে রক্ষা পায় না কেউ।
চোরের জিনিস চুরি করে, সে বড় তামাশা!
তবে শোন 'কেলো'-'ভেলো'র কি হল দুর্দশা!

গৃহস্থেরা মাংস কিনে টবটি চাপা দিয়ে,
ঘরের কাজে সবাই গেল নিরাপদ ভাবিয়ে।
কেলো-ভেলো দুটি কুকুর খেলছিল উঠানে ;
টবের নিচে মাংস রইল, দেখল তা দুজনে।
মাংস দেখে ধুলা-খেলা আর কি ভালো লাগে?
দুই ইয়ারে যুক্তি করে ছুটলো অনুরাগে।
টবের গায়ে আঁচড়-পাঁচড়, ঠেলাঠেলি কত,
করতে চুরি সয় না দেরি, পেটের দায়টা এত!
আঁচড়-কামড় দুই ইয়ারে, দুটিই বলবান,
অনেক কষ্টে বাহির করে মাংস একখান।
একখানাতে মন উঠে না, সেখান ফেলে দূরে,
আবার করে আঁচড়-পাঁচড় আর একখানার তরে।
মাঝে থেকে কি এক পাখি কোথা হতে এসে,
ছোঁ মেরে সেই মাংস নিয়ে টবের উপর বসে।
কেলো-ভেলো হতভোম্বা ফ্যালফ্যালিয়ে চায় :
উঠতে নারে টবের মাথায়, ডেকেই রাগ মিটায়!
বসে-বসে মাংসটা খায় পাখি আপন মনে,
কেলো-ভেলোর ভ্যাকভ্যাকানি কিছুই নাহি গণে।
পাখি বলে,—"মিছামিছি কেন চ্যাঁচাও ভাই।
চুরির ধনটা তোমরা খেতে, না হয় আমিই খাই।"

বর্ষশেষ

দুঃখ

এই তো বৎসর যায়, আসিলাম পায়-পায়,
জীবনের পথে আগাইয়া ;
স্রোতের জলের মতো, কাল বহে অবিরত,
কার সাধ্য রাখে আগুলিয়া!
সুখ-দুঃখ, খেলা-হাসি, সকলি তো গেল ভাসি,
স্মৃতিমাত্র মনেতে রহিল,
মনে করিলাম যত, কাজে নাহি হল ততো
এই দুঃখে পরান দহিল!

সুখ

কিন্তু এ দুঃখের মনে, এক সুখ আছে মনে
গত বর্ষে বাড়িয়াছে জ্ঞান ;
কত কথা শুনিয়াছি, কত কথা শিখিয়াছি
সাধিয়াছি পরের কল্যাণ।
বরষ ফুরায়ে এল সুখ-দুঃখ ভেসে গেল,
ভেসে গেল কতই ঘটনা!
দেখিনু-শিখিনু যাহা হৃদয়ে রহিল তাহা
কালস্রোতে তাহাতো গেল না।

আশা

সাহসে উঠিয়া তাই, আবার সম্মুখে ধাই,
আশা করে বাঁধি গো কোমর,
উঠে-পড়ে কেঁদে-হেসে, যদিও চলেছি ভেসে,
বৃথা মোর যায়নি বৎসর।
না খাটিলে না ভাবিলে, কারু কি পৌরুষ মিলে
ঘুমায়ে মানুষ কেবা হয়?
প্রেম নাহি বৃথা যায়, যতনে রতন পায়
নববর্ষে পাব তা নিশ্চয়।

দাদামশায়ের সাধের নাতি

দাদামশার সাধের নাতি ফড়িংবাবু নাম।
চুরাল্লিশ নম্বর রসা রোড ভবানীপুরে ধাম।
তালপত্রের সিপাই ভায়া লিকলিকে শরীর।
চলেন যদি উড়েন যেন পা-দুটি অস্থির।
কি যে করেন, কোথায় যান হয় না তা নির্ণয়।
বুদ্ধিশুদ্ধি গজাবে যে, হয় না সে সময়
লেখা-পড়ার মন বসে না বইকে লাগে ডর।
পড়াশুনা শিকেয় তোলা কেবল খেলায় ভর,
বাড়ির লোকে পাগলপারা এক ফড়িং-এর চোটে,
কি হবে যে তাদের গতি আর একটি যদি জোটে?
দিবে আজি ফড়িংভায়া সাত বছরে পা—
দাদা বলে আপদ বালাই সব দূরে যা—

মা-বাপের আশা বিফল হবে না কখন
দাদামশার সাধের নাতি হবেন একজন।
শুন মীরাবাঈ, ওগো শুন মীরাবাঈ!
কি চিঠি লিখেছ তুমি বলিহারি যাই!
কাশি সেরে খুশি আছ শুনে সুখী বড়,
সুখে থাক খেলা কর মন দিয়া পড়।
মীরা হবে ভালো মেয়ে তাতে ভুল নাই,
ঈশ্বর চরণে আমি এই শুধু চাই—
ইতি তোমার দাদামশাই

(অপ্রকাশিত)

১

একতালা

আজ পরানে-পরানে মিলে,
হৃদয়-মন-প্রাণ খুলে গাও সবে ভাই।
আজ দাও রে সেই প্রেমময়ের নামেরি দোহাই।
(মনের সাধে সবে মিলে)
বল, ডাকিলে হে দীন সখা যেন দেখা পাই।
(সবাই মিলে বল-বল রে)
বল, দীনবন্ধু ভবসিন্ধু যেন তরে যাই
(চরণতরী দিও-দিও হে)।
বল, তোমা বিনা পাপীতাপীর আর গতি নাই।
(সবাই মিলে বল-বল রে)
এসো প্রাণ খুলে সবাই মিলে জয়ধ্বনি গাই।
(জয়-জয় প্রেমের জয় রে) (এমন দিন আর হবে না রে)
মিল। আজি তব শ্রীচরণে, কাঁদি হে নাথ পাপিগণে,
অপার করুণা-গুণে (ওহে দীনবন্ধু)
দাও প্রভু দরশন। (পাপিজনে)॥

২

দশকুশি

আজি শোন রে, তাঁর বাণী, (মধুর আবাহন রে)
এমনি মধুর আহ্বান, মৃতদেহে জাগে রে প্রাণ,
ছিন্ন হয় সংসার-বন্ধন রে। (মধুর ডাক শুনে রে)
(পরান আকুল করে রে)
সে বাণীর বর্ণে-বর্ণে, সুধারস পশে কর্ণে, (কিবা মধুর-মধুর)
কাটে মোহনিদ্রার স্বপন রে।
(ভাবের ঘুম আর থাকে না) (মৃত প্রাণ জেগে উঠে)
সে বাণী-পরশ পেয়ে, নরনারী আসে ধেয়ে
সঁপিবারে জীবন-যৌবন রে! (বিভু প্রেমানলে রে)
(অনলে পতঙ্গ যেমন)
বিষয়-বাসনা ফেলি, সুখ-স্বার্থ পায়ে ঠেলি,
ধায় তারা মত্তের মতন রে। (প্রেমে পাগল হয়ে রে)
(সুধামাখা ডাক শুনে)
শুনি সে মধুর বাণী, ভব-সুখে তুচ্ছ মানি,

এসো তবে এসো ভক্তজন রে। (জীবন দিতে হবে যে রে)
(প্রেমময়ের প্রেমানলে)
বিশ্বাস-অনল জ্বালি, বৈরাগ্য-আহুতি ঢালি,
সেবা-যজ্ঞের কর আয়োজন রে।
(জনম সফল কর রে) (আপনা অহুতি দিয়ে)।।

৩

ঝুলন

আনন্দে উড়ায়ে চল প্রেমের নিশান রে ;
পরান খুলিয়া গাও প্রেমময়ের নাম রে।
স্বর্গ হতে এল ধরায় মধুর আহ্বান রে ;
"আয় পাপী, আয় পাপী, পাবি পরিত্রাণ রে।"
শুন-শুন-শুন বাণী, পাতি আজি কান রে ;
ডাকিছেন মুক্তিদাতা প্রভু ভগবান রে।
বিষম গরল পিয়ে কি কঠিন প্রাণ রে ;
বাণী শুনে, তবু ভোল আপন কল্যাণ রে।
চারিদিকে নরনারী করিছে উত্থান রে ;
নবযুগে নবানন্দে জাগাও মন-প্রাণ রে।
দুরে যাক্ পাপ-ভয় মান-অভিমান রে ;
প্রেমময়ের প্রেমক্রোড়ে কর আত্মদান রে।
মিল। তাই আজি সকাতরে, ডাকি ভাই প্রেমভরে, নগরবাসী রে,
শুন-শুন ভাই, বধির হয়ে থেকো না।।

৪

একতালা

আনন্দে গাইয়ে চল, আর কিবা ভয় রে,
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য এসেছে ধরায় রে,
কে যেন হৃদয়ের মাঝে বলে পাপী আয় রে।
(বলে আয় পাপী আয় রে) (বলে ত্বরা করে আয় রে)
আজি সে সুরব শুনে ব্যাকুল পরান রে,
এতদিনে পাপিজনে পায় পরিত্রাণ রে।
(বুঝি) যায় স্বর্গধাম রে, (বুঝি) হয় পূর্ণকাম রে।
আজি সে মধুর ধ্বনি জাগে বিশ্বময় রে।
সবে মিলে হৃদয় খুলে বল ব্রহ্মজয় রে।
(বল জয় দয়াময় রে!)

মিল।   ফেলিয়ে অসার সুখ আয় তোরা চলে, গেল বেলা মিছে
খেলা ছাড় সকলে, জীবন সফল হবে, প্রাণ-মন বিকাইলে।
(ওরে নগরবাসি!)॥

৫

লোভা

আমরা চল যাই—চল যাই, সবে মিলে
প্রেমধামে, (আমরা চল যাই, চল যাই)
জগৎ মাতিল দেখ, মধুর ব্রহ্মনামে।
স্বর্গের বিভব এই মধুর ব্রহ্মনাম, জুড়াইতে জীবের জ্বালা এল ধরাধাম
(এ প্রাণ জুড়াইতে আর কি ধন আছে-—ব্রহ্ম-নামামৃত বিনে)
কেন আর ভুলিয়ে থাক, মোহের মায়ায়, ব্রহ্মনাম সুধারসে ডুবিব সবাই
আমরা জন্মের মতো, সবে ডুবে রব, ব্রহ্মনামামৃত-রসে)॥

৬

একতালা

আমরা দয়ালনামে তরে যাব, আজ আমরা বেঁচে যাব।
পোড়ায়ে পাপ-বাসনা নবজীবন পাব,
সে চরণে হৃদয়-মন সবাই ঢেলে দিব।
মজিয়া সে প্রেম-রসে নিজে পাসরিব,
প্রেমময়ের প্রেমজলে হাবুডুবু খাব।
প্রেমময়ের প্রেমের লীলা নয়নে হেরিব,
আর জয়-জয় দয়াময় সবাই মিলে গাব।
নিবাব সংসার-তাপ হৃদয় জুড়াইব,
আর বাহু তুলে কুতূহলে আনন্দে নাচিব।
মিল।   সে প্রেম ফেলিয়ে তোরা যাস্ কোথা যে ভাই
শান্তির লাগিয়ে, শান্তিদাতার প্রসাদ ভিন্ন ভাই,
সব মরীচিকাময়॥

৭

আলেয়া—যৎ
(কীর্তন ভাঙা)

আমি এক মুখে মায়ের গুণ বলি কেমনে!
আর কোন মা আছে, এমন করে পালিতে জানে?
কি স্বদেশে, কি বিদেশে, মা আমার সর্বদা পাশে,
প্রাণে বসে কহেন কথা মধুর বচনে

আমিতো ঘোর অবিশ্বাসী, ভুলে থাকি দিবানিশি,
মা আমার সকল বোঝা বহেন যতনে।
এ অনন্ত সিন্ধুজলে, মা আমার রেখেছেন কোলে,
কত শান্তি কত আশা দিতেছে প্রাণে।
হায় আমি কি করিলাম, এমন মাযে না চিনিলাম,
না সঁপিলাম প্রাণ-মন এমন চরণে॥

৮

যৎ

আয় তোরা ভাই, নগরবাসিজন, ব্রহ্মকল্প তরুমূলে সকলে।
(তোদের) ভবের তাপ দূরে যাবে, হৃদয়-মন শীতল হবে,
(তোরা আয় রে ব্রহ্মকল্পতরুর ছায়ায়)
(ও ভাই) অপার আনন্দ পাবে তরুমূলে বসিলে,
(ব্রহ্মকল্পতরুর মূলে)
(ও ভাই) কোথা শান্তি-বারি? (সংসার মরুর মাঝে)
(বৃথা সুখের লোভে দুঃখ পেয়ো নাবে)
সত্য সারাৎসারে, ত্যজি, অনিত্য সংসারে মজি,
(বৃথা) সুখের কারণে, ভবের কাননে, বল কত আর বেড়াবে ঘুরি।
(মিছে আশায় ভুলে)
সুখ-সরোবর জ্ঞানে, ছুটিছ যাহার পানে, ও নহে শীতল,
জীবনের জল, ও যে মৃগতৃষ্ণা আছে প্রসারি।
(কেন বুঝলে না রে মায়ার ধোঁকায় পড়ে)
আশা-মরীচিকা পিছে, কি হবে ছুটিয়া মিছে,
সে সত্য চরণে সঁপ না জীবনে,
(চিরদিনের মতো রে) (জীবন সফল কর রে)
সঁপিলে যাতনা যাবে পাসরি। (দুঃখ রবে না রে)॥

৯

দশকুশি

(আর) থেকো না নিরাশ মনে, পড়িয়ে ভববন্ধনে,
জয় রবে কর রে উত্থান ;
(পড়ে থেকো না, থেকো না, মহামোহে মুগ্ধ হয়ে)
দেখি সে প্রেম-মাধুরী, আপনারে যাও পাসরি,
প্রেমানন্দে কর নাম-গান!
(নব-জীবন পাবে রে, জীবনদাতার কৃপাগুণে)

আশাতে হৃদয় ধরি, চল-চল ত্বরা করি,
দেখ দিবা হয় অবসান ;
(দিন চলে যায় রে, বৃথা কাজে দিন যায়)
পরানে শকতি পাবে, পাপতাপ দূরে যাবে,
জেনো-জেনো পাবে পরিত্রাণ।
(নিরাশ হয়ো না, হয়ো না, প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে।)॥

১০

যৎ

উঠ নরনারী, বলি পায়ে ধরি, পরিহরি বিবাদ, নিরাশা, দুঃখ
এসো ত্বরা করি। (তোরা আয়-আয় রে)
তরী সাজাইয়ে, দেখ কৃপা দিয়ে, প্রভু আপনি হলেন কাণ্ডারী।
পূর্বপাপের কথা স্মরি, ফেলো না আর অশ্রুবারি,
পেয়ে সেই চরণ-তরী (এসো) ভবের জ্বালা যাই পাসরি॥

১১

লোভা

এতই কি সংসার-মায়া তোর? (জেগে কি ঘুমালি রে)
অনিত্য সুখেরি তরে, ডুবিছ পাপ-সাগরে রে,
জ্ঞানহারা মোহ-মদে ভোর! (ওরে নগরবাসি রে)
স্বহস্তে অনল জ্বালি, দেহ-মন তাহে ঢালি রে,
কি যাতনা পাইতেছ ঘোর। (দেখে হৃদয় ফাটে রে)
প্রেমমণি দূরে ফেলি, কাচখণ্ড হাতে নিলি রে,
একি ভ্রান্ত মতি দেখি তোর। (কি ভ্রমে ভুলিলি রে)॥

১২

চল-চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শুন শ্রবণে ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।
ভুলিয়ে সে ধনে এখানে এমনে,
নগরবাসি, তোরা কতদিন আর রবি রে ভাই?
হল রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে ;
তাই বিনয় করে, বলি চরণ ধরে,
এসো রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
এ সংসারের মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো-জেনো গতি নাই।
আর বিফলে কাটাইও না জীবনে॥

১৩

শঙ্কর-ফের্‌তা

জয়-জয় বিভু হে, করুণা তব হে, অগণন মহিমা তোমার ;
একমুখে কি বলিব আর?
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! আজি কৃপা কি দেখি অপার
জয়-জয় করুণা-আধার।
বিষয়ের বন্ধনে, সুখের শয়নে, ছিল শুয়ে যে-জন ধরায় ;
জাগাইলে কিরূপে তাহায়!
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর! প্রাণ-মন সঁপে সে তোমায়।
জয়-জয় প্রভু কৃপাময়!
ধন-মান-যৌবন নানা প্রলোভন, পথে ছিল অচল-সমান,
তবু তাতে বাঁধিল না প্রাণ।
জয় হে সুন্দর! মহিমা সাগর! এ সকলি তোমারি বিধান!
জয়-জয় করুণা-নিধান!
দেহ-মন ঢালিয়ে প্রেমে বিকাইয়ে, আজি সে যে নিজে করে দান,
সঁপিতেছে দেহ-মন প্রাণ!
জয় হে সুন্দর! মহিমা-সাগর, লও-লও করুণা-নিধান!
জয়-জয় করুণা-নিধান॥

১৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দশা-আঁধার তার কর মোচন।
কোটি-কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়ন-বারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে-সব হে ,
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুন দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন-পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন॥

১৫

লক্ষ্মৌ—ঠুংরি

তুমি ব্রহ্মসনাতন বিশ্বপতি, তুমি আদি অনাদি অশেষ গতি।
তুমি সত্য সদাত্মক চিন্ময় হে, তুমি বিশ্বচরাচর আশ্রয় হে।
তুমি পূর্ণপরাৎপর কারণ হে, তুমি দীন জনাশ্রয় তারণ হে।
তুমি মঙ্গল চিত্তবিনোদন হে, মনোমোহন শোভন লোভন হে॥
তুমি পাবন বিঘ্ন-বিনাশন হে, তুমি পাতক-রাশি হুতাশন হে।
করুণা-কর হে গুণ-সাগর হে, কত যে করুণা অধমে কর হে।
প্রভু পাপ শতে মৃত যে জন হে, পরশে লভয়ে নব-জীবন হে।
তব-সিন্ধু-জলে অকূলে ডরি হে, প্রভু দেহ সবে করুণা-তরী হে॥

১৬

নমো নমস্তে ভগবন্, দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো, নমস্তে মোক্ষদায়ক।
পিতা-মাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরা সপৎ, ত্বমেব জগতাং পতিঃ।
পাপগ্রাহ-সমাকীর্ণে, মোহ নীহার-সংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে, নাথ, নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
ত্বৎ-কৃপা-তরণিং দেহি-দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যুমায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতং।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে, ভক্ত-বৎসল,
নির্বাণং যাতু পাপাগ্নি স্তুৎ প্রসাদাৎ পরেশ্বর॥

১৭

গুজরাটি ভজন—একতালা

পাপী-তাপী নরে, আজিকে দুয়ারে, ডাকিছে কাতরে, শুন হে দয়াময় ;
পাপের দহনে, দহেছে পরানে, এসেছে চরণে, মাগিছে আশ্রয়।
ভুলি তোমা-ধনে, সুখের কারণে, ভবের কাননে, কাঁদিয়া চলেছি ;
মোহের আঁধারে পাপের বিকারে, সে বন-মাঝারে পথ যে ভুলেছি।
সুধার সরসে ছাড়িয়া হরষে, প্রাণের পিয়াসে গরল পিয়েছি।
সেই বিষপানে, দেখিনি নয়নে, হেলিয়ে জীবনে মরণ নিয়েছি।
ভজিয়ে অসারে, মজিয়ে সংসারে, ডুবেছি পাথারে উঠিতে না পারি ;
হয়েছি হীনবল, ঘিরিছে শত্রুদল, ভরসা কেবল করুণা তোমারি।
নাহিকো শকতি, জগৎ-পতি, কি হবে গতি, এ ঘোর আঁধারে ;
ও কৃপা বিনে, গতি যে দেখিনে, আকুল-পরানে ডাকি হে তোমারে।
এসো হে দয়াল, ঘুচায়ে জঞ্জাল, কাটিয়া মোহজাল হও হে উদয় ;
হেরিয়ে সে জ্যোতি, জাগুক শকতি, পাই হে সদ্গতি, পূজিয়ে তোমায়॥

১৮

দেশমল্লার—ঝাঁপতাল
(স্বামী-স্ত্রীর প্রার্থনা)

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেকো জীবনে।
তব দয়া কি বলিব, কিরূপে উপমা দিব,
দেখালে যে কত কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখো এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ-ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসবি সুখী হবে সেবনে।
তব দাস-দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব।
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে॥

১৯

বিষাদ-ভারে মলিন-অন্তরে, তোমার দ্বারে করিছে ক্রন্দন ;
সদয় হয়ে দেখ চাহিয়ে, হৃদয়-বেদন কর হে শ্রবণ।
স্নেহের বন্ধন, ছিঁড়িয়া শমন, করিল হরণ জননী-ধনে ;
শূণ্য সংসারে, শোকের আগারে, বিষাদে ডুবে থাকি কেমনে?
জননীর কোলে. রাগ-শোক ভুলে, সন্তান-সকলে ছিলাম কুশলে ,
কে জানে এমন, ছিঁড়িয়া বন্ধন, করিবে হরণ, সে মায় অকালে।
মা হারা হয়ে, এখন কাঁদিয়ে, ডাকি হে তোমায় দেও দরশন ,
বিষাদের ভার, ঘুচাও হে সবার, আশ্বাস-দানে কর হে সান্ত্বন।
সে পরকালে, চরণ তলে, প্রিয় মাতারে রেখো দয়াময় ;
অজ্ঞান হরি, শান্তি বিতরি, পরম পদে দিও হে আশ্রয়॥

২০

হিয়ার মাঝারে, সেই প্রাণেশ্বরে ;
পূজ রে যতনে ভক্তিভরে।
হৃদয়-সখা তিনি, তাঁরে রেখো না রেখো না দূরে।
পরম রতন ফেলে, ও ভাই থেকো না রে এ সংসারে।
নয়ন-মণি ছেড়ে, আর বেড়াযো না অন্ধকারে।
মিল। খুলে মুক্তির দ্বার কাঙালে আজ, প্রভু করেন নিমন্ত্রণ।
(পুরবাসী রে ব্যাকুল হ'য়ে, ধেয়ে আয় রে)॥

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারি (১৯ মাঘ ১২৫৩) কলকাতার ছয়-ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চাঙড়িপোতা গ্রামে মাতুতালয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য অত্যন্ত তেজস্বী ও কোপনস্বভাবের হলেও পরোপকারী, সদাশয় ও প্রখর আত্মমর্যাদা-দীপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বগ্রাম মজিলপুরের সরকারি স্কুলের পন্ডিত ছিলেন। মাতা গোলোকমণি দেবী শিক্ষিত, ধর্মপরায়ণা ও গুণবতী মহিলা। মাতুল দ্বারকালাল বিদ্যাভূষণ সুপন্ডিত ও 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক। শিবনাথের শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনে এঁদের প্রভাব যথেষ্ট।

শিক্ষা : পাঁচ-বছর বয়সে মজিলপুর গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁর শিক্ষারম্ভ। কিছুদিন স্থানীয় হার্ডিঞ্জ মডেল স্কুলে পড়েন। ১৮৫৬ সালে ইংরেজি শেখার জন্য কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। চাঁপাতলায় মাতুলের বাড়িতে অত্যন্ত কষ্টে দিনাতিপাত ক' সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৬৬ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স, ১৮৬৮ সালে প্রথম বিভাগে এফ.এ, ১৮৭১ সালে বি.এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭২ সালে সংস্কৃতে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ পাস করেন এবং শাস্ত্রী উপাধি পান।

কর্মজীবন : ভারতআশ্রমে শিক্ষকতা (১৮৭২), হরিনাভিতে ও ভবানীপুরে শিক্ষকতা (১৮৭৩), হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা (১৮৭২), চাকরি ত্যাগ (১৮৭৮), সিটি স্কুলে শিক্ষকতা ও সবশেষে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ। কেশবচন্দ্রের কাছে দীক্ষাগ্রহণ (১৮৬৯), রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে যোগ (১৮৭৪), ভারতসভা স্থাপন (১৮৭৬), সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮), সিটি স্কুল স্থাপন (১৮৭৯), বিলাত-গমন (১৮৮৮)।

বিবাহ

আনুমানিক ১৮৬০ সালে রাজপুর গ্রামের নবীনচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠাকন্যা প্রসন্নময়ীর সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ হয়। পরে প্রসন্নময়ী ও তাঁব পরিবারের উপর বিরূপ হয়ে শিবনাথের পিতা পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেন বর্ধমানের দেপুর গ্রামের অভয়াচরণ চক্রবর্তীব জ্যেষ্ঠা কন্যা বিরাজমোহিনীর সঙ্গে।

সাহিত্যসাধনা :

কাব্যগ্রন্থ॥ 'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮); 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫); 'হিমাদ্রিকুসুম' (১৮৮৭); 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮); 'ছায়াময়ী-পরিণয় (১৮৮৯)।

উপন্যাস॥ 'মেজবউ' (১৮৮০); 'যুগান্তর' (১৮৯৫); 'নয়নতারা' (১৮৯৯); 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬), উমাকান্ত।

প্রবন্ধ॥ 'এই কি ব্রাহ্ম-বিবাহ' (১৮৭৮), 'গৃহধর্ম' (১৮৮১); 'জাতিভেদ' (১৮৮৪); 'রামমোহন রায়' (১৮৮৬); 'বক্তৃতা স্তবক' (১৮৮৮); 'মাঘোৎসবের উপদেশ' (১৯০২); 'মাঘোৎসবের বক্তৃতা' (১৯০৩); 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৯০৪), 'প্রবন্ধাবলি' (১৯০৪); 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র' (১৯১০); 'ধর্মজীবন' (১-৩ খণ্ড। ১৯১৪-১৯১৬); 'আত্মচরিত' (১৯১৮)।

পাঠ্যপুস্তক॥ 'উপকথা' (১৯০৮); History of the Bramho Samaj (Vol I & II 1911-1912), Men I have seen (1919).

পত্রিকা-সম্পাদনা :

'মদ না গরল' (এপ্রিল, ১৮৭১); 'সোমপ্রকাশ' (১৮৭৩-৭৪); 'সমদর্শী' or the liberal (দ্বিভাষিক মাসিক-পত্রিকা ১৮৭৪); 'তত্ত্বকৌমুদী' (১৮৭৮); 'শিশুদের মাসিক-পত্রিকা 'সখা' (১৮৮৫-১৮৮৬); মুকুল (১৮৯৫-১৮৯৬)।

মৃত্যু :

নানা কাজে অবিরত পরিশ্রমে শিবনাথ শাস্ত্রীব স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজের ব্যর্থতায় তিনি আশাভঙ্গ হন। ১৯১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তাঁর দেহান্ত ঘটে।